বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৪ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩১।। সোমবার ।। ১৯ মে., ২০২৫ ।। ১১ ম বর্ষ ১৪২ সংখ্যা।। ১২ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

আজ উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী

শিল্পপতিদের সঙ্গে বিনিয়োগ আলোচনা ● একাধিক প্রকল্পের সূচনা ● সরকারি পরিষেবা প্রদান

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আজ সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফর। এই সফরে তিনি একাধিক সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং বিনিয়োগ নিয়ে সরকারের মনোভাব কি সে সম্পর্কে শিল্পপতিদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন। ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারীদের উত্তরবঙ্গের বিনিয়োগ সম্ভাবনার কি মনোভাব সে কথা তুলে ধরবেন। মনে করা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিনিয়োগকারীদের কাছে তিনি পর্যটন, চা, হস্তশিল্প এবং ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনা কতটা তা নিয়ে আলোচনা করবেন। মঙ্গলবার ফুলবাড়ি ভিডিওকোন মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এখান থেকেই তিনি কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে পরিষেবা প্রদান করবেন। তাছাড়া একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। বুধবার তিনি উত্তর কন্যা তে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন উত্তরবঙ্গের আর্ট জেলাকে নিয়ে। এই বৈঠকে মালদা এবং দুই দিনাজপুর যোগ দেবে ভার্চুয়ালি।

সম্প্রতি জন বারলা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।চা বাগানের এই নেতার উপর কি দায়িত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী সেদিকে সবাই তাকিয়ে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে কটাক্ষ করেছে বিরোধী বিজেপি। ওই দলের বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেছেন প্রতিবছর মুখ্যমন্ত্রী হাওয়া বদল করতে এখানে আসেন। বড় বড় ভাষণ দেন। নিয়োগের প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু কয়েক বছরের পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে উত্তরবঙ্গ যেখানে ছিল অর্থাৎ অবহেলায় সেখানেই

রয়েছে। তিনি বলেছেন আমি মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একগুচ্ছ প্রশ্ন রাখব। আমি জানি ওই সব প্রশ্নের উত্তর তার জানা। কিন্তু সাহসের সঙ্গে সেই উত্তর তিনি দিতে পারবেন কিনা এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। সোমবার দুপুরে বিমানে তিনি পৌঁছবেন বাগডোগরা। সেখান থেকেই চলে যাবেন দীনবন্ধু মঞ্চে। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের জন্য বিমানবন্দর থেকে শুরু করে এনজিপি ও শিলিগুড়ি কে নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। তাই এবারের সফর রাজনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আগামী বছরের মাঝামাঝি রাজ্যে বিধানসভার ভোট। তাই অবহেলিত উত্তরবঙ্গ নিয়ে তিনি কি বার্তা দেন সেদিকে সবাই তাকিয়ে।বিশেষ করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

পাকিস্তান ফের বাড়াবাড়ি করলে ভয়ংকর আক্রমণ ঃ শাহ

নয়া জামানা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ আপাতত পাকিস্তান চাপে পড়ে সীমান্ত সংঘর্ষ চুক্তি মানছে।ভারত অপারেশন সিঁদুর ফকির রেখেছে। তবে রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জোরের সঙ্গে বলেছেন,পাকিস্তানের অন্দরে ঢুকে আমরা জঙ্গিদের জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু পাকিস্তান যদি আবারো বাড়াবাড়ি করে তবে ভারতীয় সেনাবাহিনী আরো ভয়ংকর ভাবে জবাব দেবে। এজন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত। এদিন কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ২৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। ভীতদের মধ্যে অনেকেই জঙ্গিদের হয়ে কাজ করে থাকে। তাছাড়া এদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে। সেনাবাহিনী ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ যৌথভাবে উপত্যকার বিভিন্ন জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের ওই তল্লাশি অভিযানে সহায়তা করছে এন আই এ। পুলিশের হাতে একাধিক ব্যক্তির নাম রয়েছে যারা জঙ্গি বাহিনীর সঙ্গে বিশেষভাবে

ঘনিষ্ঠ। এদের বেশিরভাগই হলেন ঘোড়া চালক। তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের উপর গোয়েন্দারা নজর রাখছে। গত কয়েকদিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুড ইবিনিময় হয়েছিল। তাতে ৪৮ ঘন্টায় ৬ জন জঙ্গির মৃত্যু হয়।গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোথাও জঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলে। ওখানকার গ্রাম থেকে তারা খাবার সংগ্রহ করছেন। সেনাবাহিনী অবশ্য সজাগ।ড্রোন এবং এলইডি ম্যাপিং করে জঙ্গিদের খুঁজে বের করতে লাগাতার তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক সফরে ভারতীয় সংসদীয় দল

নয়া জামানা, দিল্লি ঃ ভারতের সামরিক প্রত্যাঘাতের ক্ষত এখনো তাড়া করে বেড়াচ্ছে পাকিস্তানকে। আর এর মধ্যেই ভারত এবার কূটনৈতিক প্রত্যাঘাত করা শুরু করতে চলেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর ছাড়াও ভারত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে পাকিস্তানের জঙ্গি কার্যকলাপ প্রমাণসহ তুলে দেবে। এজন্য সাতটি প্রতিনিধি দল তৈরি করা হয়েছে ভারতের পক্ষে। দেশের বিভিন্ন দলের সংসদরা এই প্রচারে যাবেন। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে লোকসভার সদস্য ইউসুফ পাঠান কে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচারে পাঠাচ্ছে। বাংলা থেকে নির্বাচিত বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য রয়েছেন।বন্দ্যোপাধ্যায় কে এই দলে রাখার অনুরোধ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে।কিন্তু সুদীপ জানিয়ে দেন অসুস্থতার কারণে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। এরপর ইউসুফ পাঠানের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সাতটি দল সৌদি আরব, কুয়েত, বাহারিন, আলজেরিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ডেনমার্ক, ইউনাইটেড ইউনিয়ন সদর দপ্তর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, লিবিয়া, কঙ্গো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া, লাপাভিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া সফর করবে। এই কূটনৈতিক সফর নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে আরো কোণঠাসা করে দেবে তা বলা বাহুল্য। ভারতের এই সংসদীয় দল বিভিন্ন দেশে ঘুরে পাকিস্তানের জঙ্গিবাদের ঘটনা তথ্য প্রমান সহ তুলে ধরবে। জঙ্গিবাদ খতমে ভারত যে প্রয়াত চালিয়ে আসছে তার জন্য এই সব দেশের সমর্থন আদায় করার উদ্দেশ্য এই সফর। তাই কূটনৈতিক দিক থেকে এই শহর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় আজারবাইজানের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করছে ভারত

নয়া জামানা, দিল্লি ঃ পাকিস্তানকে সমর্থন। এই অভিযোগে এবার আজারবাইজানের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বন্ধ করতে চলেছে ভারত। ইতিমধ্যেই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে উচিত শিক্ষা দিতে ভারত সরকার স্থলপথে ওই দেশের সঙ্গে অন্য আমদানি উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ব্যবসায়ীরা দেশ আগে এই স্লোগান তুলে তুরস্কের সঙ্গেও ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। তুরস্ক শুধু যে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করেনি তাই নয়, তারা সেনা অফিসার পাঠিয়ে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণও দিয়েছে। যে নয় জঙ্গি ঘাঁটি ভারত ধ্বংস করে দিয়েছে এবং শতাধিক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে তুরস্কের দুজন সেনা অফিসারও ছিলেন। অতীতে যখন তুরস্কে এবং আজারবাইজানে ভূমিকম্প হয়েছিল তখন ভারত অপারেশন দোস্ত নামে অভিযান চালিয়ে ওই দুই দেশকে অনেক সংকটের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। দশকের পথ দশক ধরে পাকিস্তান যেভাবে জঙ্গি হামলা চালাচ্ছে এবং সন্ত্রাসবাদকে মদদ দিয়ে চলেছে অপারেশন সিন্দুর পর এই দুই দেশ পাকিস্তানকেই সমর্থন করেছে। তাই ভারত ওই দুই দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বন্ধ করে দিতে চলেছে।আজাদবাইজান থেকে ভারতে আমদানি করা হয় খনিজ তেল, চামড়া, এলুমিনিয়াম, সুতির পোশাক ইত্যাদি। আবার ওই দেশে পাঠানো হয়ে থাকে ভারত থেকে দামি ওষুধ, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, সেরামিকের তৈরি অন্য সামগ্রী, মসলা, শস্যজাত দ্রব্য ইত্যাদি। ভারতের সহযোগিতা না পেলে আজারবাইজান সংকটে পড়বে এ কথা বলা বাহুল্য। ইতিমধ্যেই ভারত ছাড়াও বহু দেশী বাণিজ্য নীতিতে পিছিয়ে আসছে। সারা পৃথিবী যেখানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছে সেখানে শক্তিহীন আজাদ ভাইজানের এই দুঃসাহস কিভাবে হয়? ভারতের যে জাতীয়তা বোধ এবং একতা তৈরি হয়েছে এবং অপারেশন সিঁদুর যেভাবে ভারতীয় দের সেনাবাহিনীর ওপর বিশ্বাস এনে দিয়েছে তাতে ভারতবাসী ও চায় পাকিস্তানকে সমর্থন করা কোন দেশকে এভাবেই যেন সাহায্যের হাত আজ ভারত বাড়িয়ে না দেয়।

মিঠুনের বেআইনি বাড়ি, নোটিশ দিল পুরসভা

নয়া জামানা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ বিজেপি নেতা তথা সুপারস্টার মিঠুন চক্রবর্তীকে বেআইবি নির্মাণের জন্য নোটিশ দিল বৃহৎ মুম্বাই পুরসভা। মিঠুনের মালাড মাথের এরাঙ্গল গ্রামে বিশালাকার বাড়ি রয়েছে। অভিযোগ ওই বাড়িতে নির্মিত হয়েছে পুরসভার কোন অনুমোদন ছাড়াই। এরপর দশ মে সুপারস্টারকে নোটিশ পাঠিয়ে বলা হয় কেন তিনি অনুমোদন ছাড়া ওই বেআইনি বাড়ি নির্মাণ করেছেন। নো কেন ওই বেআইনি বাড়ি পুরসভা ভেঙে দেবে না। গোটা বিষয়টি ১৭ই মে প্রকাশ্যে আসে। এরপর সুপারস্টার আইনি প্রক্রিয়ায় বৃহৎ মুম্বাই পুরসভা কে জবাব পাঠাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু মিঠুন চক্রবর্তী নয়, এরাঙ্গল গ্রামে আরো অনেকেই

বেআইনিভাবে বাড়ি নির্মাণ করেছেন। পুরসভা তাদেরও নোটিশ পাঠিয়েছে। বৃহৎ মুম্বাই পুরসভার সূত্রের খবর গত কয়েকদিন অভিযান চালিয়ে তারা ১৩০ টি বাড়ি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছে বলে নোটিশ পাঠায়। বৃহৎ মুম্বাই পুরসভা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে শহরে কোন বেআইনি বাড়ি নির্মাণ করতে দেয়া হবে না। এজন্য পুরসভা তাদের আইন অনুযায়ী প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করবে।

বিজেপি তেরঙ্গা যাত্রায় ভিআইপি রোডে নিভল রাস্তার আলো

নয়া জামানা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ ভারত পাক যুদ্ধে ভারতীয় সেনারা যেভাবে পাকিস্তানের ভিতরে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে তাতে দেশবাসীরা গর্বিত। সেনাবাহিনীর এই প্রবল পরাক্রম নিয়ে রাজনীতীয় শুরু হয়েছে। বাংলায় এবং দেশে বিজেপি সেনাবাহিনীকে সম্মাননা জানাতে এবং ভারতের আপা মন মানুষের কাছে পৌঁছতে তেরঙ্গা যাত্রা করছে। এর পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেস আবার বাংলা জুড়ে সেনাবাহিনীকে সম্মান জানাতে দুদিন ধরে মিছিল করল। এই দুই রাজনৈতিক দলের মিছিলকে ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে সত্যিই কি সেনাবাহিনীকে এভাবে সম্মান জানানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে শুধু মিছিল নয় দেশের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের বাড়ি গিয়েও কর্মীরা সম্মান জানাবেন। মিছিল হল রাজ্যজুড়ে। কিন্তু কোথাও দেখা গেল না সেনাবাহিনীর শহীদ কারুর বাড়ি গিয়ে সম্মান জানাতে। এর উত্তর

অবশ্য পাওয়া যায়নি। আবার বিজেপিও কলকাতা শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে তেরঙ্গা ঝান্ডা অর্থাৎ জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিল করেছে। তৃণমূলের সঙ্গে এখানে পার্থক্য যে বিজেপি কর্মী নেতাদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। আর তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে ছিল দলীয় পতাকা। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আমেদাবাদে তিরঙ্গা ঠান্ডা নিয়ে পদযাত্রায় যোগদান। পদযাত্রাটি ছিল বিশাল আকারের। তৃণমূল কংগ্রেস জেলা বা কলকাতা শহরে মিছিল করলেও কোন প্রথম সারির নেতাদের দেখা যায়নি। এ নিয়ে ডলের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। এদিন কেষ্টপুর থেকে ভিআইপি রোড ধরে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তেরঙ্গা যাত্রা করেন। তার অভিযোগ বিশালাকার ওই ওই যাত্রা মানুষ যাতে দেখতে না পায় তার জন্য দফায় দফায় ভিআইপি রোডে আলো নিভিয়ে দেয়া হয়। তিনি বলেন আসলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় পতাকার সম্মানটুকু রাখতে নারাজ। তিনি পারলে হয়তো পাকিস্তানের পতাকা তুলে বেরিয়ে পড়তেন। সুকান্ত এই অভিযোগের কোন পাল্টা প্রত্যুত্তর রাত পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পাওয়া যায়নি। তবে বিজেপির এই তেরঙ্গা যাত্রা আগামী ২৩ মে পর্যন্ত চলবে ওটা ভারত জুড়ে। ভারতীয় সেনাবাহিনী যে পরাক্রম দেখিয়েছে পাকিস্তানের ওপর তার সামান্য ডিভিডেন্ট ছাড়তে নারাজ বিজেপি।

আক্রান্ত শিক্ষকদের থানায় তলব,না এলে গ্রেপ্তারের হুমকি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ চাকরি ফিরে পেতে যেসব যোগ্য শিক্ষক বিকাশ ভবন ঘেরাও করে পুলিশের লাঠি খেলো। রক্তাক্ত হল। তৃণমূল কংগ্রেসের সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠ বাহিনী তাদের পেটালো। শিক্ষকদের চোখ নষ্ট হল, হাত পা ভাঙলো, মাথাও। এবার সেই আন্দোলনে যোগ দেয়া ১৫ জন শিক্ষককে ভারতীয় ন্যায় সঙ্গীতার বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে বিধাননগর উত্তর থানা শমন পাঠালো। ওই সময় বলা হয়েছে থানায় যদি কেউ হাজিরা না দেয় তাহলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার আইনে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। অভিযোগের মূল তিনটি দিক হলো সরকারি অফিস বন্ধ রাখা। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর। কর্মীদের আটকে রেখে নির্যাতন। এইসব অভিযোগের বেশির ভাগই জামিন অযোগ্য ধারা। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা অবশ্য বিকাশ ভবনের সামনে তাদের অবস্থান বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছেন। এদিনও তারা বলেছেন আমরা যোগ্য শিক্ষক। যাদের দুর্নীতিতে চাকরি গেছে আমাদের তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে আর ফিরিয়ে দিতে হবে আমাদের চাকরি। কোনভাবেই আমরা ফের পরীক্ষাতে বসব না। চাকরি হারানো শিক্ষকরা এর মধ্যেই তাদের স্কুলের খাতা দেখছেন। বলেছেন ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের মেয়াদ রয়েছে যোগ্য শিক্ষকদের কাজ করার।কিন্তু আমরা যোগ্য হয়ে বিদ্যালয় মাথা উঁচু করে ঢুকতে চাই। আমরা কারুর দয়ায় চাকরি পাইনি আর টাকা দিয়েও চাকরি কিনি নি। তাই আমাদের হকের চাকরি ফিরিয়ে দিতেই হবে। চাকরি হারা শিক্ষকদের আন্দোলনের একটি বড় মুখ হল মেহেবুব মন্ডল। তিনি বলেছেন থানা ডেকেছে। নোটিশ পাঠিয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করার পরেই ঠিক করব যাব কিনা। মেহেবুব তো পুলিশ মঙ্গলবার তলব করেছে। তিনিও বলেন আমি আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলার পরেই সিদ্ধান্ত নেব। তার পাল্টা অভিযোগ নটি সে একটি হাস্যকর যুক্তি দেয়া হয়েছে। তা হল আমরা সরকারি কর্মচারীদের কাজে বাধা দিয়েছি। কিন্তু পুলিশ বোধহয় এখন ভুলে গিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আমরা যোগ্য শিক্ষকরা এখনো সরকারি কর্মচারী। সরকারি কর্মচারী হিসাবে আমরা বেতন পাই। তিনি বলেন সার্বিক এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। আমাদের বহু সতীর্থ গুরুতর জখম অবস্থায় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি। অনেকেই হাত-পা ভাঙ্গা সত্ত্বেও প্লাস্টার জড়িয়ে অথবা ট্রেড ব্যান্ডেজ বেঁধে ধরনায় বসে আছেন। অনেক মহিলা সহকর্মীও বসে রয়েছেন এই ধরনায় রাত ভোর। আমরা তো এখনো বড় ধরনের আন্দোলনের কথা ঘোষণাই করিনি। সেদিন যদি আসে তাহলে ভয়ংকর চেহারা নেবে। ইতিমধ্যেই রাজনীতির পতাকা ছেড়ে বিভিন্ন নেতৃত্বকে তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আবেদন করেছেন। সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ এবং বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী, সজল ঘোষ কৌস্তব বাগচিরা অবস্থান মঞ্চে যান। গোটা অবস্থান মঞ্চ এলাকায় পুলিশ মোতাইন রয়েছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও রাজনৈতিক দলের তরফে পানীয় জল, শুকনো খাবার এবং বায়োটয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাদের হাতে চক গাছটা থাকার কথা সেইসব শিক্ষকরা অবস্থান এলাকা নিজেরাই ঝার দিয়ে সাফ করছেন। পথচারীদের চলাফেরার জন্য রাস্তাও তারা পরিষ্কার রাখছেন। তবে মেয়ে মুখ মন্ডল বলেছেন পুলিশ দিয়ে আমাদের দমন করার চেষ্টা চলছে। আমাদের যদি চাকরি না থাকে তবে কিসের ভয়?

এবার রোগী দেখবেন বুদ্ধিমত্তা বা এ আই ডাক্তার

নয়া জামানা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানেও এবার ঢুকে পড়ল এ আই। বুদ্ধিমত্তার এই চিকিৎসা করবে মাধ্যমে প্রস্তুত রোবট চিকিৎসক। তারা নিজেরাই রোগী দেখবেন। প্রশ্ন করবেন রোগীকে। তারাই দেবেন প্রেসক্রিপশন। অভিনব এই চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হয়েছে সৌদি আরবে। সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম দেশ সৌদি আরব যেখানে এই ব্যবস্থা কার্যকর হল। আপাতত পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কাজ শুরু হয়েছে। তাই এয়াই ডাক্তারের সঙ্গে চিকিৎসকও থাকবেন। তারা দেখবেন ওই বুদ্ধিমত্তার ডাক্তার রোগী দেখার পর কি কি ওষুধ দিয়েছেন। ডাক্তারদের একটি দল

এজন্য কম্পিউটার নিয়ে বসবেন। থাকবেন অন্যান্য স্বার্থ কর্মীরা। এর আগে রোবটিক সার্জারি দেখেছি আমরা। পরবর্তীতে রোবট রোগীর ওষুধ দেয়া এমনকি ওষুধ খাইয়ে দেয়ার কাজও করেছে। কিন্তু সৌদি আরব এই প্রথম নিয়ে এলো বুদ্ধিমত্তার চিকিৎসককে। যদি এই প্রকল্প ঠিকঠাক ভাবে হয় তবে আগামী দিনে বহু দেশ এ ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রমাণ করবে। বুদ্ধিমত্তার এই রোবট নির্মাণ করেছে মূলত চীনের একটি সংস্থা।

> চিকিৎসা বিজ্ঞানেও এবার ঢুকে পড়ল এ আই। বুদ্ধিমত্তার এই চিকিৎসা করবে মাধ্যমে প্রস্তুত রোবট চিকিৎসক। তারা নিজেরাই রোগী দেখবেন। প্রশ্ন করবেন রোগীকে। তারাই দেবেন প্রেসক্রিপশন।

রাশিফল

স্বাস্হ্যের জন্য অবশ্যই যত্নের প্রয়োজন। আপনার আজ অ্যালকোহল বা এ জাতীয় কোনও ...মেষ

মনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সান্ধ্য ভ্রমণ

আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে।

সাফল্য হাতের নাগালে এলেও শক্তি কমে আসবে। আপনি যে অর্থ দীর্ঘকাল থেকে সঞ্চয়

সামান্য জিনিসে মন দেবেন না। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ক্ষতি

আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারে

বাচ্চারা আপনার পছন্দ মতো কাজ নাও করতে পারে, যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে।

ধ্যান পরিত্রাণ আনবে। আপনি যে কারও সাহায্যে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারে

বাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমৎকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

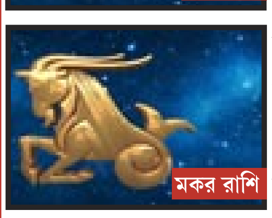

আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, যেহেতু ক্ষীণ শরীর আপনার

আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা করবে

ভ্রমণ-ভোজ এবং আনন্দ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে।

রাশিফল বিভাগে বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯০০২৯৮৯১৩২

স্থূলতার কারণেও চুল পড়তে পারে

নয়া জামানা ঃ চুল পড়ার নানান কারণের মধ্যে স্থূলতা হতে পারে একটি বিষয়। অতিরিক্ত ওজনের জন্য নানান রোগে ভোগা ছাড়াও চুল পড়ার সমস্যাও দেখা দিতে পারে।ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন (ডব্লিউএইচএফ)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২.৩ বিলিয়ন শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের স্থূলতায় সমস্যা রয়েছে। য়ে কারণে স্থূলতাকে মহামারী বলা যেতে পারে। যার সঠিক চিকিৎসা করা না হলে মারাত্মক পরিণতি হতে পারে।এই বিষয়ে দিল্লির 'স্কিন ডেকর' প্রতিষ্ঠানের প্রধান ত্বক বিশেষজ্ঞ ও পরিচালক ডা. মনিকা চাহার মন্তব্য করেন যে, স্থূলকায় ও অতিরিক্ত ওজনের কারণে নারীদের চুল পড়ার মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়।

স্থূলতার সঙ্গে চুল পড়ার সম্পর্ক
হেল্‌থশটস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ডা. মনিকা বলেন, তস্থূলতার সঙ্গে নানান রকম অসুখ যেমন- হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। তবে দীর্ঘস্থায়ী স্থূলতা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি করে এবং কার্যকারিতা হ্রাস করে কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।
এই চিকিৎসক ব্যাখ্যা করেন, অতিরিক্ত পেটের মেদ হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে, বিশেষত অ্যান্ড্রোজেন্স উৎপাদন বাড়ায় যেমন- ডিহাইড্রো টেস্টোস্টেরোন (ডিএইচটি)।ডিএইচটি'র উচ্চ মাত্রা চুলের ফলিকল সঙ্কুচিত করে চুল পাতলা হওয়া ও চুল পড়ার সমস্যা সৃষ্টি করে।স্থূলতা বা বাড়তি ওজন নারীদের ইন্সুলিন প্রতিরোধী করে তোলে। ফলে 'পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম' নামক খুব পরিচিত প্রজনন সমস্যা কম বয়সি নারীদের মধ্যে দেখা দেয়।এই সমস্যার কারণেও চুল পড়া দেখা দিতে পারে। কারণ এটা স্বাভাবিকের তুলনায় টেস্টোস্টেরন হরমনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যা চুলের ওপরে প্রভাব রাখে।
চুল পড়া নিয়ন্ত্রণের উপায়
৫টি সাধারণ বিষয় এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে।
সুষম খাবার খাওয়া পুষ্টিকর খাবার চুলের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব রাখে। কয়েকটি পুষ্টিকর খাবার যেমন- ফল, সবজি, চর্বিহীন প্রোটিন ও শস্য। ভিটামিন এ, সি এবং ই, এছাড়াও, বায়োটিন, প্রোটিন, জিংক এবং আয়রন সমৃদ্ধ খাবার চুলের বৃদ্ধি ও ফলিকল সুস্থ রাখতে ভূমিকা রাখে ।মানসিক
চাপ নিয়ন্ত্রণ করা দীর্ঘমেয়াদি মানসিক চাপ চুল পড়ার অন্যতম কারণ। নিয়মিত যোগ ব্যায়াম, ধ্যান বা বড় শ্বাস গ্রহণ করা মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক।ওজন হ্রাস চুল পড়ার সমস্যা কমাতে ওজন কমাতে হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা করা শুধু ওজন কমাতে সহায়তা করে না বরং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। যা চুলের ফলিকলে পুষ্টি সরবারহ করে।প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিটের জন্য ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।চুলের যত্নে কিছু বিষয় এড়ানো অতিরিক্ত তাপীয় যন্ত্র ব্যবহার, শক্ত করে চুল বাঁধা এবং কড়া রাসায়নিক প্রসাধনী ব্যবহার চুল পড়ার অন্যতম কারণ।মাথা মালিশ করা চুল পড়া কমানোর অন্যতম সহজ উপায় হল নিয়মিত মাথার ত্বক মালিশ করা। এতে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে, চুল বড় হয় এবং চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।নিয়মিত মালিশ করার ফলে মানসিক চাপ কমার কারণেও চুল পড়ার ঝুঁকি কমে।

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ
এসব প্রচেষ্টার পরেও যদি চুল পড়া না কমে তাহলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।চুল পড়ার সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, ওষুধ বা থেরাপি যেমন- প্লাটিলেট-রিচ প্লাজমা (পিঅ্যারপি) ইঞ্জেকশন ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় বলে জানান ডা. মনিকা।তাই এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে নাক-কান-গলার ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেন ডা. গুপ্তা।

মুখে বরফ ঘষার অভ্যাসে ডেকে আনছেন মারাত্মক বিপদ!

নয়া জামানা ঃ তীব্র এই গরমের সময় আরাম পেতে এখন অনেকে মুখে বা ত্বকের অনেক অংশেই বরফ ঘষতে শুরু করছেন। রূপচর্চা কিংবা মেকআপের আগেও বরফ ঘষার উপকারিতা সবাই জানেন। কিন্তু এ সাময়িক উপকারিতার অভ্যাসে দীর্ঘস্থায়ী বড় বিপদ ডেকে আনছেন আপনি।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পুরুষরা শেভিংয়ের পর আর মেয়েরা ওয়াক্সিংয়ের পর ত্বকের আরামের জন্য বরফ ঘষেন। বরফ কিংবা ত্বকের যে কোনো জ্বালাপোড়া থেকে রেহাই পেতেও বরফ ঘষার অভ্যাস বেশ জনপ্রিয় এখন। তবে এতে ত্বক বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।চিকিৎসাশাস্ত্রে, ত্বকের নানা সমস্যার পেছনে এ বরফ ঘষার অভ্যাসকে দায়ী করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, এ অভ্যাসে ত্বকের টিস্যুগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দীর্ঘমেয়াদি এ অ্যাভাসে ত্বকের প্রাকৃতিক মিনারেল ও সিবাম তেল কমতে শুরু করে। যার কারণে ত্বক হয়ে উঠে রুক্ষ্ম ও শুষ্ক। আর বরফ ঘষার কারণে ত্বকে একবার শুষ্কতার সমস্যা দেখা দিলে সে সমস্যাই ধীরে ধীরে আপনার মুখের ত্বকের লাবণ্য ও জেল্লা কেড়ে নেয়।হঠাৎ ত্বকে স্বাভাবিক তাপমাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হয় এই বরফ ঘষার অভ্যাসে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মুখে নিয়মিত বরফ ঘষলে ত্বকে ফ্রস্টবাইটও হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তবে শুধু মুখ নয়, শরীরের যে কোনও জায়গায় অতিরিক্ত ঠান্ডা কিছু লাগলে ফ্রস্টবাইট দেখা দিতে পারে।ফ্রস্টবাইট হলো বরফ ঘষার কারণে রক্ত জমাট বেঁধে ত্বকে কালো কালো ছোপ দাগকে বোঝায়। বাংলায় একে বলা যেতে পারে 'বরফের কামড়'। ত্বকের এ সমস্যা কালসিটে ভাবের জন্য দায়ী।ত্বকের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে হঠাৎ ঠান্ডা লেগে যাওয়া, মাথা ব্যথা হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেকের মনেই এক ভুল ধারণা রয়েছে। আর সেটি হলে কাটা কিংবা ক্ষত স্থানে বরফ ঘষলে তা দ্রুত সেরে উঠে।আসলে তা মোটেও নয়। কাটা কিংবা ক্ষত স্থানে বরফ ঘষলে তাতে সাময়িক আরাম অনুভূতি হয় কিন্তু এতে কাটা কিংবা ক্ষতস্থান সেরে উঠে না। বরং উল্টো ত্বকের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সাময়িক আরামের জন্য বরফ না ঘষে মুখে বা ত্বকের যেকোনো অংশে বারবার জলের ঝাপটা দিতে পারেন।

নজরে INSTA

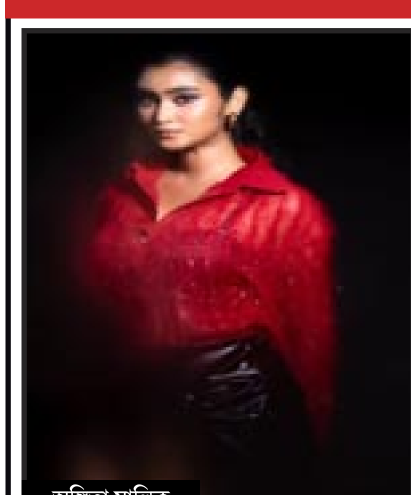
অঙ্কিতা মালিক

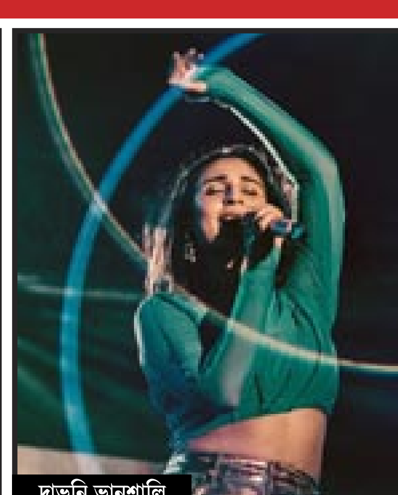
দাভনি ভানুশালি

আরমান মালিক

অনন্যা পান্ডে

সিদ্ধার্থ নিগম

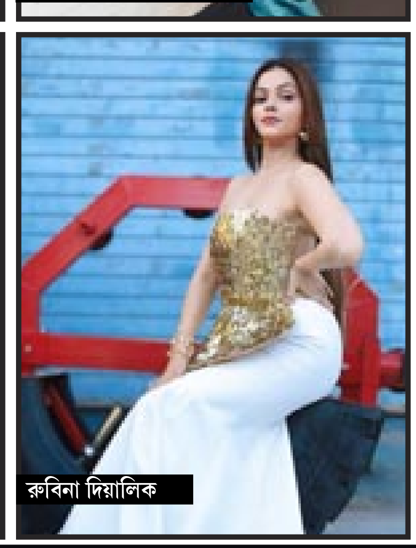
রুবিনা দিয়ালিক

দুধ ও সরে রূপচর্চা

নয়া জামানা ঃ রূপচর্চায় দুধ ও সরের কদর আছে। হালের প্রসাধনী ও স্কিনকেয়ার পণ্যে দুধ ও দুধের সর ক্রিম উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।বিশ্বজুড়েই ত্বক ও চুলের যত্নে দুধের ব্যবহার ও উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কাঁচা দুধ ত্বকের জন্য ভালো ক্লিনজার। এর ল্যাকটিক অ্যাসিড এক মৃদু পিলিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এর রয়েছে এক্সফোলিয়েট করার গুণও। আবার দুধ ব্যবহারে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে। কাঁচা দুধ খুব ভালো টোনারও, বিশেষত শুষ্ক ত্বকের জন্য। দুধে আছে ত্বক ও চুলে পুষ্টি জোগানোর জন্য ভিটামিন এ, সি, ডি ও কে। কাঁচা দুধের ভিটামিন সি ত্বকের দাগ কমাতে সাহায্য করে। ভিটামিন ডি ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকে জেল্লা ফিরিয়ে আনে।
ময়েশ্চারাইজার দুধ ত্বকের প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসেবে কাজ করে। ত্বকে কয়েক মিনিট দুধের সর মালিশ করলে তা ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ক্ষতিগ্রস্ত কোষের ক্ষয় পূরণ করে।
ত্বকের উজ্জ্বলতায় দুধের সর ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেরাতে দারুণ কার্যকরী। সরের সঙ্গে মধু মিশিয়ে তা মুখে লাগান। মধু উচ্চ খনিজসম্পন্ন যা ত্বক সুস্থ রাখে এবং উজ্জ্বলতা বাড়ায়।
ত্বকের রং ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের পোড়াভাব দূর করে এবং প্রাকৃতিকভাবেই রং হালকা করে সার্বিকভাবেই ত্বক উন্নত করে।
কালো দাগ ত্বকের দাগছোপ দূর করতে আক্রান্ত স্থানে দুধের সর মালিশ করুন। ভালো ফলাফলের জন্য সরের সঙ্গে এক টেবিল-চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিন। শুকিয়ে আসলে পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। এটি মৃত-কোষ দূর করে নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে।

বয়সের ছাপ প্রাচীনকালে নারীরা ফেসপ্যাক বা স্ক্রাবার হিসেবে নিয়মিত দুধের সর ব্যবহার করতেন। এর প্রোটিন ও ভিটামিন কোষকলার উৎপাদন বাড়ায় এবং দূর করে বয়সের ছাপ।

হাতের কাছে

হাওড়া

ডি.এম হাওড়া-
৯৮৩১০৭৬৮৬৫

এস.ডি.ও উলুবেড়িয়া-
৯৮৩০৬৯৩১৬৮

হাওড়া গ্রামীণ

সুপারেনটেনডেন্ট অফ হাওড়া রুরাল পুলিশ-
৯১৪৭৮৮৮২৩১

এস.ডি.পি.ও উলুবেড়িয়া-
৯০৭৩৩৪৩৮০২

আই.সি বাগনান-
৯১৪৭৮৮৮২৪৮

বাঁকুড়া জেলা

দমকল বিভাগ-
৮৫৮৪০২৭৩০৬

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ-
৯৪৩৪১৬৭৭৪৭

জলপাইগুড়ি

বক্সিরহাট থানা--
০৩৫৮২২৬৩৬৩০

বক্সিরহাট দমকল কেন্দ্র--
০৩৫৮২২৬৩২৩০

ধূপগুড়ি মহকুমা শাসক -
৯০৪৬২২৭৯২৪

ধূপগুড়ি বিডিও সঞ্জয় প্রধান--
৭৭৯৭৮৬৩৮০০

ধূপগুড়ি বিএমওএইচ
৭০০৩৩৬৮৫৬৭

ধূপগুড়ি আইসি
৯১৪৭৮৮৯১৬৬

বানারহাট বিডিও অফিস
নং-- ৭৩১৮৮৫৮০০৬

বানারহাট ধূপগুড়ি দমকল।
নং-- ৯৮৩২৮৪৪৯৩৫

বানারহাট হসপিটাল।
নং-- ৯৪৩৪৩৫১৯৫৭

পুরুলিয়া

এস.পি--
৮৯৭১৭৭৬৬৬/৯০৮৩৬৯৪০০

ডি.এম--
৯৪৩৪০০১১২২

সি.এম.ও.এইচ--
৯৪৩৪১৯৭০৮

সভাধিপতি--
৮৬৭০৫০০৫৭৮

আই.সি পুরুলিয়ার সদর পি.এস
৯১৪৭৮৮৮৭৬১

আই.সি পুরুলিয়া (এম) পি.এস--
৯১৪৭৮৮৮৭৬৪

মালদা

এস.ডি.পি.ও কালিয়াচক
নং-- ৯১৪৭৮৯০২৮০

বিডিও কালিয়াচক-১
নং-- ৭৭১৯৩৬০৭৪৩

বি.এম.ও.এইচ কালিয়াচক হসপিটাল।
নং-- ৮০০১০৮৪০২৯

সি.এম.ও এইচ মালদা
নং-- ৯৮৩০৮০০২৩১

মালদা ডি.এম
নং-- ৯৭৭৫৮৪৪৮৪৪

মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনে টুটু-সৃঞ্জয়ের হয়ে সরাসরি প্রচারে নামল তৃণমূল কংগ্রেস

মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে মন্ত্রী অরূপ রায়।

নয়া জমানা, হাওড়া ঃ এবার মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনে টুটু বসু-সৃঞ্জয় বসুর প্যানেলকে সরাসরি সমর্থনে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। ক্লাবের নির্বাচনকে ঘিরে যেভাবে শাসকদল সরাসারি মাঠে নামল তা দেখে কিছুটা অবাক শতাব্দী প্রাচীণ এই ক্লাবের সদস্যরা। এতদিন কোনও ক্লাব নির্বাচনে রাজনৈতিক দলকে সরাসারি আসরে নামতে দেখা যায়নি। মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ইস্টবেঙ্গলের কট্টর সমর্থক হলেও কোনওদিনই ক্লাব নির্বাচনে যুক্ত হননি। কিন্তু এবার মোহনবাগান ক্লাব নির্বাচনে সেই চিত্র আমূল বদলে গেল। নিউটাউনে বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় মোহনবাগানের সদস্যদের নিয়ে টুটু-সৃঞ্জয়কে সরাসারি সমর্থন জানাতে বৈঠক করলেন। অন্যদিকে হাওড়া জেলা(সদর) তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা মোহনবাগান ক্লাবের সহ-সভাপতি ও রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় দলের জেলা কার্যালয়ে হাওড়ার মোহনবাগান ক্লাবের কয়েকশো সদস্যকে নিয়ে বৈঠকে টুটু-সৃঞ্জয়ের প্যানেলের সমর্থনে প্রচারে নামার কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, 'দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে আমরা সবাই টুটু বসু ও সৃঞ্জয় বসুর হয়ে প্রচার করব। তাঁদের হয়ে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি প্রচার চালানো হবে। মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে টুটুদার অবদান প্রচুর। আমরা তাঁদের হাতেই মোহনবাগান ক্লাব পরিচালনার দায়িত্বভার দিতে চাই। ক্লাবের মোট ছয় হাজারের বেশি ভোটারের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ভোটার হাওড়ার। সেই ভোটের সবটাই যেন টুটুদাদের প্যানেলে পক্ষে থাকে তা নিশ্চিত করতে এখন থেকেই আমরা সবাই নেমে পড়ছি। মনোনয়ন পেশ করার পর থেকেই একেবারে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা তাঁদের হয়ে প্রচারে নামব।' এদিনের বৈঠকে মোহনবাখান ক্লাবের আর এক সহ-সভাপতি অসিত চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন ফুটবলার বলাই দে সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

আরজিকর কাণ্ডের রেশ

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ৮৭১ ডাক্তার নিয়োগ পাচ্ছেন না

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ পরীক্ষা এবং কাউন্সিলিং এ উত্তীর্ণ ৮৭১ জন ডাক্তার সিনিয়র রেসিডেন্ট পদে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়োগপত্র পাচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে নিজেই বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তারদের সংখ্যা অনেক কম। অনেকে আবার সরকারি সার্ভিসে আসতে চাইছেন না। কিন্তু যারা আসবেন সরকার তাদের সাদরে গ্রহণ করবে। অভিযোগ উঠেছে আরজিকর কাণ্ডে এই ৮৭১ জন ডাক্তারের মধ্যে ৯০ শতাংশ ডাক্তার আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিলেন। তাদের অভিযোগ এজন্যই তাদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। অনেকেই আবার বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে রিলিজ অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়। কাউন্সিলিং এর ভিত্তিতে তাদের অনেককেই রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়োগ করা হবে বলে জানিও দেয়া হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য ভবন থেকে আজ পর্যন্ত তাদের নামে কোন নিয়োগপত্র আসেনি। আর জি কর কাণ্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল আন্দোলনকারী কোন ডাক্তারের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। কিন্তু এইভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া ফেলে রাখায় প্রশ্ন উঠছে রাজ্য সরকার তবে কি প্রতিহিংসা পথে যেতে চাইছে? স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম পরিষ্কার বলেন আমরা নিয়োগ প্রক্রিয়া খুব দ্রুত শেষ করব। এর সঙ্গে সরকারের কোন অবিসন্ধি নেই। কিন্তু কত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষা এবং পরবর্তীতে কাউন্সিলিং শেষ হয়ে যায় মার্চ মাসের মধ্যে। যারা নিয়োগ তাদের অনেককেই রিলিজ অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে। কিন্তু এরপরও মে মাস হতে চললেও ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু হয়নি৷

সিনিয়র রেস্টুরেন্ট ডাক্তাররা যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা স্বাস্থ্য ভবনে যোগাযোগ করলেও কিছুই বলা হচ্ছে না। সব মিলিয়ে ডাক্তার নিয়োগ নিয়ে আবারো একটা শংকর তৈরি হলো।

বিপাকে ডাক্তার শান্তনু সেন, তলব করল মেডিকেল কাউন্সিল

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আরও সংকটে তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ড প্রাক্তন রাজ্যের সভার সংসদ ডাক্তার শান্তনু সেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বেয়াইনি বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহার করে তিনি প্র্যাকটিস করে চলেছেন।তিনি ইংল্যান্ডের গ্লাসগো থেকে এফআরসি পি করেন। কিন্তু রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল ওই ডিগ্রি বেআইনি বলে উল্লেখ করেন। এ নিয়ে মেডিকেল কাউন্সিল তদন্ত শুরু করে। আগামী ২১ মে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের এথিক কমিটির কাছে হাজির হতে হবে। শান্তনু সেন রাজ্য মেডিকেল কাউন্সেলে প্রাক্তন সভাপতি। একটা সময় সচিব ছিলেন। সংসদ থাকার সময় তিনি জাতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ওহন। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল তাকে এটিক্স কমিটির সামনে আগামী ২১ মে দুপুর দুটোয় হাজির হতে বলেছে। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যে তিনি তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করেছেন। জীবন জীবিকার স্বার্থে ওই আইন ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেবে। শান্তনু বলেছেন আমি ৪৮ ঘন্টা আগেই তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন জানিয়েছি। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল বলেছে শান্তনু সেন মেডিকেল কাউন্সিলের প্যাডে তার নামের সঙ্গে গ্লাসগোর এফ আর সি পি ডিগ্রি ব্যবহার করেছেন। আর এজন্যই তাকে তলব করা হয়েছে। তার অভিযোগ তার পেশার সঙ্গে প্রাপ্ত ডিগ্রি যুক্ত করার জন্য মেডিকেল কাউন্সিলে যে আবেদন করতে হয় তা অনেক আগেই করা হয়েছে। এজন্য তিনি নিয়ম মেনে দশ হাজার টাকা জমাও দেন। পরপর একাধিক চিঠি দেয়ার পরেও তাকে সেই স্বীকৃতি আটকে রাখা হচ্ছিল। আর এবার এথিক কমিটি তাকে হেনস্থা করতে তদন্তের সামনে দাঁড় করাচ্ছে। আর জি কর কাণ্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে যারা স্বরূপ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার শান্তনু সেন। ২০২৪ সাল পর্যন্ত তিনি তৃণমূলের রাজ্যসভার সংসদ ছিলেন। পরবর্তীতে কাকে আর দল রিনিউ করে নি।এর পরবর্তীতে প্রথমে তাকে দলীয় মুখ পাত্রের পর থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। তারপর পড়া হয় সাসপেন্ড। কেন তাকে এই শাস্তি দেয়া হলো তা তিনি জানেন না বলে প্রতিক্রিয়া দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জয়প্রকাশ মজুমদার তার সাসপেনশনের কথা সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেন। এরপর তাকে দু'লাইনের সাসপেনশন অর্ডার পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তাতে কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার আগে ডাক্তার শান্তনু সেন কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর ছিলেন। পরবর্তীতে তার সহধর্মিনী কাউন্সিলর পদে টিকিট পেয়ে নির্বাচিত হন। এখন সব মিলিয়ে দেখ তে হবে শেষ পর্যন্ত ডাক্তার শান্তনু সেনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয় রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল।

বালিতে তৃণমূলের মিছিলে গলায় জাতীয় পতাকা জড়িয়ে পা মেলালেন সেনা জওয়ানরা

নয়া জমানা, হাওড়া ঃ বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়েরর উদ্যোগে সেনাসম্মান ও শহিদতর্পণ উপলক্ষে রবিবার বালিতে আয়োজিত মিছিলে পা মেলালেন ভারতীয় সেনা জওয়ানরা। গলায় জাতীয় পতাকা জড়িয়ে সেই মিছিলে সামিল হয়েছিলেন সেনাবাহিনীর কর্ণেল রচপাল সিং সহ আরও বেশ কয়েকজন। ওই মিছিলে সেনা জওয়ানদের পা মেলাতে দেখে বেজায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও। বেলুড়ের নেতাজি পার্ক থেকে শুরু হয়ে বালির বাদামতলায় এসে শেষ হয় বিশিল ওই মিছিল। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্টু বণিক, প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, প্রবীর রায়চৌধুরি, সীমা ভৌমিক, শোভাদেবী মৌর্য সহ তৃণমূলের বহু কর্মী-সমর্থক।

হাওড়া জেলা জুড়ে দেশের বীর সৈনিকদের উদ্দেশ্যে মিছিল

নয়া জামানা, হাওড়া ঃ হাওড়া গ্রামীণ জেলার প্রতিটি ব্লকে ব্লকে বীর সেনা জওয়ানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিলের আয়োজন করা হয়। উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়ের নেতৃত্বে দেশের আসল নায়ক বীর সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। জগৎবল্লভপুরের শিবানন্দপুর থেকে মুন্সিরহাট পর্যন্ত জগৎবল্লভপুরে বিধায়ক সীতানাথ ঘোষের নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে ছিলেন জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রঞ্জন কুন্ডু প্রমুখ। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বানিবন থেকে জোড়াপোল পর্যন্ত বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজির নেতৃত্বে এক মিছিলের আয়োজন করা হয়। ছিলেন তৃণমূল নেতা বিমল দাস, সেখ ইলিয়াস প্রমুখ। আমতা কেন্দ্রে এক মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিধায়ক সুকান্ত কুমার পাল। শ্যামপুরের বিধায়ক কালিপদ মন্ডলের নেতৃত্বে বেলপুকুর থেকে হোগলাসী পর্যন্ত মিছিল হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা, তৃণমূল নেতা জুলফিকার আলী মোল্লা প্রমুখ।

আজ যাদবপুরের ১১০ ওয়ার্ডে বৃজি উন্নয়ন সমিতি ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় বীর সেনাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানান মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বরো চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী।

হাওড়ার বেলিলিয়াস পার্কে তৈরি হচ্ছে ভারতের সর্বোচ্চ উঁচু টাওয়ার, পুজোর মুখে চালু হবে

নয়া জমানা, হাওড়া ঃ হাওড়ায় দেশের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার তৈরি হচ্ছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'পঞ্চ-দ্বীপ টাওয়ার'। এই 'পঞ্চ-দ্বীপ' টাওয়ারটি তৈরি হলে সেটি দিল্লি ও মুম্বাইয়ে উঁচু টাওয়ার গুলোকে পেছনে ফেলে দেবে। কুতুবমিনারের থেকেও উঁচু এই টাওয়ার 'কলকাতা আই' হিসেবে পরিচিত হবে। বর্তমানে কুতুব মিনারের উচ্চতা ৭২ মিটার আর হাওড়ার এই পঞ্চ-দ্বীপ টাওয়ারটির উচ্চতা ১২০ মিটার। আর এই টাওয়ারের বিশেষত্ব হল এর ওপরে থাকবে একটি ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁ। যেখান থেকে হাওড়া হুগলি ও কলকাতা বিস্তীর্ণ এলাকার দৃশ্য দেখা যাবে। থাকবে একটি ব্যাংকয়েট হল। পর্যটকদের জন্য এখানে একেবারে শীর্ষে থাকবে টেলিস্কোপের ব্যবস্থা যা দিয়ে হাওড়া হুগলি, কলকাতা শহর দেখার সুবিধা করে দেয়া হবে। যা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে। আর এই ,টাওয়ারের ওপরে ব্যাংকয়েট হল এবং রেস্তোরাঁয় একসঙ্গে ৪০০ জন মানুষের খাবার ব্যবস্থা থাকবে। টাওয়ারে ওঠার জন্য দুটি অত্যাধুনিক লিফট থাকবে। যেগুলো একসঙ্গে ৩২ জন মানুষকে একসঙ্গে উপরে ওঠানামা করতে পারবে। লিফটে মাত্র ৪০ সেকেন্ডে উপরে পৌঁছানো যাবে। এই পঞ্চ-দ্বীপ টাওয়ারের কর্ণধার রামরতন চৌধুরী জানান এই পঞ্চদ্বীপ টাওয়ার নির্মাণ করতে পাঁচ বছর সময় লেগেছে। সাড়ে ২৭ কোটি টাকা ব্যয় করে নির্মাণ করা হচ্ছে এই টাওয়ারটি। তিনি আরও জানান বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা উৎসবের সময় মানুষকে উপহার দেবেন এই পঞ্চদ্বীপ টাওয়ার। আর পুজোর কটা দিন এই টাওয়ারে দেদার খুশি-আনন্দ এবং একসঙ্গে হাওড়া হুগলী কলকাতা তিনটি শহরকে স্বচক্ষে দেখবেন ভ্রমণপিপাসু মানুষেরা এর ফলে এক অদ্ভুত স্মৃতি নিয়ে ফিরে পাবেন সকলেই। পাশাপাশি ব্যাঙ্কয়েট হলে জন্মদিন পালন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাক্ষী হতে ভিড় হবে বহু মানুষের। অতএব আর হাতে গোনার কয়েকটা দিন। তারপরেই ভারতবর্ষের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার চালু হচ্ছে হাওড়াতে। যাতে গর্বিত হবেন হাওড়ার মানুষ।

কল্যাণীর পর এবার উত্তর ২৪ পরগনায় পাইপ লাইনে রান্নার গ্যাস মিলবে

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বাইতে রান্নার গ্যাস সরবরাহ খুব শীঘ্রই শুরু হবে কল্যাণী শহরের কয়েকটি ওয়ার্ডে। এজন্য স্টেশন নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে দুমাসের মধ্যেই কল্যাণীর একাধিক ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে রান্নার গ্যাস। এজন্য পাইপ লাইন ও খেলা হয়েছে। জানিয়েছে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি। তারাই এই কাজের বরাত পেয়েছে। এর পরবর্তীতে শ্যামনগর, বারাকপুরে রান্নার গ্যাস পাইপে সরবরাহ করা হবে। এজন্য গ্যাস সার্ভিস স্টেশন ও পাইপলাইন ফেলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। হুগলিতে কয়েকটি জায়গায় আগেই এই গ্যাস সরবরাহের কথা ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতার জন্য ওই কাজ শেষ করা যায়নি। কবে ওই কাজ শেষ হবে তা বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি এখনো জানাতে পারেনি। পাইপ লাইনের এই গ্যাস সিলিন্ডার গ্যাসের থেকে অনেক দাম কম হবে। রাজ্যে সিএনজির চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। বাণিজ্যিক গাড়ি থেকে শুরু করে প্রাইভেট গাড়ি ও সিএনজিতে চলছে। প্রায় এক দশক হতে চলল অটো সিএনজিতে রূপান্তরিত। কিন্তু যেভাবে দ্রুত সিএনজি সার্ভিস স্টেশন তৈরি করার কথা ছিল তা হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জায়গায় সিএনজি স্টেশন তৈরি হলেও চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করা হয়নি। এজন্য যারা সিএনজি গাড়ি ও অটো ব্যবহার করেন তাদের সংকটে পড়তে হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এরকম বহু জায়গায় সিলিন্ডারের গ্যাস ভরে অটো চালানো হচ্ছে। চড়া দামে বেআইনিভাবে ওই গ্যাস কিনছেন অটো চালকরা। কিন্তু সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল পর্যাপ্ত সিএনজি স্টেশন তৈরি করা হবে। কয়েকটি পেট্রোল পাম এজন্য বলা তো পায়। কিন্তু জুতো তার সঙ্গে আরো সিএনজি স্টেশন তৈরি করার কোন উদ্যোগই পরিবহন দপ্তরের নেই। পরিবহন দপ্তর কোনভাবেই এই সব সমস্যার সমাধান করতে নারাজ বলে অনেকেরই অভিমত।

আজ থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা, জারি হলুদ সতর্কতা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ কাল বিকেল থেকে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় কালবৈশাখী ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো হাওয়া অফিস।

ঘন্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাকে কমলা সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে। এই জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই চব্বিশ পরগনা, ২ মেদিনীপুর ও হাওড়ায়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে সোমবার সকাল থেকেই ভ্যাপসা গরম পড়বে। তাপমাত্রা। তবে বিকেলের পর থেকে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্যই হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছেএর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে ও বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হবে। কোথাও কোথাও ঝড়ও হতে পারে। সেই ঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। দিল্লির

মৌসুম ভবনের খবর বাংলাদেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে।

এজন্যই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। এবার বর্ষা তিন চার দিন আগেই এসে গিয়েছে কেরলে। নিকোবর ও আন্দামানে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। বিশেষ করে নিকোবর এ। হাওয়া অফিস বলছে সাধারণত চার জুন বাংলায় বর্ষা আসে।কিন্তু এবার আগেই ঢুকলে বর্ষা। অনুমান সম্ভবত ২৭ মে থেকেই শুরু হয়ে যাবে বাংলায় বৃষ্টি। এর ফলে তাপমাত্রা অনেক কমে যাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় তিন মাসের

শুকনো খাবার মজুদ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসকদের। কেন্দ্রীয় সরকারও রেশন ডিলারদের আগাম রেশনের অন্য সামগ্রী তুলে নেয়ার জন্য বলেছে।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতের অভাবনীয় সাফল্যে দেশের বীর সেনা জওয়ানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে বিশাল মিছিলে নেতৃত্ব দিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক বিদেশ বসু, উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস, ভাইস চেয়ারম্যান ইনামুর রহমান প্রমুখ। -সন্দীপ মজুমদার।

ফের লাল বলের ক্রিকেটে বিরাট

ফের লাল বলের ক্রিকেটে দেখা যাবে বিরাট কে।তাহলে কি বিরাট কোহলি অবসর ভেঙে ভারতীয় টেস্ট দলে তার প্রত্যাবর্তন ঘটছে। না তিনি ভারতীয় টেস্ট দলে ফিরছেন না। কিন্তু এত কিছুর পরেও বিরাটের সাদা জার্সিতে লাল বলে খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না তাঁর অনুরাগীরা।

ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ডের ক্লাব মিডলসেক্স বিরাটকে প্রস্তাব দিয়েছে তাদের দলের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেটে খেলার। বিরাট এখন অনেকটাই ফ্রি। কারণ আইপিএল ছাড়া তাঁর কাছে কোনও টি-২০ ক্রিকেট নেই। টেস্ট ক্রিকেট থেকেও অবসর নিয়ে নিয়েছেন। শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেটে তিনি খেলবেন। তাই সেদিক থেকে দেখতে গেলে অন্য প্রতিযোগিতায় খেলতে গেলে বিরাটের কোনও অসুবিধে নেই। বিশেষ করে কাউন্টি ক্রিকেট চলাকালীন ভারতের যদি কোনও ওয়ানডে ম্যাচ বা প্রতিযোগিতা থাকে, সেক্ষত্রেই একমাত্র কাউন্টিতে খেলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে বিরাটের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই সম্ভাবনাও প্রায় নেই বললেই চলে।তাই এসব দেখেই ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেট দল মিডলসেক্স বিরাটকে তাদের দলে পেতে মরিয়া।তবে বিরাট কোহলি এখনও এব্যাপারে কিছু জানাননি। যতটুকু জানা গিয়েছে বিরাটকে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে দিতে বিসিসিআইয়েরও কোনও বাধা নেই। কারণ বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে বিরাট টি-২০ ও ওয়ানডের মাঝে অন্য কোথাও খেলতে পারবেন না। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড প্রতিযোগিতায় খেলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তবে টেস্ট থেকে সরকারীভাবে অবসর নিয়ে ফেলায় তাঁর কাউন্টিতে যেতে কোনও বাধা নেই।মিডলসেক্স তাঁকে প্রস্তাব পাঠালেও বিরাট এখনও এ ব্যাপারে কিছু জানাননি। তবে মনে করা হচ্ছে তিনি সত্ত্বর রাজি হয়ে যাবেন। কারণ তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন কেন উইলিয়ামসনকে নিশ্চিত করে ফেলেছে মিডলসেক্স। কিউয়ি তারকা ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ডের এই কাউন্টি ক্লাবকে 'হ্যাঁ' বলে দিয়েছেন। মিডলসেক্সও আশাবাদি বিরাটও ককেয়কদিনের মধ্যেই তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে দেবেন।

তাছাড়া ইংল্যান্ডের ক্লাবে বিরাটের খেলার আরও একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে অন্য কারণে। মাঝে মধ্যেই এখন বিরাট-অনুষ্কা সপরিবার ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছেন। এমনটাও শোনা যাচ্ছে,সেখানেই নাকি পরিবার নিয়ে সেট্‌ল হতে পারেন তিনি।আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই এবার বিরাটকে নিজেদের কাউন্টি দলে পেতে চাইছে মিডলসেক্স কাউন্টি দল।এখন দেখার বিরাট কি সিদ্ধান্ত নেয়।

চিঠিপত্র বিভাগ

শহরে চালু করা হোক বাস পরিষেবা

বর্ধমান শহরে আগের মতো বাস চলাচল হোক। এই দাবিতে সোচ্চার এখন আপামর লোকজন।বাস চলাচল বন্ধ থাকায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। শহরের বাইরে থেকে টোটো, টাউন সার্ভিস, রিক্সা চেপে অতিরিক্ত খরচ করে শহরের বিভিন্ন কাজে আসতে হচ্ছে। এতে সময় এবং খরচ দুটোই বাড়তি গুনতে হচ্ছে। বিশেষ করে সমস্যায় পড়েছেন গ্রাম থেকে আসা অতি সাধারণ মানুষজন। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলেও বেশ কিছু টাকা বাড়তি খরচ করতে হয়। গরিব অসহায়দের পক্ষে ওই বাড়তি টাকা গোনা অনেক সময়ই হয়ে উঠে না। এছাড়াও শহরের মধ্যে দিয়ে বাস চলাচল না করায় বিভিন্ন বাজার গুলোতে ক্রেতার অভাবে বেচা কেনা প্রায় বন্ধ। বাস চলাচলের দাবি তাই সকল পক্ষের। অবিলম্বে জেলা প্রশাসনের কাছে সকলের আর্জি আগের মতো জিটি রোড হয়ে বাস চলাচল করুক। কারন রাস্তাঘাট এখন অনেকটাই চওড়া হয়ে গেছে। সাধারণের কথা ভেবে এবং ব্যাবসা বাঁচাতে শহরে বাস চলাচল না করলে দুর্ভোগ কমানো সম্ভব নয়।

প্রসেনজিৎ দত্ত
রাধানগর, বর্ধমান।

রায়গঞ্জ শহর জুড়ে যানজট সমস্যা

রায়গঞ্জ শহর জুড়ে যানজট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে রায়গঞ্জ পৌরসভা একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। যার মধ্যে রায়গঞ্জের প্রধান রাস্তার দুপাশে ফুটপাত নির্মাণ। অবশ্যই পৌরসভার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ পথচারীদের কিছুটা হলেও যানজট এড়িয়ে সহজে যাতায়াতের সুবিধা করে দেওয়া। পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে একটাই অনুরোধ সেই উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে তা খতিয়ে দেখা। এই ফুটপাত একদিকে যেমন খুবই কম চওড়া, তার উপর আবার বেশ কিছু জায়গায় ব্যবসায়ীদের দ্বারা দখলিকৃত। জায়গায় জায়গায় ব্যবসায়িক পণ্যে ফুটপাত অবরুদ্ধ। কোথাও বা ফুটপাথের ওপরেই সাইকেল বা বাইক স্ট্যান্ড। সে ক্ষেত্রে সাধারণ পথচারীর বিশেষ করে বয়স্ক নাগরিকরা কোন পথে যাবে তা বোধগম্য নয়। যদিও পৌর প্রশাসন একাধিকবার ব্যবসায়ীদের এবিষয়ে সতর্ক করেছে, তবুও কোন হেলদোল নেই ব্যবসায়ীদের। এক্ষেত্রে শুধু পৌর প্রশাসনকেই দায়ী করা ঠিক নয়। সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও দরকার। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়বদ্ধতা আশা করছি।

প্রবাল সাহা।
সমাজকর্মী।
রায়গঞ্জ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে অসহায় মানুষের খাদ্য সঙ্কট

ড. উমার ফারুক

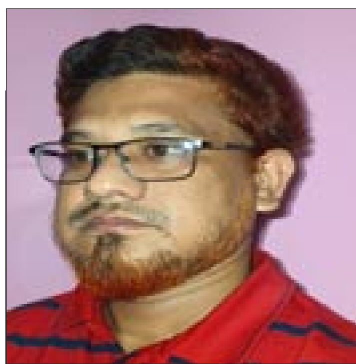

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*বাংলা সাহিত্যের এক চিরস্মরণীয় শিল্পী । কথা সাহিত্যিক হিসেবে তিনি পাঠক হৃদয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তিনি জীবনকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে উপলব্ধি করেছেন এবং দক্ষ শিল্পীর ন্যায়*তা রচনার মধ্যে বাস্তবসম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে তার ছোটগল্প-উপন্যাস। সাধারণ মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংগ্রাম তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কথাসাহিত্যিক মানিক*বন্দ্যোপাধ্যায়*১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।তবে তাঁদের পূর্বপুরুষের বাস ঢাকার বিক্রমপুরে।তাঁর বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা নীরদা সুন্দরী দেবী।মানিক*বাবা মায়ের চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে পঞ্চম সন্তান।তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।তবে বাড়িতে তাঁকে*মানিক*বলে ডাকতো।তাঁর প্রথম গল্প পত্রিকায় প্রকাশিত হয়*মানিক*নামে।তাই লেখক হিসেবে তিনি*মানিক*নামেই প্রসিদ্ধ লাভ করেন।তাঁর বাবা সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো ছিলেন পরবর্তীতে সাব ডেপুটি কালেক্টর পদে উন্নীত হন।বাবা চাকরিসূত্রে বিভিন্ন স্থানে বদলি হওয়ায়*মানিকের বাল্য ও কৈশোর বাংলা, বিহার ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে কেটেছে।

মানিক*বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'অতসী মামি' প্রকাশিত হয় বিখ্যাত পত্রিকা 'বিচিত্রা'য় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়(১৯২৮ সালের ডিসেম্বর)।সেই সময়*মানিক*বিএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র।তিনি বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে এই গল্পটি লিখেছিলেন।'অতসী মামি' গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিচিত্রা পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পত্রিকা ও সাম্মানিক*নিয়ে স্বয়ং উপস্থিত হন*মানিকের বাড়িতে।তিনি তাঁকে আরও গল্প লেখার অনুরোধ জানান।পত্রিকা সম্পাদকের অনুরোধে উৎসাহিত হয়ে*মানিক*ছোটগল্প লেখায় মনোনিবেশ করেন।আর বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে আবির্ভাব ঘটে গল্পকার মানিক*বন্দ্যোপাধ্যায়ের।তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থের সংখ্যা ১৬টি এরমধ্যে মোট ছোটগল্পের সংখ্যা ২৭১টি। পরাধীনতার গ্লানি,যুদ্ধের ভয়াবহতা ও দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর সমাজ জীবনে বিপর্যয় মানুষের মধ্যে* মূল্যবোধের যে অবক্ষয় সৃষ্টি করেছিল তার টুকরো টুকরো ছবি তিনি দক্ষতার সহিত তুলে ধরেছেন তার কথাসাহিত্যে।১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৫০বঙ্গাব্দের বাংলাদেশে*দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর দেখা যায় যা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত।এই মন্বন্তর নিয়ে সবচেয়ে বেশি গল্প লিখেছেন মানিক* বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ভিক্ষের পরের বছর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং আজীবন এই দলের সদস্য ছিলেন।সেই সঙ্গে তিনি ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মার্কসবাদে বিশ্বাসী*মানিকের গল্পে সর্বহারা নিরন্ন, বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষগুলো বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।মন্বন্তরের প্রভাবে মানুষের অন্ন,বস্ত্র ও বাসস্থান এই তিন মৌলিক অধিকারই বিপন্ন হয়ে পড়ে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, ক্ষ্মমানিক*বন্দ্যোপাধ্যায় কিউবিস্ট গোত্রের শিল্পী- যেখানে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সমাজ সচেতন শিল্পবুদ্ধি জটিল অথচ নির্ভুল যুগমন কে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছে।ক্ষ্ম

পঞ্চাশের মন্বন্তর তাঁর গল্পে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এই পর্বের গল্পগুলি তাঁর 'আজকাল পরশুর গল্প'(১৯৪৬), 'পরিস্থিতি'(১৯৪৬),* খতিয়ান '(১৯৪৭) ও 'ছোটবড় '(১৯৪৮) ছোটগল্প গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।মানিক*বন্দ্যোপাধ্যায় খাদ্য সংকট নিয়ে বহু গল্প লিখেছেন।এখানে তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প আলোচনা করা হলো।

কে বাঁচায়, কে বাঁচে! (১৯৪৩)ঃ

মানিকের এই গল্পটি খাদ্য সংকটের এক জীবন্ত দলিল।গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে - সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল-- অনাহারে মৃত্যু।এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল ফুটপাথে মৃত্যুর কথা,আজ চোখে পড়ল প্রথম।ক্ষ্ম অনাহারে মৃত্যুর এই ঘটনা গল্পের কাহিনি নিয়ন্ত্রণ করেছে।এই মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয়ের মনে বেদনাবোধ জাগ্রত করেছে।সে তার সহকর্মী নিখিলকে এই ঘটনার কথা বলেছে।তার মানসিক ও শরীরিক কষ্ট হচ্ছে এটা তার সহকর্মীও বুঝতে পারে।মানুষের অনাহারে মৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়েছে।তার মনে হয়েছে, ক্ষ্মভাবছি, আমি বেঁচে থাকতে যে লোকটা না খেয়ে মরে গেল, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী? জেনে শুনেও এতকাল চারবেলা করে খেয়েছি পেট ভরে।

এর প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য মৃত্যুঞ্জয় তার মাসের সমস্ত মাইনে নিখিলকে তুলে দিয়ে কোনো রিলিফ ফান্ডে দিতে বলেছে।শুধু তাই নয় সে অফিসে দেরি আসে আবার বেরিয়ে যায়।শহরের ফুটপাথে ঘুরে ঘুরে অভুক্ত মানুষের খোঁজ নিয়ে বেড়ায়।একসময় অফিস আসা বন্ধ করে সে অভুক্ত মানুষের সঙ্গে ফুটপাথে থাকে ও লঙ্গরখানায় খিচুড়ি খায়।গল্পটি এভাবেই সমাপ্ত হয়েছে।

সাড়ে সাত সের চাল(১৯৪৪)ঃ

এই গল্পে খাদ্য সংকটের এক ভয়াবহ চিত্র মানিক বাস্তবসম্মত ভাবে তুলে ধরেছেন।গল্পের প্রধান চরিত্র সন্ন্যাসী এই সংকট কালে অনেক কষ্ট করে সাড়ে সাত সের চাল সংগ্রহ করেছে।সেই চাল নিয়ে সে রাতের বেলা তার পলাশমতি গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।বাড়িতে স্ত্রী সন্তান অভুক্ত আছে তাদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার তাগিদে ভোরের অপেক্ষা না করে সে রাতেই পথ চলা শুরু করেছে।সে মনে মনে কল্পনা করে, না খেতে পেয়ে ক জন তার বাড়িতে ইতিমধ্যে মারা গেছে কে জানে! ক জন মরোমরো হয়ে আছে তাই বা* কে জানে !...তার সাড়ে সাত সের চালের দুমুঠো নিয়ে সিদ্ধ করে আজ মাঝরাত্রেও দিতে পারলে যারা জীবন মরণের* সীমারেখায় টলমল করার*বদলে বেঁচে যাওয়ার দিকেই কোনোমতে টলে পড়তে পারবে।সন্ন্যাসী সালাতি গ্রাম অতিক্রম করে পলাশমতিতে প্রবেশ করে দেখে বাড়িঘর জনশূন্য।সন্ন্যাসী প্রিয়জনদের নাম ধরে ডাকলো কিন্তু কোন সাড়া পেল না।ক্ষ্ম গলা চিরে গেল, বুক ফেটে গেল ।তবুও তো সাড়া নেই।তখন সন্ন্যাসীর চোখে পড়ল, দরজার কড়ায় আটকানো তালার দিকে।তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে, আর একটি কড়া ভেঙে খসে এসেছে দরজা থেকে।... কোনো ঘরে কেউ নেই।তালা দিয়ে সবাই পালিয়েছে।

সন্ন্যাসী তার সাড়ে সাত সের চালের পুটুলি দাওয়ায় নামিয়ে ভাবতে থাকে। এক সময় দাওয়া থেকে হুমড়ি দিয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে মরে গেল।*স্বজন হারানোর আঘাত সন্ন্যাসী সহ্য করতে পারে নি।

এখানেই গল্পের সমাপ্তি। আজকালপরশুর গল্প(১৯৪৫)দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে লেখা এই গল্পে খাদ্য সংকটের ফলে বিপন্ন মানুষের আত্মমর্যাদা,নারীর সতীত্ব ভূলুণ্ঠিত হওয়ার কথা বাস্তবসম্মত ভাবে* ফুটে উঠেছে।মানসুকিয়া গ্রামের রামপদের স্ত্রী মুক্তা দুর্ভিক্ষের কবল থেকে শিশু সন্তানকে* বাঁচাতে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে।তাকে গ্রামে দাস মশাইয়ের ঘৃণ্য লালসার শিকার হতে হয়েছে,শহরে এসেও তার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে । অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মারা যায় তার শিশু সন্তান।তবে গল্পের এখ।নেই শেষ নয়।গল্পকার মুক্তাকে তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে এনে তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।তাতে বাধ সেধেছে ঘনশ্যামের মতো সমাজপতিরা।মুক্তা স্বামীর কাছে ফিরে এসে অকপটে স্বীকার করে সব সত্যি।সে বলে, খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে ।মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা নেই।চাল গুঁড়িয়ে বার্লির মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুরোলে কি দিই! না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম,তাই দিলাম, করি কি! তাতেই শেষ হলো।ক্ষ্ম

মুক্তা স্বামীকে জানিয়েছে খাদ্যের অভাবে সন্তানের মৃত্যুর কথা।সেই সঙ্গে জানিয়েছে নিজের সতীত্ব রক্ষার লড়াইয়ের কথা।মুক্তা বলে, খোকন মরলো, তোমার কোন পাত্তা নেই।দাসমশায় রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে।দিন গেলে একমুঠো খেতে পাই নে।এক রাতে দু'টো মন্দ এলে,কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্যে।ক্ষ্ম এদিকে মুক্তার সমাজে পুনর্বাসন বিষয়ে সমাজপতিদের ডাকা বিচারসভা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।করালী বলে, ক্ষ্মঠিক কথা,গাঁয়ে খেতে পায়নি,সোয়ামী কাছে নেই, তাই সদরে খেটে খেতে গেছে।ওর দোষটা কিসের?গল্পে মুক্তার সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা সমাজপতিদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ধ্বনিত হয়েছে।মানিক*বন্দ্যোপাধ্যায় খাদ্য সংকট নিয়ে লিখেছেন প্রাণের গুদাম(১৯৪৬) গল্পটি।গল্পে দেখা যায় একদিকে অর্থলোভী ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের আশায় খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় করে রেখেছে অন্যদিকে অনাহারে মানুষ মরছে।গুদামে খাদ্যে পচন ধরেছে তার গন্ধ আসছে কিন্তু মানুষ খেতে পাচ্ছেনা।এছাড়াও নেড়ী, প্রাণ,অমানুষিক, ছিনিয়ে খায়নি কেন এই গল্পগুগুলিতেও দুর্ভিক্ষ,অনাহারের বাস্তব নমুনা গল্পকার তুলে ধরেছেন মানিক*বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর।তাঁর মৃত্যুর পর*ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তাঁর স্মরণসভায় সজনীকান্ত দাস বলেন, মানিক*শুধু বাংলা ও ভারতীয় সাহিত্যেরই একজন মুখ্য কথাশিল্পী নন,আমার জানা-বোঝার মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির মধ্যে*মানিকের অন্ত্যত পাঁচটি সৃষ্টি পড়বেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টির জন্য।

১৯ মে বাংলা ভাষা শহীদ দিবস

অঞ্জন শুকুল

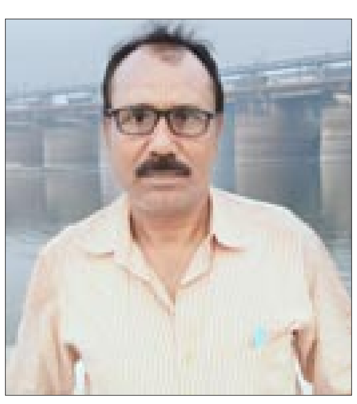

তৎকালীন বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় ২৭.৬কোটি। এইসব বাঙালি কম-বেশি ২১ ফেব্রুয়ারি নিয়ে তৎপর। ১৯৫২ সালের ওই তারিখে সেসময়ের পশ্চিম পাক-ই-স্তান প্রশাসনের গুলিবর্ষণে ঢাকার রাজপথে লুটিয়ে পড়েন বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনের মিছিলে অংশ নেওয়া বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর ও সালামসহ আরো অনেকে। ওই ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও গর্বিত আমরা এই দিনটাকে নিয়ে নানান আয়োজনে, নানান ঢঙে নানান রঙে পালন করি। কিন্তু, এই সাধের বাংলা ভাষার মর্যাদা নিয়ে ১৯মে তারিখটির কথা আমরা ক'জন জানি তা নিয়ে প্রশ্ন করা যেতেই পারে।

১৯৬১ সালের এইদিনে ভারতের আসাম রাজ্যের শিলচরের এগারো জন বাঙালি মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য তথা বাংলায় কথা বলার জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব বাংলায় মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল এবং প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন সালাম, রফিক, সফিক, বরকত ও জব্বার। সেই ভাষা আন্দোলনের নয় বছর পরে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য এমন আরো একটি আন্দোলন হয়েছিল এবং সে আন্দোলেনে একজন নারীসহ এগারোজন বাঙালি বুকের রক্ত দিয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন আসামের বরাক উপত্যকার শিলচরে, সে কথা আমাদের অনেকের এখ নো হয়তো অজানা রয়ে গেছে। পৃথিবীতে একই ভাষার জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্রে এবং আলাদা সময়ে প্রাণ দেয়ার অনন্য ইতিহাস এটি।১৯৬১ সালে ভারতের আসাম প্রাদেশিক সরকার বরাক উপত্যকা (বরাক ভ্যালি)-র কাছাড় জেলার বাঙালি অধ্যুষিত শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির বাংলাভাষাভাষীদের প্রাণের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে শুধু অহমীয়া ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা ঘোষণা দিলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বাঙালিরা এবং পরে তা আন্দোলনে রূপ নেয়। উনশ একষট্টির ১৯ মে সকাল-সন্ধ্যা ধর্মঘটের সময় শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে রেলপথ অবরোধের সময় আসাম রাইফেলসের একটি ব্যাটালিয়ন বাংলাভাষা আন্দোলন কারীদের প্রতি নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে এবং ১১জন ভাষাসৈনিক ঘটানাস্থলে শহীদ হন এবং আহত হন অর্ধশতাধিক।প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেন শিলচর শহরে। রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় শিলচর রেলওয়ে স্টেশন ও আশেপাশের এলাকা এবং শোকে স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে যান বরাক উপত্যকার বাঙালিরা। সমগ্র বরাক উপত্যকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ২০ মে শোকার্ত আন্দোলনকারীরা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে শহীদদের লাশ নিয়ে শিলচর শহরে স্মরণকালের বৃহত্তম শোকমিছিল বের করে। মায়ের ভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ১১ জন শহীদ হন, তারা হলেন- কমলা ভট্টাচার্য (পৃথিবীর এক মাত্র নারী ভাষা শহীদ), শচীন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, কানাইলাল নিয়োগী, চন্ডিচরন সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব, হীতেশ বিশ্বাস, কুমুদরঞ্জন দাস, তারিণী দেবনাথ, সুনীল সরকার এবং সুকুমার পুরকায়স্থ। আসাম রাজ্য সরকার আন্দোলনকারীদের চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল বাংলাকে ২য় রাজ্যভাষা হিসেবে ঘোষণা দিতে।শিলচরের ঘটনার পর আসাম রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছিল বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করতে।বাংলা ভাষার জন্য, মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে বাঙালিরা জীবনে আপস করতে শিখেনি। প্রয়োজনে নিজের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। বাংলা ভাষা আন্দোলন তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। আজও আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ১৯ মে বাংলা৷

ভাষা শহীদ দিবস পালন করে।আজ সেই অমর ১৯ মে, বাংলা ভাষা শহীদ দিবস। এ দিনে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই আসামের বরাক উপত্যকায় প্রাণ উৎসর্গ করা সব ভাষা শহীদ ও ভাষা সংগ্রামীর প্রতি।

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা
নয়া জামানা

সরকারি নির্দেশ অমান্য, মাছ সহ আটক ট্রলার

নয়া জামানাঃ পাথরপ্রতিমা মৎস্য দপ্তরের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একশ্রেণীর মানুষেরা মৎস্য শিকারে মেতে উঠেছে। মৎস্য দপ্তর থেকে ৯০ দিনের জন্য সমুদ্র ও নদীতে মাছ ধরা উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মূলত মাছেদের প্রজননের জন্য প্রতিবছর মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এপ্রিল মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে এবং নদীতে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কিন্তু একশ্রেণীর মৎস্যজীবীরা সরকারি এই নিষেধাজ্ঞাকে কার্যত তোয়াক্কা না করে গভীর সমুদ্রে কিংবা নদীতে মাছ ধরার কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যায়। এবার এলাকারই মৎস্যজীবীদের হাতে মাছ ভর্তির ট্রলার আটক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

শনিবার রাতে পাথরপ্রতিমা ব্রজ বল্লভপুর এলাকায় গোবিন্দপুরের কার্জন ক্লিক নদীতে মাছ ভর্তি ট্রলার আটক করে এলাকার মৎস্যজীবীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাতে একটি ট্রলার গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে পাথরপ্রতিমার গোবিন্দপুর এলাকার মৎস্য বন্দরে ফিরছিল সেই সময় স্থানীয় মৎস্যজীবীরা ও এলাকাবাসীরা ওই ট্রলারটিকে আটক করে। উদ্ধার হয় প্রচুর মাছ। রানী মা নামক ট্রলারের মালিক রাম শংকর খাটুয়া তিনি জানান, বেশ কয়েকজন আমার এই ট্রলার টিকে ভাড়া করে। মাছ অন্যত্র দিয়া আসার জন্য আমি এ বিষয়ে কিছু জানিনা গ্রামের মৎস্যজীবীরা ট্রলার নিয়ে গিয়ে আমাদের ট্রলার টিকে আটক করে ট্রলারে বেশ কিছু কর্মীদেরকেও মারধর করে গ্রামবাসীরা। আহত কর্মীদেরকে চিকিৎসা করানোর জন্য কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি এই বিষয়ে কিছু জানিনা। পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ট্রলার মালিক কে আটক করেছে। মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে কিছু কিছু অসাধু মৎস্যজীবীরা সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে তোয়াক্কা না করে গভীর সমুদ্র ও নদীতে মাছ ধরছে এদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এমনকি এদের ট্রলারের লাইসেন্সও বাতিল করা হবে।

দক্ষিণবঙ্গে স্বস্তির বৃষ্টি, তীব্র তাপমাত্রা থেকে রেহাই

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা .ঃ অতিরিক্ত গরমের পর স্বস্তির বৃষ্টি আসার কারণে মানুষজন স্বস্তি অনুভব করছে, বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কমেছে এবং মানুষের মধ্যে এক ধরনের স্বস্তি ফিরে এসেছে রবিবার দুপুর ২ টো থেকে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জায়গাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে এবং বইতে পারে ঝড়ো হাওয়া। আবহাওয়া দপ্তর অনুযায়ী দক্ষিণবঙ্গের মথুরাপুর রায়দিঘী পাথরপ্রতিমা সহ বিভিন্ন জায়গাতে শুরু হয়েছে স্বস্তির বৃষ্টি।

মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ৪-৫ দিন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। স্বস্তির বৃষ্টি আসার ফলে অতিরিক্ত তাপদহ থেকে রেহাই দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের।

সীমান্ত থেকে সুন্দরবনে বীর শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা. ঃ বসিরহাট মহাকুমার দশটি ব্লকে অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভত পুণ্য সাফল্যের এবং শহীদ সেনা জওয়ান ঝন্টু আলী শেখ ল্যান্স নায়েক দিনেশ শর্মা এবং বিএসএফ-এর ইন্সপেক্টর ইমতিয়াজ সহ সমস্ত শহীদ সেনাবাহিনীর সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্মান জানাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সারা পশ্চিমবঙ্গে জুড়ে পালিত হয়েছে শহীদ তর্পণ। বাদুড়িয়া শহরে পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য নেতৃত্বে বাদুড়িয়া কদমতলা থেকে চৌমাথা অবধি পরবর্তী সময়ে বাদুড়িয়া চৌমাথায় একটি স্ট্রিট কর্নারের মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান বক্তব্য রাখেন পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরহানুল মুকদ্দিন লিটন।

অবশেষে জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পাশাপাশি বসিরহাট পায়েল মোড় বিবেকানন্দের পাদদেশে প্রাক্তন সেনা কর্মীদের মঞ্চে তুলে তাদের সংবর্ধনা দেন বিধায়ক সপ্তসি বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যদিকে সুরজিত মিত্র বাদল বসিরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায় চৌধুরী ভাইস চেয়ারম্যান সুবীর সরকার সব একাধিক নেতৃত্ব দিন বীর সেনানায়কদের দেশের প্রতি বলিদান মনে করিয়ে দিয়ে প্রাক্তন সেনা কর্মীদের মঞ্চে তুলে তাদের গলায় মালা প্রিয় পরিয়ে বিশেষ স্মারকলিপি জ্ঞাপন করেন এই ছবি দেখা গেল বসিরহাট মহকুমা জুড়ে।

বাসন্তী হাইওয়েতে বাস ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ১০, মৃত ১

নয়া জামানা, জয়নগর. ঃএক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পাশাপাশি ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত বাসন্তী কুলতলির গৌরদাস পাড়া সংলগ্ন বাসন্তী হাইওয়ে তে। মৃতের নাম বাবুরালি সেখ(৬২)। মৃতের বাড়ি বাসন্তী থানার ২ নম্বর রাণীগড় এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর সুত্রের খবর এদিন আলিপুর থেকে এসডি ২৪ রুটের একটি যাত্রীবাহী বাস বাসন্তীর দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বাসন্তী থানার অন্তর্গত কুলতলির গৌরদাস পাড়া সংলগ্ন চোরাডাকাতিয়া এলাকায় একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক বাসযাত্রীর। পাশাপাশি ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ১০ জনের অধিক বাসযাত্রী।স্থানীয়রা দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাস যাত্রীদের উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে এমন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার খবর জানতে পেরে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে হাজীর হন ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক রামকুমার মন্ডল সহ বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।পুলিশ আধিকারীক সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।পাশাপাশি মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায় বাসন্তী থানার পুলিশ। অন্যদিকে দুর্ঘটনার জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বাসন্তী হাইওয়ে।বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক হয়,তারজন্য পুলিশ প্রশাসন দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন। ঠিক কি কারণে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে গাড়ি দুটিকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ট্রাক চালক পলাতক হলেও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বাস চালক জাকির হোসেন সেখ।

আম পাড়তে গিয়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

নয়া জামানা, বারাসাত. ঃআমগাছ থেকে আম পাড়তে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল দিনমজুর বৃদ্ধের।

এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেগঙ্গা থানার চাকলা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম মোকসেদ আলী মন্ডল,বয়স ৬৫ বছর। মৃতের পরিবারের সদস্যদের দাবি, রবিবার তিনি আমগাছে উঠে ছিলেন আম পাড়তে, আচমকা গাছের ডাল ভেঙে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন, স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বিশ্বনাথপুর গ্ৰামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেগঙ্গা থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত জেলা হাসপাতালে মর্গে পাঠিয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে।

সাইবার প্রতারণা, আমডাঙ্গায় গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, বারাসাত .ঃলোন দেওয়ার নামে প্রতারণা করে আমডাঙ্গা থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ঝাড়খন্ড এর দুই বাসিন্দা শ্রবন কুমার (২৪ বছর), লখন কুমার (২২ বছর)। পুলিশ সুত্রে খবর, গত দু মাস আগে আমডাঙার এক ব্যক্তির দ্রুত লোন পাইয়ে দেওয়ার নামে ৪০ হাজার টাকা অনলাইন এর মাধ্যমে নিজেদের অ্যাকাউন্ট এ নিয়ে নেয় প্রতারকরা। প্রতারণা বুঝতে পেরে অভিযোগ নিয়ে আমডাঙ্গা থানার দ্বারস্থ হন অভিযোগকারী।আমডাঙা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে প্রতারকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয়। পুলিশ সুত্রে খবর অভিযুক্ত দুই যুবক কল সেণ্টারে কাজ করে। সেখান থেকে তথ্য নিয়ে সাধারন জনগন কে বিভিন্ন ভাবে বোকা বানিয়ে মোটা টাকা হাতানোর অভিযোগ ওঠে। একই রকম ভাবে আমডাঙা এর টেঙাটেঙির এক বাসিন্দা কে লোনের প্রলোভন দেখায় অভিযুক্ত দুই যুবক। সেই ফাঁদে পা দিয়ে ৪০০০০ টাকা খোয়ান। ইতি মধ্যে খোয়ানো টাকা নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এ ফেরত পেয়ে বেজায় খুশি আমডাঙা এর টেঙাটেঙি গ্রামের বাসিন্দা আনসার আলি। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনা তদন্ত চলছে। ধৃত দুজনকে বারাসাত জেলা আদালতে তোলা হয়েছে ।

সাকচুড়া বাজারে বীর শহীদদের ছবি নিয়ে পদযাত্রা

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনাঃ বসিরহাট মহাকুমার নিমদাড়িয়া কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সাকচুড়া বাজারে অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভূতপূর্ব পুণ্য সাফল্যের , এবং শহীদ সেনা জওয়ান ঝন্টু আলী শেখ, ল্যান্স নায়েক দিনেশ শর্মা, এবং বি এস এফ এর ইন্সপেক্টর ইমতিয়াজ সহ সমস্ত শহীদ সেনাবাহিনীর সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্মান জানাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সারা পশ্চিমবঙ্গে জুড়ে পালিত হয়েছে শহীদ তর্পণ।

আজ সাকচুড়া বাজারে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মদক্ষ সাহানুর মন্ডলের নেতৃত্বে নিমদাড়িয়া কোদালিয়া সাকচুড়া বাজারে প্রায় এক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে মিছিল করেন।

উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডক্টর সপ্তসী বন্দোপাধ্যায় ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মদক্ষ সাহানুর মন্ডল ও নিমদাড়িয়া কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাহারাফ মন্ডল ও একাধিক তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ, সঙ্গে ছিলেন চোখে পড়ার মতো মহিলা নেতৃবৃন্দ এই মিছিলে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়।

সেই ছবি দেখা গেল বসিরহাট মহকুমার সাকচুড়া বাজারে।

ভারতীয় সেনাদের সম্মান জানিয়ে বারুইপুরে তিরঙ্গা যাত্রা তৃণমূলের

জাহেদ মিস্ত্রী, নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪পরগণাঃ বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার তরফ থেকে অপারেশন সিঁদুর অভিযানে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য রবিবার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বারুইপুর রামনগর বাজার হইতে ফুলতলা তিন নম্বর গেট পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সর্দার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি শক্তি পদ মণ্ডল, বারুইপুর পূর্ব ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য সুব্রত সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মদক্ষ্য রফিক সাফুই, ডায়মন্ড হারবার ও যাদবপুর জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি রফিকুল হাসান ঘরামী সহ কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা । জাত পাত ভুলে দল মত নির্বিশেষে সকলে ভারতীয় পতাকা হাতে করে নিয়ে এ মিছিল টাকে এগিয়ে নিয়ে ফুলতলা তিন নম্বর গেট পর্যন্ত ।

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক বিভাস সর্দার জানান সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে কোনভাবে সমর্থন করা যাবেনা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে তার জন্য সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানান।

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সমুদ্রে মাছ শিকার

'নিষিদ্ধ সময়ে' মাছ ধরার অভিযোগে প্রায় ৯ টন সামুদ্রিক মাছ-সহ একটি ট্রলারকে আটক করলেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। ট্রলারটিকে তাঁরা পুলিশ প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছেন।

রবিবার এ নিয়ে শোরগোল দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার উপকূলে।মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকার নদী ও সমুদ্রের জলে মাছ ধরার উপর দু'মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই সময়টি মাছেদের প্রজননের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছে মৎস্য দফতর।

ওই নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েক'টি ট্রলার নিয়ম ভেঙে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়।

বিষয়টি স্থানীয় মৎস্যজীবীদের নজরে এলে তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, সকালে একদল মৎস্যজীবী সমুদ্রে অভিযানে নেমে একটি ট্রলারকে আটক করেন। ওই ট্রলারে প্রায় ৯ টন সামুদ্রিক মাছ ছিল। ট্রলারে থাকা মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। শেষে পুলিশ গিয়ে আইনি পদক্ষেপ করেথে।

সেনাদের অভিনন্দনে বিজেপির তেরঙ্গা যাত্রা রায়দিঘীতে

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ অপারেশন সিঁন্দুরের সাফল্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানাতে বর্ণাঢ্য তেরেঙ্গা যাত্রা আয়োজন করে বিজেপি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা রায়দিঘী বিধানসভার কাশিনগরে সেনাবাহিনীদেরকে কুর্নিশ জানাতে তেরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়। রবিবার এই তেরেঙ্গা যাত্রায় প্রায় তিন শতাধিক বিজেপি কর্মী প্রায় ৫ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পথ র‌্যালি করে। এদিন এই তেরেঙ্গা যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘী বিধানসভার কনভেনার নির্মল মন্ডল, মন্ডল ফোরের মন্ডল সভাপতি সিতারাম সরদার, মন্ডল ওয়ান এর প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি জগন্নাথ অধিকারী। এবং মণ্ডল কমিটির সদস্য ভক্ত প্রামাণিক সহ অনেকে। এদিন বিধানসভা কনভেনার নির্মল মন্ডল বলেন আমাদের ভারতীয় সৈনিক বাহিনী পেহেলগাম ঘটনার প্রতিশোধ নিয়েছে। যে সকল সৈনিক পাকিস্তানি জঙ্গিদের ওপরে প্রতিশোধ নিয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের এই তেরেঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়।

পৈত্রিক সম্পত্তির বিবাদে খুন

নয়া জামানাঃ উস্তি পারিবারিক সম্পত্তি জনিত বিবাদকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে গন্ডগোলের জেরে খুন হয় এক ব্যক্তি। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার অন্তর্গত উত্তর কুসুম হালদার হাট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মৃত ওই ব্যক্তির নাম আনোয়ার হোসেন লস্কর (৩৫)। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে আটক করেছে উস্তি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল অর্থাৎ শনিবার রাতে পৈত্রিক জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে লস্কর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে গন্ডগোল শুরু হয় এরপর আনোয়ার হোসেন লস্করের উপর জ্যাট্টুতো ভাইয়েরা, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে লুকিয়ে পড়ে আনোয়ার। আনোয়ার কে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা করার জন্য বানেশ্বরপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে আনোয়ার হোসেন লস্করকে ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে আনোয়ার হোসেন লস্কর কে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা আনোয়ার হোসেন লস্করকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই মহিলা সহ পাঁচজনকে আটক করেছে উস্তি থানার পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় তীব্র চঞ্চল্য ছড়িয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে উস্তি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এ বিষয়ে সাবির হোসেন লস্কর মৃত আনোয়ারের কাকা তিনি বলেন, জায়গা জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে এর আগেও ঝামেলা হয়েছিল। এর আগেও আনোয়ারকে মারধর করেছিল অভিযুক্তরা। গতকাল জায়গা জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে নতুন করে ঝামেলা শুরু হয়। আনোয়ার ওদেরকে গন্ডগোল ছাড়া মীমাংসা করার পরামর্শ দেয় সেই সময় হঠাৎ করে অতর্কিতভাবে লাঠি এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে আনোয়ারের উপর চড়া হয়। মনোয়ারকে বেধড়ক মারধর করে এমনকি ধারার অস্ত দিয়ে আঘাত করা হয়। আমরা চাই অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। পশ্চিমবঙ্গে আর কোন জায়গায় এমন ঘটনা ঘটানোর আগে অভিযুক্তরা যেন দ্বিতীয়বার ভাবে ফাঁসির আবেদন চাইছি প্রশাসনের কাছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকোস্তব্ধ হয়ে পড়েছে লস্কর পরিবারের সদস্যরা। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে তিনি জানান, পারিবারিক সম্পত্তি জনিত বিবাদকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটেছে ইতিমধ্যেই আমরা এই ঘটনায় পাঁচজনকে আটক করেছি। পাঁচজনকে আটক করে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছি। এর পাশাপাশি সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছি আমরা।

সেনাদের বীরত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে তৃণমূলের পদযাত্রা

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা .ঃ ভারতীয় সেনাবাহিনীরা অসীম সাহস দেখিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বদলা নিয়েছে, তাদের মনের সাহসিকতা দেখিয়ে অপারেশন সিঁদুর এ পাকিস্তানি জঙ্গিদের টার্গেট করতে সাফল্যে হয়েছে বীর সেনারা। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানতে রবিবার মথুরাপুর এবং রায়দিঘীর কাশিনগরে দেশাত্ববোধক পদযাত্রা ও সভা তৃণমূল কংগ্রেসের। সভাতে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, রায়দিঘীর বিধায়ক অলক জলদাতা, জেলা পরিষদের সদস্য উদয় হালদার, মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের ব্লক তৃণমূল সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার এবং মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি প্রশান্ত সরকার সহ অন্যান্যরা। মূলত, কাশ্মীরের পহেলগাঁও ২৬ পর্যটককে বিনা অপরাধে গুলি করে হত্যা করেছে পাকিস্তানি জঙ্গিরা, তার ১৫ দিন পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীরা ড্রোন হামলা, মিসাইল হামলা করে জঙ্গিদের কাবুতে আনতে পেরে সাফল্য হয়েছে তারা। তার পরিপেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেস নির্দেশ দিয়েছিল,যে সকল সেনাবাহিনীরা পাকস্তানি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে প্রাণ গিয়েছে, তাদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং যে সকল সেনাবাহিনীরা পাকিস্তানি জঙ্গিদের সাথে লড়াই করে সফল হয়েছে তাদের প্রতি কুর্নিশ জানাতে। এসকল পরিপেক্ষিতে এদিনের এই পদযাত্রা ও সভার আয়োজন করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এদিন মথুরাপুর এবং রায়দিঘীর সভাতে প্রায় এক হাজারের অধিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা উপস্থিত হয়ে সৈনিকদের প্রতি কুর্নিশ জানান।

বয়স হয়ে গেছে আর বিধায়ক হতে চাই না বিধায়ক চিরঞ্জিত

আব্দুল কায়ুম গাজী, নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা. ঃবয়স হয়ে গেছে আর বিধায়ক হতে চাই না জানালেন বারাসাতের বিধায়ক চিরঞ্জিত। রাজনীতি যাদের কাজ, যারা এতে আগ্রহী তাঁরা এই কাজ করুন। তিনি জানান ২০১১ সাল থেকেই তিনি বলে আসছেন যে আর বিধায়ক হতে চান না। ছবি আঁকা, গান গাওয়া, শিল্পীর কাজ তাঁর পছন্দ। সেটাই তাঁর জায়গা বলে মনে করেন তারকা বিধায়ক চিরঞ্জিত। তথাপি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি মনে করেন তাঁকে প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে অন্যরকম ভাবনা তিনি করতে পারেন এমনটাও বলতে শোনা যায় চিরঞ্জিতকে। চিরঞ্জিত এও জানান যুদ্ধ কোনও ভাবেই সমর্থন করেন না, আর পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের কথা কেবলমাত্র মৌখিক আস্ফালন। পারমাণবিক বোমা কখনও ব্যবহার হবে না বলেই মনে করেন চিরঞ্জিত। তিনি যেমন যুদ্ধ সমর্থন করেন না তেমনই রাজ্যে চাকরিহারা শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের উপর লাঠিচার্জেরও সমর্থন করেন না।

অভিনেতা ও বিধায়ক চিরঞ্জিত অবশ্য শিক্ষক-অশিক্ষকদের ওপরে লাঠিচার্জ নিয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে নারাজ।

রবিবার বারাসাতের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর ডঃ সুমিত সাহার একটি জনসংযোগমুখী অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এরকমই বক্তব্য রাখলেন চিরঞ্জিত। চিকিৎসক কাউন্সিলরের ভুয়সী প্রশংসা শোনা গেল চিরঞ্জিতের কন্ঠে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পৌরসভার পুরো প্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য কাউন্সিলরা।

আদালতের নির্দেশে ফেরৎ জমি অধিগ্রহণের বকেয়া টাকা

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ প্রায় ২০ বছর আগে সরকারি উদ্যোগে একটি প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। তারপর নানা অজুহাতে জমির মালিককে তাঁর প্রাপ্য টাকা দেওয়া হচ্ছিল না। এ নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছিল পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে। অবশেষে দীর্ঘ বছর পর সুদ সমেত ওই টাকা মিটিয়ে দেওয়া হল উপভোক্তাকে।আদালত সূত্রে জানা গেছে ২০০৫ -০৬ অর্থ বছরে বর্ধমানের গোদা এলাকায় স্যাটেলাইট টাউনশিপ তৈরি করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সরকারের তরফে ১ একর ৭৩ শতক জায়গা নেওয়া হয় লাকুড্ডি এলাকার বাসিন্দা তিন ব্যক্তির কাছে। আব্দুল আজিজ, আব্দুল আলিম ও আব্দুল রহিম জমি দিয়ে টাকা পাননি বলে অভিযোগ। প্রতি শতকে জমির দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫ হাজার ৮৮৬ টাকা করে। কিন্তু তাতে আপত্তি জানায় জমির মালিক পক্ষ। ফলে টাকা দেওয়া হয়নি। বাড়তি দামের দাবি জানিয়ে এ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয় জমি মালিকদের পক্ষে। ওই মামলায় জমি মালিকদের পক্ষেই রায় দান করেছিলেন বিচারক। ওই হিসাবে জমি মালিকদের পাওনা হয় ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। বলা হয়েছিল টাকা যতদিন না মেটানো হবে ততদিন পর্যন্ত সরকারকে ১৫ শতাংশ হারে সুদ গুনতে হবে।

কিন্তু টাকা মেটানো হয়নি। এরপর দীর্ঘ বছরেও টাকা মেটানো হয়নি। তারপরই জমির মালিকরা আদালত অবমাননার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে জমির মালিকদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেবার আদেশ শুনিয়েছেন। বিচারপতি সরকার পক্ষ অর্থাৎ জেলা প্রশাসনকে জানিয়ে দেন ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা মেটাতে হবে। যদিও ২০১৮ সালে বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ টাকা মিটিয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দেন সরকারকে। কিন্তু সরকারের পক্ষে সেই টাকা মেটানো হয়নি। প্রথমে জেলা ও দায়রা আদালতের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দেন কলকাতা হাইকোর্ট। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আগের রায়ই বহাল রাখেন।

তারপর টাকা না মেটানোর জন্য আদালতে ফের মামলা দায়ের হবার পর জমির মালিকদের পক্ষেই রায় করেন বিচারক। ফলে পাওনা গোন্ডা মিটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। টাকা মেটানোর জন্য চলতি মাসের ১৯ তারিখে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়। তার আগে মালিক পক্ষকে চেকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অংকের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ান শিরোপা নেতাজি সংঘের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় চলতি ক্রিকেট মরশুমে তৃতীয় ডিভিশনের খেলা শেষ হল। এবারের প্রতিযোগিতা হয় রাধারাণী স্টেডিয়ামে। এদিন তৃতীয় ডিভিশন লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শেষ খেলায় অংশ নেয় তরুন স্পোর্টিং ক্লাব ও পারবীরহাটা নেতাজি সংঘ। খেলায় নেতাজি সংঘ ২২ রানে জয়ী হয়। এই জয়ের সুবাদে এ বছরের জন্য নেতাজি সংঘ চ্যাম্পিয়ান হবার শিরোপা পেলো। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পারবীরহটা নেতাজি সংঘ ২৩০ রান তোলে। ক্লাবের হয়ে রোহিত মাহালি একাই ১০৬ রান করে। তার জবাবে মাঠে নেমে তরুন স্পোর্টিং ক্লাব ২০৮ রান তুলতে পারে। জয়ী নেতাজি সংঘ এর শান্তনু ঘোষ চারটি উইকেট দখল করে। এদিনের খেলা ঘিরে স্টেডিয়ামে টান টান উত্তেজনা ছিল।

উচ্চরক্তচাপ দিবসে অনুষ্ঠিত হল সচেতনতা শিবির

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃউচ্চরক্তচাপ দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে সচেতনতা শিবির হল। শহরের খোসবাগানে ফৌজদারি কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত হয় ওই সচেতনতা মূলক বিনামূল্যের ডায়েট ক্যাম্প ও রক্তচাপ নির্ণায়ক কর্মসূচী। ২৩০ জনের বিনামূল্যে রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়।

যার মধ্যে ১৮০ জন মানুষের উচ্চরক্তচাপ পাওয়া যায় এবং তাঁদের বিনামূল্যে ডায়েট চার্ট দেওয়া হয়। এবছরের থিম ছিল মেজ্যার ইয়োর ব্লাড প্রেসার অ্যাকিউরেটলি, কন্ট্রোল ইট, লিভ লংগার এই কথা মাথায় রেখে প্যান অ্যামেরিকান হেলথ অর্গ্যানাইজেশন দ্বারা স্বীকৃত কুশলীদের দ্বারা রক্তচাপ পরিমাপ করা হয়। একই সঙ্গে ডায়েটিশিয়ান লাবনী ভট্টাচার্য, নার্গিস লায়েক, অয়ন মাজিরা খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন করেন।

সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার বলেন, বর্তমান ভারতবর্ষে উচ্চরক্তচাপ একটি জ্বলন্ত সমস্যা যা মূলত নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ এবং জীবনশৈলীর ত্রুটি জনিত কারনে হয়ে থাকে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের অভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনলেই ভালো থাকা যায়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভেজাল ওষুধের রমরমা মাঝে মধ্যেই চোখে পড়ে। ভেজাল ওষুধের থেকে মানুষকে সচেতন করতে এই বছর আরও সংযুক্ত হয়েছিল ক্রেতা সুরক্ষা শিবির। এর মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা হয়। ওষুধ কেনার সময় এক্সপায়ারি ডেট দেখে নেওয়া, প্রেসক্রিপশন এর সাথে ওষুধ মিলিয়ে নেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার স্মার্টফোন

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের এক বিশেষ উদ্যোগে এবং মাধবডিহি থানার সহযোগিতায় উদ্ধার করা হল একাধিক হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান স্মার্টফোন। ২০২৪ সালের শেষ দিক এবং ২০২৫ সালের প্রথম দিকে মাধবডিহি থানা এলাকা থেকে যে সমস্ত মোবাইল ফোন চুরি বা হারিয়ে গিয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে ২১ টি ফোন পুনরুদ্ধার করে সেগুলো প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। মাধবডিহি থানা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি মালিকদের হাতে তুলে দেন এসডিপিও সদর সাউথ অভিষেক মন্ডল। অনুষ্ঠানে মাধবডিহি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুব্রত মন্ডল, থানার মেজবাবু সেখ হাবিবুল হাসান, সাব-ইন্সপেক্টর সিসাম দাস সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মী ও সিভিক

ভলান্টিয়াররা উপস্থিত ছিলেন।পুলিশের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁদের হারানো মোবাইল ফোন ফিরে পাওয়া মালিকরা। আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন কেউ কেউ। এক মোবাইল মালিক জানান, অনেক কষ্টের পর একটি ফোন কিনেছিলেন এবং সেটি হারানোর পর ফিরে পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। পুলিশ সেই ফোন উদ্ধার করে দেওয়ায় তাদের আনন্দাশ্রু ধরে রাখা কঠিন। পুলিশের এই উদ্যোগ অসহায় পরিবারগুলির কাছে সত্যিই এক বড় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

মহিষমর্দিনী ঘাটে শুরু হল পলি সরানোর কাজ

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব বর্ধমানের ভাগীরথীর মহিষমর্দিনী তলা ঘাটে পলি জমে যাওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। কালনা মহকুমার এই ঘাটে সাধারণ মানুষ স্নান করতে কিংবা গঙ্গার জল সংগ্রহ করতে সমস্যায় পড়েন। প্রতিমা বিসর্জন সহ নানা কারণে ঘাট ব্যবহার অযোগ্য হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘাটটিকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করার দাবিতে সরব হন। স্থানীয়দের আবেদনে সাড়া দিয়ে কালনা পৌরসভার তরফে ওই ঘাট পরিদর্শন করে ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করা হলো। মহিষমর্দিনী তলা ঘাটে মাটি তোলার জন্য এদিন আনা হয় একটি ড্রেজিং মেশিন।ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে গোটা কাজের তদারকি করেন কালনা পৌরসভার পৌরপতি তপন পড়েল। তিনি জানান,মানুষের অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই ঘাটকে ফের ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ। এই পদক্ষেপে স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে বলে জানা গেছে।

সোনা চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার বাবা ও ছেলে

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ সোনার দোকানে ঢুকে চুরি করার অভিযোগে দুই ইরানিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর থানার হোসেনপুরে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত দুজন সম্পর্কে বাবা এবং ছেলে। হোসেনপুর বেলতলা মোড়ে বুদ্ধদেব হাজরা নামে এক ব্যাক্তির সোনার দোকান আছে। অভিযোগ রাতে দোকান বন্ধ করার সময় দুই ব্যাক্তি ক্রেতা সেজে ওই দোকানে আসেন। চারচাকা গাড়ি থেকে নামতে দেখা যায় তাদের। তাঁদের মধ্যে একজন অল্প বয়সী। ইংরেজি ও হিন্দিতে তারা কথা বার্তা চালাচ্ছিল। দোকানে ঢুকে তাঁরা নাকছবি কেনার জন্য দেখাতে বলেন। দোকানদার বুদ্ধদেব হাজরার অভিযোগ, দেখতে দেখতেই তিন চারটি নাখছবি তারা পকেটে পুরে নেয়। আর একটি নাকছবি হাতিয়ে পালানোর সময় দোকানদার চিৎকার করেন। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে দুজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তবে গাড়ির চালক গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয়। এরপর স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের কাছে পাসপোর্ট দেখে জানা গেছে দুজনই ইরানের তেহরানের বাসিন্দা। গত ফেব্রুয়ারিতে তারা ভারতে আসে। এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী বলেন, দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সিটি স্ক্যান ইউনিটের উদ্বোধনে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার পরিকাঠামোয় সংযুক্ত হল আরও একটি নতুন পালক। রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সিটি স্ক্যান শুরু হল এই মহকুমা হাসপাতালে। সিটি স্ক্যানের মত ব্যয়বহুল পরিষেবা এবার বিনামূল্যে পাওয়া যাবে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। রবিবার সকালে এই উপলক্ষে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে হওয়া এক অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে এই সিটি স্ক্যান ইউনিটের উদ্বোধন করেন রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার । এছাড়া উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল রোগী কল্যান সমিতির তথা আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ বা আড্ডার চেয়ারম্যান কবি দত্ত, সুপার ডাঃ ধীমান মন্ডল সহ অন্যান্যরা । এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, এবার থেকে দুর্গাপুর হাসপাতালের সাধারণ রোগী ও প্রসূতি বিভাগ মায়েদের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা থাকলো না এই হাসপাতালে সিটি স্ক্যান চালু করা হলো। এরফলে সুবিধা হল হাসপাতালের নিজস্ব পরিসরের মধ্যেই এই ব্যবস্থা গড়ে উঠায়। চিকিৎসা পরিসেবা দ্রুত হবে। সেইসঙ্গে হাসপাতালের পরিকাঠামগত উন্নয়নও হল। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ চেয়ারম্যান কবি দত্ত বলেন রাজ্যের অন্যতম সেরা মহকুমা সরকারি হাসপাতাল রূপে পরিগণিত হতে চলেছে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল। হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগ ও শিশু বিভাগ ইতিমধ্যেই সাফল্যের সঙ্গে চলছে সিটি স্ক্যান পরিষেবা। এই নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর একই ছাদের নিচে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা দিতে চিকিৎসকদের সুবিধা হবে। তিনি আরো বলেন, রাজ্যের অন্যতম সেরা সরকারি মহকুমা হাসপাতাল রূপে পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটাতে দুর্গাপুর

রোগী কল্যাণ সমিতি বদ্ধপরিকর। প্রসঙ্গতঃ, রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে সুরক্ষা ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকস সফলভাবে এই অত্যাধুনিক সিটি স্ক্যান ইউনিট চালু করা হলো। দুর্গাপুর এবং আশেপাশের এলাকার বাসিন্দা রোগীদের বিনামূল্যে উন্নত ডায়াগনস্টিক পরিসেবা দেওয়ার জন্য দুর্গাপুরে এই ধরণের প্রথম সুবিধাটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে চালু করা হয়েছে ।বলা হয়েছে এই ইউনিটে .৭৫ সেকেন্ড ঘূর্ণন গতি, ৪২ কিলোওয়াট জেনারেটর এবং অতুলনীয় স্পেটাল রেজোলিউশন সহ একটি উচ্চমানের ৮০-স্লাইস সিটি স্ক্যানার রয়েছে।

যা দ্রুত এবং আরও সুনির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক নিশ্চিত করে।

দামোদর নদীর গতিপথ রুদ্ধ, সংকট শ্মশানেও

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে বেপরোয়া ভাবে বালি তোলার অভিযোগ। এরফলে দামোদর নদীর গতিপথ রুদ্ধ ও পরিবর্তন হয়েছে। সংকটে পড়েছে শ্মশানও। এমনই ছবি দেখা যায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের রানিগঞ্জের বল্লভপুরে। এখানে দামোদর নদীর স্বাভাবিক কোন গতিপথ নেই। এখন একটি বাঁধ তৈরি করা হয়েছে, যাতে নদীর গতিপথ রুদ্ধ ও পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেখানে আসা মানুষদেরকে দামোদরে পুকুরের মতো হওয়া গর্তে স্নান করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। হিন্দুদের বিশ্বাসের সাথে ছিনিমিনি করা হচ্ছে। এমনকি শবদাহ করার পরে সেই অস্থি বা ছাইও এখন গর্তে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বল্লভপুর এলাকায় বড় শ্মশান হওয়ায়, দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে মৃতদেহ দাহ করার জন্য আসেন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গেছে বালি মাফিয়ারা এখানে হিন্দুদের বিশ্বাস নিয়ে খেলছে। ঐতিহ্য অনুসারে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নদীর তীরে শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করেন। মৃতদেহ দাহ করার পরে, তার অস্থি বা ছাই নদীর স্রোতে ফেলা হয়। এরপর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আসা সকলেই নদীতে স্নান করেন ।এখন যদি রানিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দারা দামোদর নদীতে স্নান করতে চান অথবা বল্লভপুর শ্মশানে দাহের পর ছাই বিসর্জন দিতে চান, তাহলে তাদেরকে নদী পার হয়ে বাঁকুড়া জেলার মেজিয়ায় যেতে হবে। বল্লভপুর ঘাটে একটি শ্মশান কালী মন্দির রয়েছে ।কাছাকাছি একটি মথুরা চণ্ডী মন্দির রয়েছে। যেখানে এলাকার মানুষ প্রায়শই পূজার জন্য আসেন ।যদি ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে এই মন্দিরে পৌঁছাতে হয়, তাহলে ভক্তদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ।কারণ এই রাস্তাটি সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে ।এই রাস্তাটি এখন আর হাঁটাচলার জন্য উপযুক্ত নয়। প্রতিদিন ১৮টি চাকা পর্যন্ত শয়ে শয়ে ট্রাককে বালি অতিরিক্ত বা

ওভারলোড বালি বোঝাই করে এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রাক বালিতে অতিরিক্ত বোঝাই করা থাকলেও, পুলিশ প্রশাসন তা লক্ষ্য করলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। যেখানে রানিগঞ্জ থানার বল্লভপুর ফাঁড়ি কাছাকাছি রয়েছে। বালি মাফিয়ারা টাকা দিয়ে এই সব কারবার চালাচ্ছে । এতটাই অপব্যবহার হচ্ছে যে সবাই নদী ধ্বংস হতে দেখছেন, কিন্তু কেউ মুখ খুলছে না। রানিগঞ্জের ঐ এলাকার বাসিন্দারা বলেন, এইভাবে বালি তোলার জন্য আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। মাফিয়াদের দৌরাত্বে আমাদের অবস্থা বেহাল। প্রশাসনের কাছে আমাদের আর্জি, এই পরিস্থিতি থেকে আমাদেরকে বাঁচান।এই বিষয়ে বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সিদান মণ্ডল বলেন, বল্লভপুর ঘাটের কাছে বালি উত্তোলনের জন্য একটি কোম্পানি সরকারি টেন্ডার পেয়েছে। নদী থেকে বালি উত্তোলনে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু যেভাবে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে, তাতে ওই এলাকার মানুষ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এখানে নদীর গতিপথ অদৃশ্য হয়ে গেছে । পানীয়জলের সমস্যা হয়েছে। মানুষ নদীতে স্নান করতে পারছেন না। এলাকায় শ্মশান রয়েছে। সেখানে শবদাহ করা হয়। দেহের অস্থি নদীতে ভাসানো যাচ্ছে না। আমরা এই সমস্ত বিষয়গুলি ব্লক আধিকারিক বা বিডিও ও উচ্চপদস্থ পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদেরকেও জানিয়েছি। তাদের কাছে একটি চিঠি লিখেছি। কিন্তু তারা কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ঠিক করেছি, এবার গোটা বিষয়টি নিয়ে আরো উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে কথা বলবো এবং এই বিষয়ে প্রতিবাদ করবো। এদিকে এই বিষয়ে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, তিরাট থেকে বল্লভপুর পর্যন্ত দামোদর নদী থেকে বালি চুরি করা হচ্ছে। নদীর মাঝখানে বড় বড় মেশিন নামানো হয়েছে। গর্ত খুঁড়ে বালি তোলা হচ্ছে। নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের ফলে রানিগঞ্জ এলাকায় নদীর গতিপথ বন্ধ হয়ে গেছে। যা এলাকায় তীব্র জলের সমস্যা তৈরি করেছে। মানুষ পানীয়জলের জন্য হাহাকার করছেন।তিনি আরো বলেন, এখন আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবো ও রাস্তায় নামবো । আমি আমার এলাকায় কোনও অবৈধ কার্যকলাপ হতে দেব না। বৃহত্তর আন্দোলন করারও হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়ক দিয়েছেন। তবে পুলিশ প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

যোগ্যাদা মায়ের পুজোয় ঢল ভক্তদের

নয়া জামানা, বর্ধমান পূর্বঃ বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামে ধুমধামের সঙ্গে শুরু হয়েছে যোগাদ্যা মায়ের পুজো। মঙ্গলকোটের ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা মা একান্ন পীঠের অন্যতম একটি পীঠ। কথিত আছে, যোগাদ্যা মায়ের পুজোয় আগে নরবলি হতো। এখন ছাগ ও মোষ বলি দেওয়া হয়। এই পুজো ঘিরে আলাদা একটা নিয়ম -নীতি রয়েছে। প্রাচীনকালের সেইসব নিয়ম-নীতি এখন সব মানা না হলেও নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ্যাদা মায়ের পুজো হয়। যোগাদ্যা মা সারাবছরই জলের ভেতরে থাকেন। বছরের বিশেষ দিনে দেবীকে জল থেকে তুলে মন্দিরে এনে পুজো করা হয়। আর বছরের বাকি দিনগুলিতে দেবী থাকেন মন্দির লাগোয়া ক্ষীর দিঘিতে। তাই পুজো ঘিরে উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভাসছে গোটা গ্রাম। পূর্ব বর্ধমান জেলা ছাড়াও আশপাশের সব কটি জেলা থেকে ভক্তরা অংশ নিয়েছেন মায়ের পুজোয়। জাতপাতেরও তেমন কোন বেড়াজাল থাকে না। পুজো উপলক্ষে শুরু হয়েছে গ্রামীণ মেলা। চলছে নানান ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান। দেবী হলেন মা মহামায়ার অন্য এক রুপ। অবধূতা রামায়ণ অনুসারে মহামায়ার সেবক মহিরাবণ অবতার রাম ও লক্ষণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে তাদের পাতালে নিয়ে আসে। মহাকালীর সামনে তাদের বলি দিতে গেলে মহীরাবণকে লক্ষ্মণ বধ করেন।

এরপর দেবী মহামায়া সহ সেবক হনুমান রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্ধার করে তিন দিন ধরে লাগাতার পাতাল পথে ক্ষীরগ্রামে ওঠে। রাম ও লক্ষ্মণ এই রাঢ় অঞ্চলে থাকতে না পারলেও দেবী মহামায়া যোগাদ্যা হয়ে রাঢ় বঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণীর হাতে পূজিত হতে থাকেন। এছাড়াও শাস্ত্র মতে এখানে সতীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের অংশ পড়েছিল বলে উল্লেখ আছে। অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকে রাজা কীর্তিচাঁদ রায় প্রায় ৮ বিঘা জমির উপর মন্দির তৈরি করেন। মন্দিরটি তিনটি স্তরে বিন্যাস করা। মূল মন্দিরে কোনো প্রকার মূর্তি থাকে না। সারাবছরই দেবী জলেই থাকে। বৈশাখী সংক্রান্তি দিনে জল থেকে যোগাদ্যা মাকে তোলা হয়। মহাপুজোর শেষে ভোর রাতে দেবীকে জলে রাখা হয়। তিনদিন পর আবার জল থেকে তুলে দেবীকে মন্দিরে এনে অভিষেক করা হয়। এভাবে বছরে কয়েকটা নির্দিষ্ট দিনে দেবীকে জল থেকে তুলে পুজোর রীতি আছে। প্রতিবছরের মতো এবারও দেবী যোগাদ্যা মাকে জল থেকে তুলে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। যোগাদ্যা পুজোকে কেন্দ্র করে ক্ষীরগ্রামে একটি বড়ো মেলা বসেছে। লাখো লাখো মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। কৈচর রাইস মিলের পক্ষ থেকে প্রায় ১০ হাজার মানুষের জন্যে দুপুরে অন্ন ভোগ খাওয়ানো ব্যবস্থা করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ রবিবার পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমার পূর্বস্থলীতে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিলেন মন্ত্রী তথা ওই এলাকার বিধায়ক স্বপন দেবনাথ। এদিন পূর্বস্থলী -১ ব্লকের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি।

ওই ব্লকের যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে সবোর্চ্চ নাম্বার পেয়েছে তাঁদের সংবর্ধনা জানাতে এদিন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠান মঞ্চে মন্ত্রী ছাড়াও মহকুমাশাসক সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত সমিতির জনপ্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল হওয়া ১৮ জন ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১১ জন ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কার এবং সম্মাননা জানানো হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষার্থীদের সব রকমের সুযোগ সুবিধা দেবার চেষ্টা করছেন। তাঁর কাছেই অনুপ্রেরণা পেয়ে পড়ুয়াদের উৎসাহিত করতে সংবর্ধনা জানানো হল। তিনি প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতা কামনা করেন।

এই অভিযানে ভুল মানেই মৃত্যু,বলছেন সৌমেন

প্রতি পদে বিপদ। কোনও ভুল হলে মৃত্যুর হাতছানি। সে সব বাধা পেরিয়ে এভারেস্টের শিখরে পৌঁছতে পারার জন্য কঠোর প্রস্তুতি ও পরিশ্রমকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন বর্ধমানের বাসিন্দা সৌমেন সরকার। বৃহস্পতিবার এভারেস্ট জয় করে শুক্রবার তিনি ফিরেছেন বেস ক্যাম্পে। সেখান থেকে ফোনে তিনি বলেন, ‘‘আমি সুস্থ আছি। কুড়ি বছর ধরে পর্বতারোহণ করছি। বড় স্বপ্ন পূরণ হল।’’ বর্ধমান শহরের বাসিন্দা, বছর চুয়ান্নর সৌমেন পূর্ত দফতরের সহকারী বাস্তুকার। এর আগে একাধিক শৃঙ্গে আরোহণ করেছেন। এভারেস্টে পৌঁছতে ১ এপ্রিল বর্ধমান থেকে রওনা দেন তিনি। ৪ এপ্রিল কাঠমান্ডু পৌঁছন। সেখান থেকে বেস ক্যাম্প রওনা দেন ৭ এপ্রিল। ১৪ এপ্রিল পৌঁছে যান সেখানে। সৌমেন জানান, সেখানে বরফে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ হয়। তার পরে ২১ এপ্রিল গাইডের সঙ্গে অভিযানে বেরোন। খুম্ভু হিমবাহ, ক্যাম্প ১, ক্যাম্প ২ এবং ক্যাম্প ৩ ছুঁয়ে আবার বেস ক্যাম্পে ফিরে আসেন ২৪ এপ্রিল। তার পর থেকে বেস ক্যাম্পে অপেক্ষা করছিলেন, কবে এভারেস্টের পথ খুলবে, সে জন্য। ১০ মে সেই সুযোগ আসে। ১১ মে বেস ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়েন। ধাপে ধাপে উপরে পৌঁছে, সর্বোচ্চ শিখরে ওঠার অভিযান শুরু করে ১৪ মে রাত ৮টা নাগাদ। তাঁর কথায়, ‘‘১৫ মে নেপালের সময় অনুযায়ী সকাল পৌনে ৭টায় এভারেস্টের শিখরে পৌঁছে যাই।’’ সৌমেন জানান, এই অভিযানে পদে পদে ছিল বিপদের আশঙ্কা।

দেশ বিরোধী পোস্ট, গ্রেপ্তার রেল কর্মী

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ দেশের বিরুদ্ধে আপত্তিকর পোস্ট করে এবার গ্রেপ্তার হলেন এক রেল কর্মী। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের পিচকুরি গ্রামের বাসিন্দা ওই রেল কর্মীর নাম ইমানুল সেখ ওরফে স্বপন সেখ। গুসকরা থানার পুলিশ এদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান আদালতে পেশ করে। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যে একটি ফেক ভিডিও সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ভিডিওটিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কন্ঠস্বর নকল করে পাকিস্তানের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে দেখা গেছে।

ওই ভিডিও প্রকাশ করার পর পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে বছর পঞ্চাশের ওই ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

এর আগে দেশ বিরোধী পোস্ট সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবার অভিযোগে পূর্ব বর্ধমান জেলার পাঁচ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কালনা, কাটোয়া, গুসকরা ও আউশগ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

জঙ্গলমহল
নয়া জামানা

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ বরাবাজারে

নয়া জামানা, পুরুলিয়া. ঃদীর্ঘ কয়েক মাস ধরে জলকষ্টে ভুগছে বরাবাজার শহরের নীলমোহনপুর বাবুই বাড়ির বাসিন্দারা। স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায় ১৪ই মে বরাবাজার ব্লক আধিকারিক এর কাছে লিখিতভাবে তারা অভিযোগ জানান । তিন দিন পার হয়ে গেলেও কোন সুরাহা হয়নি। পানীয় জল সংগ্রহ করতে যেতে হচ্ছে বিভিন্ন পাড়া। এই দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হয় স্থানীয়রা। পথ অবরোধের কারনে বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বরাবাজার থানার পুলিশ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা মিরা সিংহ , অঞ্চল সভাপতি মিহির সিংহ দেব, আবুল ও জেলা পরিষদের সদস্যে তথা জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী সুমিতা সিংহ মল্ল। স্থানীয়দের সাথে কথা বলে দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে উঠে যায় অবরোধ। জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী সুমিতা সিংহ মল্ল বলেন বরাবাজার শহরে রাস্তা ও ড্রেন খননের কাজের সাথে সাথে পাইপ লাইনের কাজ চলছে তাই সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

অতি শীঘ্রই সমস্যা সমাধান করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

সাঁওতালি মাধ্যমে উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

নয়া জামানা, মেদিনীপুর. ঃ সদর ব্লকের 'শিরোমনি সিধু-কান হল দিবস উদযাপন কমিটি'-র উদ্যোগে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে সাঁওতালী মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হল একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন খড়্গপুর গ্রামীণের বিধায়ক দীনেন রায়,শিক্ষক নেতৃত্ব,উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার যুগ্ম -আহ্বায়ক রামজীবন মান্ডি, ডাঃ সায়নী টুড, ডাঃ সব্যসাচী হাঁসদা, ডাঃ খেরওয়াল সরেন অধ্যাপক গুরুপদ মুর্মু ,বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঝাবু সিং মুর্মু, অধ্যাপক বিপিন মুরমু, শিক্ষানুরাগী মুকুল সামন্ত এবং আয়োজক কমিটির প্রধান রাজেন মুরমু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। উপস্থিত সকলে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। অনুষ্ঠান সফল ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আয়োজক কমিটির পক্ষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান রাজেন মুরমু।

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারতীয় সৈনিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নয়া জামানা, পুরুলিয়া. ঃ পেহেল গাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত ভারতীয়দের এবং অপারেশন সিঁদুরে নিহত হওয়া ভারতীয় সৈনিকদের শ্রদ্ধা জানাতে জেলা জুড়ে প্রতিটি ব্লকে ব্লকে মশাল মিছিলের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে। এদিন বান্দোয়ান শহরেও মোমবাতি মিছিল আয়োজিত হল বান্দোয়ান ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবারের সন্ধ্যায়। মিছিলে সকলের সঙ্গে হাঁটলেন পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বান্দোয়ান বিধানসভার বিধায়ক রাজীব লোচন সরেন, বান্দোয়ান ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জগদীশ মাহাতো পুরুলিয়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ প্রতিমা সরেন ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী তুলু চক্রবর্তীর, পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য কলেন্দ্রনাথ মান্ডি, বান্দোয়ান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিঙ্কু মাহাতো সহ তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত নেতা ও কর্মীরা। জেলা তৃণমূল সভাপতি জানান জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি ব্লক এলাকায় এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতীয় সেনাদের সম্মানে মিছিল তৃণমূলের

দেশের সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা রক্ষায় এবং শত্রু মোকাবিলায় ভারতীয় সেনা বাহিনী যে অভূতপূর্ব ও অসমসাহসিকতার ভূমিকা পালন করছেন, এতে সেনাদের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। স্থানীয় বিধায়ক, নেতা, মন্ত্রীরা এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন। সবং-এ বুড়াল বাজার থেকে মিছিল বেরিয়ে এক কিলোমিটার রাস্তা ঘোরে। নেতৃত্ব দেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা সবং-এর বিধায়ক ডাক্তার মানস ভুঁইয়া। এছাড়াও ওই মিছিলে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানী ভুঁইয়া, সবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আবু কালাম বক্স সহ আরো অনেকে। মেদিনীপুর শহরে তৃণমূলের মেদিনীপুর সংগঠনিক জেলা সভাপতি সুজয় হাজরার নেতৃত্বে মিছিল বের হয়। মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে মিছিল শেষ হয়।

শালবনির বিধায়ক তথা রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর নেতৃত্বে গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকের চন্দ্রকোনা রোডে মিছিল বের হয়। মিছিলে রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো সহ উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভারণী মাইতি সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্বরা। মিছিলে শয়ে শয়ে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পা মেলান। মিছিলের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের

পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও সামিল হয়েছিলেন। এছাড়াও গোয়ালতোড়, শালবনি সহ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার

প্রতিটি ব্লকে ও পৌরসভা

এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারতীয় সেনাদের সম্মান জানিয়ে মিছিলের আয়োজন করা হয়।

গাছতলায় চিকিৎসা নিচ্ছে প্রসূতিরা

নয়া জামানা, পুরুলিয়া. ঃগাছ তলায় হচ্ছে প্রসূতি মা এবং ছোট ছোট বাচ্চা দের চিকিৎসা। অথচ বিগত ছয় সাত মাস আগে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঝাঁ চকচকে বাড়ি নির্মিত হলেও এখনো খোলা হয়েনি।

গেটে ঝুলছে বড় তালা। বরাবাজার ব্লকের অন্তর্গত বাজড়া গ্রামে তৈরি হয়েছে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি, প্রায় ছমাস গত হওয়ার পরেও এখনো সেখানে শুরু হয়নি স্বাস্থ্য পরিষেবা।

আশা কর্মীরা গাছের তলায় বা কারো বাড়ির চালাতে ছোট ছোট বাচ্চাদের দিচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা, গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে সমস্যায় পড়ছে, সদ্য প্রসূতি মা এবং ছোট ছোট শিশুরা। বাজড়া গ্রামের বাসিন্দা সুধীর ঘাসী, দয়াময় সিংহ জানান, এলাকাবাসীর বহুদিনের দাবি ছিল এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রটির, গর্ভবতী মায়েরা বা ছোট ছোট শিশু নিয়ে প্রসূতি মায়েদের ৬ - ৭ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে চিকিৎসার জন্য যেতে হতো পুড়িয়ারা গ্রামে।

গ্রামের মানুষদের বহুদিনের দাবি পূরণ করতে নির্মিত হয় এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। বাড়ির নির্মিত হওয়ার প্রায় সাত মাস গত হলেও। এখনো পর্যন্ত তার তালা খোলেনি।

কি কারনে বন্ধ হয়ে রয়েছে তা জানা যায়নি। ভরা গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে প্রসূতি মায়েরা গাছ তলায় চিকিৎসা নিতে ভিড় জমাচ্ছেন।

বজ্রাঘাতে মৃত ১

নয়া জামানা, পুরুলিয়া. ঃমাছ ধরে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ বরাবাজার ব্লকের বড়রা গ্রামের অদূরে বেলাবাধা গ্রামে। নাম বীরভূম কৈবর্ত বয়স আনুমানিক ৪২ বছর বাড়ি বড়রা বেলাবাধা গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা যায় মাছ ধরার জন্য বিকেল বেলাতে পুকুরে গিয়েছিল সে, মেঘের অবস্থা ভালো না থাকায় বীরভূম পুকুর থেকে বাড়ি ফিরছিল সেই সময় আচমকা বজ্রবিদ্যুৎ শুরু হয়। বাড়ি ফেরার পথে বজ্রাঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বীরভূমের বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে, অবশেষে দেখতে পায় বীরভূম পুকুর পাড়ের মাঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে বরাবাজার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দেহটি ময়না তদন্তের জন্য পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় রবিবার।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী

ভরত বেরা, নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর. ঃমর্মান্তিক পথ দূর্ঘনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার অন্তর্গত পশ্চিমচক এলাকায় ।মৃতের নাম পরেশ দুয়ারী বয়স আনুমানিক ৭০ বছর ।মৃতের বাড়ী পিংলার মালিগেড়িয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর নাগাদ পিংলার পশ্চিমচক এলাকায় ওই ব্যাক্তি নতুন বাইক সার্ভিসিং করে একটি তেল পাম্প থেকে তেল ভরে পিংলার হান্দোল থেকে জলচকের দিকে যাচ্ছিল সেই সময় একটি লরি বাইকের পিছনে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে এবং ঘটনাস্থলেই লরির চাকায় পিষ্ট হন এই ব্যক্তি। দুর্ঘটনার পরেই স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পিংলা থানার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ।ইতিমধ্যেই দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মৃতের পরিবারে খবর দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পিংলা পুলিশ। আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় মৃতের পরিবারের শোকের ছায়া নেমেছে।

চন্ডিপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ১০

নয়া জামানা, পূর্ব মেদিনীপুর. ঃপূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডিপুরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ১ জনের আর গুরুতর আহত ১০ জন। জানা গেছে দীঘা গামী সরকারী স্টেট বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় ট্রাকের ড্রাইভারের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় বাসের ড্রাইভার সহ ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে ।গুরুতর জখম হওয়া ৬ জনকে তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে ও বাকিদের চন্ডীপুর এড়াশাল ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা চলছে। জানা যায় রবিবার সকাল দশটা নাগাদ ১১৬ বি জাতীয় সড়কে চন্ডিপুর থানার বৃন্দাবনপুরে দীঘামুখী একটি সরকারি বাস এবং নন্দকুমার মুখি একটি মাল বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। বাসটিতে ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। তারা কম বেশী আহত হয়ে চন্ডিপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভর্তি হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে চন্ডিপুর থানার অফিসার ইনচার্জ সহ পুলিশ কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে গুরুতর আহত ব্যক্তিদের তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করেছেন।

দেশের বীর সেনাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী জানিয়ে তৃণমূলের মিছিল

নয়া জামানা, বাঁকুড়া. ঃ 'দেশের বীর সেনাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী' জানিয়ে মিছিল তৃণমূলের। রবিবার বিকেলে জয়পুর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে রাজশোল মোড় থেকে জয়পুর ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত জাতীয় পতাকা হাতে এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিক, জয়পুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি কৌশিক বটব্যাল সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই কর্মসূচীকে ঘিরে তৃণমূল নেতা কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। জয়পুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি কৌশিক বটব্যাল বলেন, দলীয় নির্দেশেই এই মিছিল। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী বীর সেনাদের আমরা শ্রদ্ধা জানালাম। তাঁদের উদ্দেশ্য আমাদের বার্তা সারা রাজ্যের মানুষ আপনাদের পাশে আছে।

চলন্ত গাড়িতে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেল চালক

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ রাস্তায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো চলন্ত মারুতি গাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে বাঁচলেন চালক। ঘটনা বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার সিমলাপাল থেকে পাঁচমুড়া যাওয়ার লিংক রোড বাদাগেড়িয়া ও কৃষ্টপুর এলাকার মধ্যবর্তী শাল জঙ্গলের। অন্যান্য দিনের মতো আজ সকালে দুধ পরিবহনকারী এই গ্যাস সিলিন্ডার চালিত মারুতি গাড়িটি সিমলাপালের কড়াকানালি থেকে বাদাগেড়িয়া দিকে আসছিল। সেই সময়েই গ্যাসের গন্ধ পাওয়ায় চালক সতর্ক অবস্থায় গ্যাস সিলিন্ডার চেক করতে যায়। সেই সময়ই দাউ দাউ করে সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগে যায় গাড়িতে। এরপর চোখের নিমিষে গোটা গাড়িটি জ্বলতে শুরু করে।

রাস্তার মাঝখানে গাড়ি প্রায় একঘন্টারও উপর জ্বলতে থাকায় রাস্তার দুপাশ থেকে আসা লোকজন দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তার দুই ধারে ।যতক্ষণ আগুন জ্বলেছে ততক্ষণ যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল রাস্তায়। পরে খবর পেয়ে সিমলাপাল থানার পুলিশ ও তালডাংরা ফায়ার স্টেশন থেকে একটি একটি মেশিন ঘটনাস্থলে পৌচ্ছায় ঘটনাস্থলে। ততক্ষনে গাড়িটি প্রায় জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছে। গাড়িটির দুগ্ধ পরিবহনের গাড়ি থাকায় এই গাড়িটিতে কোন সওয়ারি ছিল না। ভাগ্যের জোরো বেঁচে যায় গাড়ি চালকও।

ক্ষত্রিয় সমাজ উন্নয়নে রাজপুত সংঘের বিশেষ বৈঠক

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ ক্ষত্রিয় সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাজ কল্যাণ সংঘে'র কার্যকরী সমিতির বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। রবিবার বাঁকুড়া-২ ব্লকের বিকনায় একটি বেসরকারী রিসর্টে এই সভায় ওই সংগঠনের কার্যকরী সমিতির সদস্যরা ছাড়াও রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাজের বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। 'রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাজ কল্যাণ সংঘে'র তরফে বলা হয়েছে, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে অমাদের। সেকথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরা জরুরী। একই সঙ্গে রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মানোন্নয়নের লক্ষ্যেও তাঁরা কাজ করে যাবেন বলে জানান।

ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৭ও ১৮ই মে ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে পিংলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সম্মানীয় ব্লক সভাপতি সেখ সবেরাতির উপস্থিতিতে ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা, ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায়, এবং শত্রু মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভূতপূর্ব ভুমিকা পালনের জন্য সেনাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পিংলায় মিছিল করলেন তৃণমূল সমর্থিত কর্মী ও এলাকাবাসী কে নিয়ে। এদিন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পিংলা ব্লক সভাপতি শেখ সবেরাতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিমাই সিং, মানিক খান প্রশান্ত চক্রবর্তী, সহ একাধিক কর্মীবৃন্দ ও নেতৃত্ব। এদিনের এই কর্মসূচিতে পায়ে পা মেলালেন পিংলা ব্লক সভাপতি শেখ সবেরাতি সহ একাধিক মহিলা সংগঠনের কর্মীবৃন্দ।

সাঁওতালি মাধ্যমে উত্তীর্ণ কৃতিদের সংবর্ধনা

মেদিনীপুর সদর ব্লকের 'শিরোমনি সিধু-কানু হুল দিবস উদ্যাপন কমিটি'-র উদ্যোগে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে সাঁওতালী মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হলো একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ফুলের তোড়া, স্মারক ও বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী দিয়ে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন খড়্গপুর গ্রামীণের বিধায়ক দীনেন রায়, শিক্ষক নেতৃত্ব, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার যুগ্ম-আহ্বায়ক রামজীবন মান্ডি, ডাঃ সায়নী টুড, ডাঃ সব্যসাচী হাঁসদা, ডাঃ খেরওয়াল সরেন অধ্যাপক গুরুপদ মুর্মু, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঝাবু সিং মুর্মু, অধ্যাপক বিপিন মুর্মু, শিক্ষানুরাগী মুকুল সামন্ত এবং আয়োজক কমিটির প্রধান রাজেন মুর্মু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। উপস্থিত সকলে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

দেবর্ষি নারদ সম্মানে সম্মানিত বর্ষীয়ান সাংবাদিক সুবল চন্দ্র

নয়া জামানা ডেস্ক.ঃ দেবর্ষি নারদ সার্থক জীবন সম্মান পেলেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও প্রবীণ লোকশিল্পী সুবল চন্দ্র গোপ।তিনি ইসলামপুর মহকুমার বাসিন্দা।সুবল চন্দ্র গোপ উত্তর দিনাজপুর জেলার নয়া জামানার বর্ষীয়ান সাংবাদিক।বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র উত্তর বঙ্গের পক্ষ থেকে রবিবার শিলিগুড়ির টি ট্রেডার্সে এক অনুষ্ঠান হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের চারজন প্রবীণ সাংবাদিককে সম্মাননা দেওয়া হয়।তারা বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও নেপালি ভাষায় কর্মরত ছিলেন।সুবল চন্দ্র গোপ ৭৬ বছর বয়সী।

তিনি ২৭ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বর্ষীয়ান সাংবাদিক।বাংলা ভাষায় তাঁকে দেবর্ষি নারদ সার্থক জীবন সম্মান দেওয়া হয়। সুবল বাবু জানান, এই সম্মান পেয়ে তিনি গর্বিত।তিনি ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের সকল সাংবাদিকদের ভালোবাসা পেয়েছেন।২০১৯ সালে ক্লাব থেকে একলব্য পুরস্কার পেয়েছিলেন।২০২২ সালে উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাব থেকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার পেয়েছেন। আজ তিনি দেবর্ষি নারদ সম্মাননা পেলেন। তিনি উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাবকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।আয়োজক কমিটির সমীর ঘোষ ও তপন কুমার মণ্ডল জানান, চারজন প্রবীণ সাংবাদিককে সম্মাননা দিতে পেরে তারা গর্বিত।

রক্তদান ও পরিবেশ বার্তায় করিমুল হক

নয়া জামানা , শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ির তরাই স্কুল প্রাঙ্গণে ‘ আমরা সবাই নতুন দিশা ‘ -র উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। রক্ত সংকট ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বার্তা নিয়ে এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী করিমুল হক। রক্ত যেমন মানুষের প্রাণ বাঁচায়, তেমনি গাছ বাঁচায় পরিবেশ;এই বার্তাকে সামনে রেখেই দাতাদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। সকালে শুরু হওয়া শিবিরে বহু মানুষ রক্তদান করেন। করিমুল হক বলেন, ‘এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতেই হয়, আমি আনন্দিত।’

ধূপগুড়িতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিরিয়ানি ! নজরে পুরসভা

নয়া জামানা,ধূপগুড়িঃ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে রান্না হচ্ছে বিরিয়ানি। দোকানগুলিতে নেই স্বাস্থ্যবিধির বালাই। খাবার হচ্ছে এঁটো বাসনের পাশে। ক্রেতারা বুঝতেই পারছেন না কী খাচ্ছেন। ধূপগুড়ি শহরের জলপাইগুড়ি রোডে একের পর এক গজিয়ে উঠছে বিরিয়ানি দোকান। রান্নার সময় ব্যবহার করা হচ্ছে মেয়াদহীন মশলা। কোথাও মাংস, আলু, ডিম রাখা হচ্ছে আঢাকা অবস্থায়। প্রশ্ন করতেই ব্যবসায়ীরা দিচ্ছেন নানা যুক্তি। মাঝেমধ্যেই পুরসভা অভিযান চালালেও ফের পুরনো অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে দোকানগুলি। কলেজছাত্রী পায়েল ঘোষ বলেন, বিরিয়ানি খেতে ভালো লাগে, কিন্তু দোকানগুলো খুবই অপরিচ্ছন্ন। পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিং বলেন, আমরা নজরদারি করছি। ফের অভিযান চালিয়ে আইন না মানা দোকানগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ির একটি বিরিয়ানি দোকানে মাংসে পোকা পাওয়ার ঘটনা সামনে আসে। ধূপগুড়িতেও পুরসভা কবে কড়া পদক্ষেপ নেয়, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

মালবাজারে শিশু বিক্রির ঘটনায় চাঞ্চল্য

সোমনাথ দত্ত, নয়া জামানা , মালবাজার. ঃ আবারও শিশু বিক্রির ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল মালবাজারে। শহরের বাজার রোড এলাকার এক হাট ব্যবসায়ীর কাছে মাত্র নয় হাজার টাকায় নিজের এক বছরের সন্তানকে বিক্রি করে দিলেন শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অনামিকা গুহ। তবে রাত পোহাতেই নাটকীয়ভাবে বদলে যায় ঘটনার মোড়। পুলিশের সহায়তায় ওই শিশুকে ফেরত নিতে হাজির হন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অনামিকা ও তার স্বামী রাজু গুহর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই দাম্পত্য কলহ চলছিল। বছর দুয়েক আগে অনামিকা মেটেলিতে বাবার বাড়িতে চলে গেলেও পরে ফের স্বামীর কাছে ফিরে আসেন। তাঁদের ঘর আলো করে জন্ম নেয় একটি পুত্র সন্তান। কিন্তু সেই সন্তানকেই শনিবার সকালে নিঃসন্তান এক দম্পতির হাতে তুলে দেন তিনি। অভিযোগ, অনামিকা ওই দম্পতিকে জানান, তিনি সন্তান লালনপালনে অক্ষম এবং তাঁর স্বামী মৃত। কিন্তু রাত গড়াতেই ঘটনার মোড় ঘুরে যায়। পুলিশের সহযোগিতায় তিনি ওই শিশুকে ফেরত চেয়ে হাজির হন বাজার রোডের সেই দম্পতির বাড়িতে। এরপর থেকেই গোটা শহরে শুরু হয় চাঞ্চল্য ও নানা জল্পনা। মালবাজার থানার পুলিশ অনামিকা ও শিশুটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদের পর শিশুটিকে সুরক্ষার স্বার্থে হোমে পাঠানো হয়েছে। অনামিকাকেও আদালতের নির্দেশে হোমে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, কয়েক সপ্তাহ আগেই শহরে ছয় মাসের শিশুকে বিক্রির চেষ্টা ও মারধরের অভিযোগে আরেকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছিল। রবিবারের ঘটনাটি সেই পুরনো ঘটনারই এক ভয়াবহ প্রতিফলন বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞার ছায়া, চ্যাংরাবান্ধা বন্দরে উদ্বেগ

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার .ঃবাংলাদেশ থেকে ভারতে পণ্য আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল কেন্দ্র। এর প্রভাব রবিবার সকাল থেকেই পড়েছে কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরে। চ্যাংরাবান্ধা দীর্ঘদিন ধরেই ভারত-বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। প্রতিদিন প্রায় ৯০টি ট্রাক বাংলাদেশ থেকে ভারতে এবং ভুটানে প্রবেশ করে এই বন্দরের মাধ্যমে। নতুন নির্দেশে সেই প্রবাহে বাধা পড়ছে। ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি চিন্তায় পড়েছেন বন্দরের শ্রমিকরাও। একজন ব্যবসায়ী বলেন, ‘আগে দেশ, তারপর বাণিজ্য। দেশের স্বার্থে যা ভালো, তাই মান্য করা উচিত। ‘ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীন বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এখন থেকে বাংলাদেশি রেডিমেড পোশাক শুধু কলকাতা ও মুম্বইয়ের নাভা শেভা বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা যাবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও স্থলবন্দর এই পণ্যের জন্য আর খোলা থাকছে না। শুধু রেডিমেড পোশাক নয়, নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে সুতির পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ফল, এবং প্লাস্টিক সামগ্রীর ওপরও। এই পণ্যগুলো অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরামের শুল্ককেন্দ্র দিয়ে ভারতে ঢুকতে পারবে না। তবে ভারত হয়ে ভুটান ও নেপালে এই পণ্যের রফতানি চলবে আগের মতোই। চ্যাংরাবান্ধা শুল্ক দপ্তরের এক কর্তা জানান, ‘ উর্ধ্বতন দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ীই আমরা কাজ করব।’ বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্ত ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যে নতুন জটিলতা তৈরি করতে পারে। ব্যবসার গতি থেমে গেলে সমস্যায় পড়বেন সীমান্ত এলাকার বহু মানুষ।

মহামায়া ক্লাবে দাবা প্রতিযোগিতা

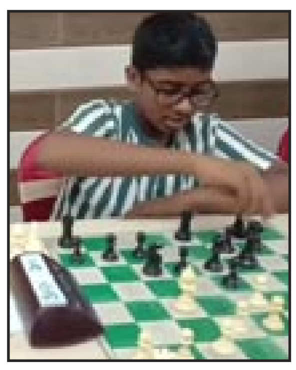

সজল দাশগুপ্ত, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি. ঃ বর্তমান প্রজন্মকে খেলাধুলায় আগ্রহী করতে মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাব এক দিবসীয় দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ৯, ১২ ও ১৫;এই তিন বিভাগে মোট ৯০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

শিলিগুড়ি ছাড়াও জলপাইগুড়ি ও আশপাশের এলাকা থেকেও অংশগ্রহণকারী আসে।

প্রত্যেক বিভাগের বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানায়, মোবাইলমুখী প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করতেই এই উদ্যোগ।

ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

ময়নাগুড়িতে ছেলেকে কোপ, শিশুকে ছুঁড়ে ফেলার অভিযোগে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,ময়নাগুড়িঃ ময়নাগুড়ির সাপটি বাড়ি এলাকায় ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় কোপ মারার অভিযোগ উঠেছে বাবার বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে পিসির বিরুদ্ধেও বাঁশ দিয়ে মারধরের অভিযোগ। এমনকি ৭ মাসের শিশুকে ছুঁড়ে ফেলার অভিযোগও উঠেছে। এই ঘটনায় দু’পক্ষের একাধিক ব্যক্তি আহত হন। আহত ছেলেসহ তার ভাই, মা ও শিশু জলপাইগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। পরে ছাড়া পেয়ে থানায় অভিযোগ জানান তারা। অন্যদিকে অভিযুক্ত বাবা সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সাত বছর আগে স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ ফিরে এসে আক্রমণ চালায়। আমার নাবালিকা মেয়েকেও কোপ মারা হয়েছে। আমরাও পাল্টা অভিযোগ করেছি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

লুপ পুলের রাস্তায় ফাটল, উদ্বেগে যাত্রীরা

নয়া জামানা, মালবাজার. ঃ ডুয়ার্সের মালবাজার ব্লকের বাগড়াকোট থেকে সিকিমমুখী ৭১৭এ জাতীয় সড়কে একাধিক জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে লুপ পুলের কাছাকাছি ফাটল নজরে আসায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এই রাস্তা দিয়ে বর্তমানে প্রচুর গাড়ি চলাচল করছে, কারণ সেবক হয়ে সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচলে বিধিনিষেধ জারি রয়েছে। শনিবারও সেবক রুটে গাড়ি চলেনি। ফলে নতুন লুপ পুল রুট হয়ে বিকল্পভাবে কালিঝোড়া, কালিম্পং ও সিকিমের দিকে গাড়ি গেছে। এই অবস্থায় ৭১৭এ রাস্তায় ফাটলের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে, যা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ দেখা দেয়। তবে নির্মাণকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাস্তার নির্মাণ এখনও শেষ হয়নি।

সংস্থার প্রজেক্ট ম্যানেজার আমানুল্লাহ খান জানান, এই প্রকল্পের কাজ এখনও চলছে। রাস্তা তৈরি করে সরকারকে হস্তান্তর করা হয়নি। যেকোনও ফাটল বা ধস মেরামত করে দেওয়া হবে। স্থানীয় প্রশাসনও জানিয়েছে, বিষয়টি তেমন উদ্বেগের নয়। কালিম্পং-১ ব্লকের পারবিংটার গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন এলাকায় এই ফাটল দেখা গেছে। প্রধান রবিন সুব্বা বলেন, নতুন রাস্তা নির্মাণে সাময়িকভাবে কিছু বসে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে, পাহাড়ি অঞ্চলে নির্মাণাধীন রাস্তায় এ ধরনের সমস্যা মাঝেমধ্যেই দেখা যায়। তবে বর্ষা যত এগিয়ে আসছে, পাহাড়ি রাস্তাগুলির স্থায়িত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মিছিল কালিয়াচকে

মিজানুর রহমান, কালিয়াচক. ঃ ঃসিন্দুর অপারেশনে ভারতীয় সেনার সাফল্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মিছিল হল রবিবার। কালিয়াচক হাইস্কুল ময়দান থেকে চৌরঙ্গী মোড় পর্যন্ত এই পদযাত্রা হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি সারিউল শেখ, জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুর রহমান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সারিউল শেখ জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই মিছিল। সেনাবাহিনীর সাফল্যে আমরা গর্বিত, তাই তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে এই আয়োজন।

জয়গাঁয় আগুনে পুড়ল দোকান, মৃত ১

অভিজিৎ চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার .ঃ ভারত-ভুটান সীমান্তের জয়গাঁর ছোট মেচিয়া বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি মুদি দোকান। আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে দোকান মালিকের ১৮ বছর বয়সী বিশেষভাবে সক্ষম নাতি গৌরব ছেত্রীর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন লাগার পর প্রতিবেশীরা বালতিতে জল এনে আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং গৌরবকে উদ্ধার করে প্রথমে লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

দমকলের একটি ইঞ্জিন প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

তবে দোকান ও সংলগ্ন ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

প্রয়াত ফালাকাটার তৃণমূল নেতা আব্দুল মান্নান

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটা .ঃপ্রয়াত হলেন ফালাকাটার তৃণমূল নেতা আব্দুল মান্নান । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পাশাপাশি ফালাকাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি দলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্বও সামলেছেন। এলাকার একজন জনপ্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ফালাকাটা শহরের সুভাষ পল্লীর বাসিন্দা আব্দুল মান্নান কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। প্রায় সপ্তাহখানেক আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শনিবার গভীর রাতে ফালাকাটার একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফালাকাটার বিভিন্ন মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিন তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে প্রয়াত নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। তার মৃত্যুতে তৃণমূল ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, মান্নানদার মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

ফালাকাটায় তৃণমূল শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে কুপ্রস্তাবের অভিযোগ

নয়া জামানা, ফালাকাটাঃ ফালাকাটার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়া এক মহিলাকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে ফালাকাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী মহিলা। অভিযোগ, বিবেকানন্দ পল্লীর বাসিন্দা ওই শিক্ষক তার বাড়ির ভাড়াটিয়া মহিলাকে কুপ্রস্তাব দেন। অভিযোগকারী জানান, তিনি কন্যাসন্তানসহ বেশ কিছুদিন ধরে ওই বাড়িতে ভাড়া থাকেন। সম্প্রতি তাকে কুপ্রস্তাব দেওয়া হয়। তাতে সাড়া না দেওয়ায় চাপ সৃষ্টি করতে থাকে । মহিলার অভিযোগ, সময়সীমার আগেই বাড়ি ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়। ক্রমাগত হেনস্থার শিকার হয়ে তিনি শেষমেশ পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযুক্ত শিক্ষকের স্ত্রী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘ওই মহিলার চালচলন ঠিক নয়। তাই আমরা তাকে বাড়ি ছাড়তে বলেছি। রাগে মিথ্যে অভিযোগ এনেছে।’ অভিযুক্ত শিক্ষকও দাবি করেন, অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য জানান, লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে।

ময়নাগুড়িতে ট্রাফিক পুলিশের তল্লাশি অভিযান

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুডিঃ রবিবার ময়নাগুড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন জাতীয় সড়কে রুটিন তল্লাশি চালানো হয়। ছোট চার চাকার গাড়ি ও মোটরসাইকেলগুলির কাগজপত্র, হেলমেট এবং সিটবেল্ট পরীক্ষা করা হয়।

মোটরসাইকেল চালকদের হেলমেট ও বৈধ কাগজপত্র, এবং গাড়িচালকদের সিটবেল্ট ব্যবহারের উপর জোর দেন পুলিশকর্মীরা। পাশাপাশি, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানোর জন্যও সতর্ক করা হয়। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানানো হয়। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ এবং ডিএসপি শান্তিনাথ পাজা।

হেলাপাকরিতে সারা ভারত কৃষক সভার ৩১ তম সম্মেলন

নয়া জামানা , ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির হেলাপাকরি সিপিএম কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত হলো সারা ভারত কৃষক সভার ৩১তম সম্মেলন।

কৃষকদের ওপর অবহেলা ও দুশ্চিন্তার আবহে, সংগঠনকে মজবুত করে অধিকার আদায়ের বার্তা দেওয়া হয় এই সম্মেলন থেকে। পদমতি দুইয়ের কৃষক সভার সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র সেন জানান, সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষক সভার পদমতি দুই অঞ্চল সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বলেন, পেট্রোল-ডিজেল ও প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জেরে কৃষকরা চরম সমস্যায় পড়ছেন। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগঠনের আন্দোলন চলবে। সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা কৃষকদের দুর্দশা ও সমাধানের প্রস্তাব নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

জেল খেটেছি, তবু তৃণমূল ছাড়িনি;বিস্ফোরক অনুব্রত

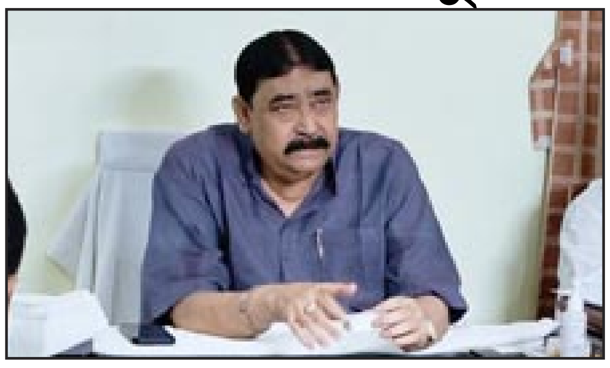

রূম্পা দাস, নয়া জামানা, বোলপুর .ঃবীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় রদবদলের পর রবিবার প্রথমবার প্রকাশ্যে মুখ খুললেন অনুব্রত মণ্ডল। বোলপুরে দলের কোর কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অনুব্রত স্পষ্ট জানালেন, পদের লোভ তাঁর কোনোদিনই ছিল না, তিনি মানুষের পাশে থেকে রাজনীতি করতে চান। সম্প্রতি তাঁকে জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে ৯ সদস্যের কোর কমিটি গঠন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতেই নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করলেন তিনি। অনুব্রত বলেন, , 'পদ না পেলে আমার অম্বল হবে না। দিদি আমায় অনেক আগেই বলেছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ করার কথা। আমি চাইলে অনেক আগেই এমপি, এমএলএ, এমনকি মন্ত্রীও হতে পারতাম। কিন্তু পদের লোভ আমার কোনও দিনই ছিল না। ' তিনি আরও বলেন, 'জেল খে টেছি, কিন্তু অন্য দলে যাইনি। যদি অন্য দলে যেতাম, তাহলে জেলে যেতে হতো না। তবু আমি থেকেছি তৃণমূলের সঙ্গে, দিদির সঙ্গে। মানুষের পাশে থাকাই আমার রাজনীতি।' এই মন্তব্যে জেলাজুড়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। সংগঠনে রদবদলের মধ্যেও নিজের প্রভাব ও অবস্থান স্পষ্ট রেখে দলেই সক্রিয় থাকতে চাইছেন তিনি; এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

সেনা জওয়ানদের সম্মানে তৃণমূলের মিছিল রঘুনাথগঞ্জে

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর. ঃ রাজ্য মন্ত্রিসভার নির্দেশে শহিদ সেনা জওয়ানদের সম্মান জানাতে রবিবার রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামানের নেতৃত্বে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ এই মিছিলে অংশ নেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ। নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেনা জওয়ানদের আত্মবলিদান ও সাহসিকতাকে সম্মান জানাতে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মিছিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই রঘুনাথগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় এই মিছিল। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আখরুজ্জামান, তৃণমূল ব্লক সভাপতি ইউসুফ সেখ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোমেনা খাতুন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। পথসভা দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়। এলাকার বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

মাঠে ফের অনুব্রত, দলে শৃঙ্খলার হুঁশিয়ারি

নয়া জামানা , বোলপুর. ঃদেড় মাস পর ফের সক্রিয় হল বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার বোলপুরে জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে কোর কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।রাজ্যজুড়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সংগঠনে রদবদলের পর এই প্রথম বৈঠকে মিলিত হলেন জেলার নেতৃত্ব । বৈঠক পরিচালনা করেন কোর কমিটির চেয়ারম্যান ও রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অসিত মাল, বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, কাজল সেখ, অনুব্রত মণ্ডল এবং সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও বৈঠক শুরু হওয়ার পর সুদীপ্তবাবু অন্য কাজে চলে যান। সাংসদ শতাব্দি রায় ও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বিশেষ সরকারি কাজে অনুপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘদিন পর কাজল সেখ ও অনুব্রত মণ্ডলকে মুখোমুখি বৈঠকে দেখা যায়। কাজল সেখ জানান, আগামী নির্বাচনে বীরভূমের ১১টি বিধানসভা আসনে তৃণমূল জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। সম্প্রতি জেলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলকে। তবুও তিনি এখনো দলের

কাজে সক্রিয় রয়েছেন, যা এই বৈঠকেও স্পষ্ট হয়েছে। জেলা সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব এখন ৯ সদস্য বিশিষ্ট কোর কমিটির হাতে। ৪০ মিনিটের বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়; প্রথমত, অনুব্রত মণ্ডলের উদ্যোগে বোলপুর, সিউড়ি ও রামপুরহাটে ২৫, ২৬ ও ২৭ মে মেঘা মিছিলের আয়োজন করা হবে। প্রত্যেক মিছিলে লক্ষাধিক কর্মী অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক মাধ্যমে গোষ্ঠী রাজনীতি নিয়ে বিভ্রান্তিকর বা দলবিরোধী পোস্ট হলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলের শৃঙ্খলা ভাঙলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

তৃতীয়ত, পরবর্তী কোর কমিটির বৈঠক ১৪ জুন সিউড়ি ও ২৮ জুন রামপুরহাটে হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, জেলা নেতৃত্বে পরিবর্তন হলেও অনুব্রত মণ্ডলের প্রভাব কতটা থাকবে তা এখন দেখ ার বিষয়। দলের পক্ষ থেকে শৃঙ্খলা ও ঐক্যের প্রতি কঠোর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

বীরভূমে কোর কমিটিতে আস্থা, মিষ্টি মুখ কীর্ণাহারে

নয়া জামানা, কীর্ণাহার. ঃ বোলপুরে কোর কমিটির বৈঠক চলাকালীন কীর্ণাহার বাসস্ট্যান্ডে কাজল শেখের অনুগামীদের উদ্যোগে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখের ঘনিষ্ঠরা এই আনন্দের আয়োজন করেন। নানুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিইউসি সভাপতি গোলাপ শেখ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কাজল শেখ জেলা সভাপতির পরিবর্তে কোর কমিটির মাধ্যমে সংগঠন চালানোর দাবি জানিয়ে আসছিলেন। নতুন সিদ্ধান্তে তারা খুশি এবং বিশ্বাস করেন দল আরও শক্তিশালী হবে।

অনুব্রত মণ্ডল জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও এখনো দলের কাজে সক্রিয় রয়েছেন। ৯ সদস্যের কোর কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় নেতৃত্ব মনে করে, এই কাঠামো সংগঠনে ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবে।

কোর কমিটির মাধ্যমে সম্মিলিত নেতৃত্ব গড়ে ওঠার আশা প্রকাশ করছেন রাজনৈতিক মহল। এই পরিবর্তনের উচ্ছ্বাসে কীর্ণাহারে মিষ্টি বিতরণে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে

পুলিশের উদ্যোগে বাড়ি ফিরলেন ৭৫ বছরের বৃদ্ধা

মুক্ত দাস, নয়া জামানা, হরিহরপাড়া .ঃহরিহরপাড়া থানার পুলিশের মানবিক উদ্যোগে বাড়ি ফিরলেন ৭৫ বছরের বৃদ্ধা চিন্তামণি রাজমাল। শনিবার দুপুরে বারুইপাড়া স্কুল মোড় এলাকায় তাঁকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সন্ধ্যা পর্যন্ত এলাকাতেই অচেনাভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে স্থানীয়রা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু তিনি নিজের নাম, পরিচয় বা বাড়ির ঠিকানা কিছুই স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। এরপর স্থানীয়রা হরিহরপাড়া থানায় খবর দিলে, রাত ন'টা নাগাদ পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এএসআই মোহাম্মদ রেজাউল্লা বৃদ্ধার যত্ন নেন ও ধৈর্য ধরে কথা বলে তথ্য জানার চেষ্টা করেন। কথাবার্তার মধ্যে ক্ষ্মবিডিও অফিসক্ষ্ম শব্দটি উঠে আসায় পুলিশের সন্দেহ হয় এবং তাঁরা বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় খোঁজ শুরু করেন। অবশেষে জানা যায়, বৃদ্ধার নাম চিন্তামণি রাজমাল, এবং তাঁর বাড়ি বিডিও অফিসের পাশেই। রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর মেয়ে কল্পনা মাল পাহাড়িয়া থানায় এসে মাকে শনাক্ত করেন।

এরপর পুলিশ বৃদ্ধাকে পরিবারের হাতে তুলে দেয়। পুলিশের এই আন্তরিকতা ও মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন এলাকাবাসী।

রক্তদান শিবির

কালীগঞ্জ , নয়া জামানা. ঃ নদীয়ার কালীগঞ্জ ব্লকের পলাশী এলাকায় কালীগঞ্জ মোড় ব্যবসায়ী বৃন্দের রক্তদান করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অঞ্জন চৌধুরী , কালীগঞ্জ

পরিচালনায় ইমারজেন্সি ব্লাড সার্ভিসের সহযোগিতায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরে ১১৯ জন রক্তদাতা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সঞ্জয় রায় , পলাশী মীরা ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ইবাদুর রহমান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ।

স্বস্তির বৃষ্টিতে পাট চাষে গতি

মুক্ত দাস, নয়া জামানা, হরিহরপাড়া ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর স্বস্তির বৃষ্টি মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে ।জেলার পাট চাষিদের জমিতে সার প্রয়োগ করতে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল । মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল পাট। জেলার প্রায় দেড় লক্ষ হেক্টর জমিতে এবছর পাট চাষ হয়েছে। এর আগে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও শনিবার বিকেলে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে জেলা জুড়ে। রবিবার বিকেলে হরিহরপাড়া, নওদা সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকে পাটের জমিগুলোতে একই চিত্র দেখা গেল। সালাম শেখ নামে হরিহর পাড়ার এক চাষী বলেন, ' আমরা পাটের জমির

আগাছা পরিষ্কারের কাজ শেষ করে অপেক্ষায় ছিলাম ভারী বৃষ্টিপাতের। শনিবার বিকেলে বেশ ভালই বৃষ্টি হয়েছে, সার প্রয়োগে এটাই মোক্ষম সময় তাই আমরা প্রায় সকলেই আজ পাটের জমিতে সার দিলাম '।

বিদ্যালয়ে রজতজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

সমীরণ ভট্টাচার্য, নয়া জামানা , কালীগঞ্জ. ঃ নদিয়ার কালীগঞ্জ ব্লকের পলাশী মীরা বাজার গিরিধারী স্মৃতি মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি বিকাশ কুণ্ডু। প্রকাশিত হয়

সরস্বতী শিশু মন্দিরে রজতজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করা হল। সকালে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীদের অংশগ্রহণে প্রভাতফেরির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রভাতফেরিটি পলাশী মীরা বাজার এলাকা পরিক্রমা করে। পরবর্তী পর্বে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও উদ্বোধনী সংগীতের একটি স্মরণিকাও।

দিনব্যাপী নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রাক্তনীদের অংশগ্রহণে নানা পরিবেশনা ও আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল।

উপস্থিত ছিলেন সুবলচন্দ্র সরকার, দীনেশচন্দ্র সাহা, কমল কুমার বারুড়ী, উৎপল কান্তি গুপ্ত-সহ বহু বিশিষ্টজন ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ।

রক্তদানে সেঞ্চুরি নবদ্বীপের মানসের

দেবব্রত মালাকার , নয়া জামানা, নবদ্বীপ. ঃ চায়ের কেটলিতে ধোঁয়া উঠছে । গ্রাহকদের ভিড় লেগেই আছে। কিন্তু এই সাধারণ চায়ের কেটলির ধোঁয়ার আড়ালে লুকিয়ে এক অসাধারণ গল্প;একজন মানুষ, যিনি নিজের শরীর থেকে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছেন শত শত প্রাণ। ৫৮ বছর বয়সী মানস রায় সম্প্রতি পার করলেন রক্তদানের সেঞ্চুরি। মাত্র ১৮ বছর বয়সে প্রথম রক্তদানের অভিজ্ঞতা। তারপর থেকেই রক্তদান যেন জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। মানসবাবু বলেন, তরক্ত না দিলে শরীর ভারি লাগে, যেন কিছু একটা বাকি থেকে যাচ্ছে।দ কথাগুলো বলতে বলতে চোখে-মুখে ফুটে উঠল আত্মতৃপ্তি। কখনও গান শেখ ানো, কখনও পারিবারিক ব্লাউজ তৈরির ব্যবসা;জীবনের নানা পর্বে নানা পেশা পেরিয়ে এসেছেন মানস রায়। এক সময় পারিবারিক কারণে চলে যেতে হয় মহারাষ্ট্র, গুজরাটে। সেখানেও রক্তদানের অভ্যাস থেমে থাকেনি। তবে প্রকৃত জায়গা ছিল নবদ্বীপই। ফিরে এসেছেন নিজের শহরে, আবার শুরু হয়েছে চেনা জীবন।

কিন্তু ২০২০ সালের লকডাউন সব ওলটপালট করে দেয়। বন্ধ হয়ে যায় গান শেখানো, ব্যবসা। সংসার চালাতে হাতে তুলে নেন চায়ের কেটলি। আজ নবদ্বীপ বাজারে চা বিক্রেতা হিসেবেই বেশি পরিচিত তিনি। তবু যেটা একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি, সেটা হল রক্তদান। তঅদি কেউ ফোন করে জানায়, ওর রক্ত দরকার, সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যাই, দ বলেন মানসবাবু। অভাব-অনটনের সংসার, মেয়ে পড়ে নবম শ্রেণিতে;তবুও এই মানুষটির উৎসাহে এতটুকু খামতি নেই। ডা. অরূপ বিশ্বাস বলেন, তমানসবাবুকে বহু বছর ধরে দেখছি। যেকোনও রক্তদান শিবিরেই তিনি আগে আসেন।

কখনও না করেননি।দ রক্তদানের সংখ্যা এখন ১০০ ছাড়িয়েছে। কিন্তু মানসবাবুর ভাষায়, তঞ তো শুধু সংখ্যা নয়। প্রতিটা রক্তদানে একটা প্রাণ জুড়ে যায়। তাতেই তো শান্তি।দ এই মানুষদের জন্যই সমাজ এখনও এতটা উষ্ণ, এতটা মানবিক।

২০ হাজারের জন্য অপরহণ , গ্রেফতার ১

নয়া জামানা, সাগরপাড়া, মুর্শিদাবাদ .ঃমাত্র কুড়ি হাজার টাকার লেনদেনের জেরে রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর অপহরণ কাণ্ডে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সাগরপাড়া। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ মাহাতাব কলোনির বাসিন্দা আনিসুর মন্ডলকে পোল্লাগাড়ি এলাকায় মাঠে যাওয়ার সময় জোর করে তুলে নিয়ে যায় স্থানীয় কয়েকজন। ঘটনার পরই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তাঁর পরিবার। দ্রুত অভিযোগ দায়ের করা হয় সাগরপাড়া থানায়। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ সক্রিয়ভাবে তদন্ত শুরু করে। জানা গেছে, অপহরণের পর আনিসুরকে সীমান্তবর্তী খয়েরতলা ও আবু তাহের পাড়া এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তাঁর উপর চালানো হয় মারধর। অপহরণকারীরা একাধিকবার অবস্থান বদল করলেও পুলিশের নজরদারিতে শেষ পর্যন্ত দুপুর বারোটার সময় আনিসুরকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ঘটনার পর এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশ আশ্বস্ত করেছে, খুব দ্রুত বাকিদেরও আইনের আওতায় আনা হবে। এই অপহরণকাণ্ডে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

যদিও পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় স্বস্তি ফিরেছে পরিবারে, তবে এলাকাবাসীরা চাইছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আরও কঠোর নজরদারি।

স্কুলে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর .ঃমুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের সেখ ালিপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ৬৭ নম্বর পুঠিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে দোতলা ভবন নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে।

স্থানীয়রা জানান, দেওয়াল কাঁথনি ও ছাদের ঢালাইয়ে মাটি মিশ্রিত বালি এবং নিম্নমানের সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মোস্তফা সেখের অভিযোগ, সিডিউল ছাড়াই চলছে কাজ, ছাদে চিপিং ছাড়াই প্লাস্টারও হচ্ছে। ব্লক প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এতে ভবনের গুণগত মান নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

ডোমকলে সাম্পান-এর বর্ষপূর্তিতে মিলনমেলা

নয়া জামানা, ডোমকল ঃ মুর্শিদাবাদ প্রখর গ্রীষ্মেও সাহিত্যের আবেগে ভরপুর এক বিকেল উপহার দিল ডোমকল। বর্ষপূর্তি সংখ্যা প্রকাশ ও সাহিত্যিক সংবর্ধনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হল জনপ্রিয় সাহিত্যপত্রিকা সাম্পান-এর এক বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক রাশিদুল বিশ্বাসের স্বাগত ভাষণে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কথাসাহিত্যিক সাইদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয়ন্ত দে। সম্পাদক বিভাস বিশ্বাস ' সাম্পান ' এর এক বছরের যাত্রা ও ভবিষ্যৎ ভাবনা তুলে ধরেন। বিশেষ প্রবন্ধ পাঠ করেন শিক্ষাবিদ মাসুদ আলম ও কথাসাহিত্যিক সৌরভ হোসেন। কবি রেজাউল করিম, কালাম শেখ, খন্দকার ওমর ফারুক, খোদাবক্স

মন্ডল সহ একাধিক কবি কবিতা পাঠে অংশ নেন। সংগীত পরিবেশন করেন প্রিয়া লাহিড়ি, রীতম বিশ্বাস ও নাফসা আজমী। অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক জয়ন্ত দে-কে সম্মাননা প্রদান করা হয়। স্থানীয় সাহিত্যানুরাগীদের এই অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানটি।

পাকিস্তানে নিহত শীর্ষ লশকর কমান্ডার ! ভারতে পাঁচ বছরে তিনটি বড় নাশকতায় ‘মূলচক্রী’ ছিল পাক জঙ্গিগোষ্ঠীর নেতা

পাকিস্তানে নিহত লশকর-এ-ত্যায়বার অন্যতম শীর্ষ নেতা রাজাউল্লাহ নিজামনি ওরফে আবু সইফুল্লা ওরফে সইফুল্লা খালিদ। রবিবার পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই জঙ্গিনেতার। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, সিন্ধ প্রদেশের মাটলি ফালকারা চকের কাছে একদল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি গুলি করে হত্যা করেছে তাকে। পাকিস্তানের সরকারের তরফে নিরাপত্তা দেওয়া হত লশকরের ওই শীর্ষ নেতাকে। রবিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরোনোর পরে একটি রাস্তার মোড়ে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে খবর। ভারতে একাধিক জঙ্গি নাশকতার মূলচক্রী হিসাবে এই লশকর নেতার নাম উঠে এসেছে। ২০০১ সালে উত্তরপ্রদেশের রামপুরে আধাসেনা বাহিনীর ছাউনিতে হামলা, ২০০৫ সালে বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে হামলা এভং ২০০৬ সালে নাগপুরে আরএসএস-এর সদর দফতরে হামলায় অন্যতম মূলচক্রী হিসাবে সইফুল্লার নাম উঠে এসেছিল। লশকর জঙ্গিগোষ্ঠীর অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার সইফুল্লা নাম ভাঁড়িয়ে ‘বিনোদ কুমার’ পরিচয়ে দীর্ঘদিন নেপালে বাস করেছে। গোয়েন্দাদের সন্দেহ, নেপালে বসেই লশকরের জঙ্গি কার্যকলাপ পরিচালনা করত সইফুল্লা। সম্প্রতি, পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের বাদিন জেলার মাতলিতে থাকতে শুরু করে সে। লশকর ছাড়াও তাদের অন্যতম অন্যতম শাখা সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়ার হয়েও জঙ্গি কার্যকলাপথ

পরিচালনা করত সইফুল্লা। আত্মগোপন করতে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করত লশকরের এই জঙ্গিনেতা। সইফুল্লা, বিনোদ ছাড়াও মহম্মদ সেলিম, খালিদ, বনিয়াল, ওয়াজিদ, সেলিম ভাই; এমন বিভিন্ন নামে পরিচিতি ছিল তার। মূলত লশকরের হয়ে অর্থ সংগ্রহ এবং নতুন জঙ্গি নিয়োগের দায়িত্ব ছিল সইফুল্লার উপর। সম্প্রতি, পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডে লশকরের ছায়া সংগঠন ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’ বা টিআরএফ-এর নাম উঠে আসে। বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের অন্যতম চক্রী হিসাবে সইফুল্লা কাসুরি ওরফে খালিদ নামে এক জঙ্গিনেতার নাম উঠে এসেছিল।

যদিও সরকারি ভাবে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। ওই জঙ্গিনেতাও লশকরের অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার। তবে রবিবার পাকিস্তানে নিহত জঙ্গিনেতা পহেলগাঁও কাণ্ডের পর আলোচনায় উঠে আসা লশকর কমান্ডার সইফুল্লা কাসুরি নয়।

গাজায় মৃত প্রাক্তন হামাস প্রধানের ভাই ? গুঞ্জনের মাঝে দোহায় শান্তি বৈঠকে জটিলতা তৈরির আশঙ্কা

গাজায় আরও বেশি করে সামরিক অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি বাহিনী। শনিবার রাত থেকে আকাশপথে ইজরায়েলি হানায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এরই মধ্যে ইজরায়েল এবং আরবের সংবাদমাধ্যমগুলি দাবি করছে, সামরিক হানায় হামাসের শীর্ষ নেতা মহম্মদ সিনওয়ারের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে ! যদিও সরকারি ভাবে কোনও পক্ষই এখনও পর্যন্ত কিছু ঘোষণা করেনি। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সিনওয়ারের মৃত্যু হামাস স্বীকারও করেনি। আবার অস্বীকারও করেনি। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। সিনওয়ার প্যালেস্টাইনপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের প্রাক্তন প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারের ছোট ভাই। ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পরে ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী ইজরায়েল কাট্‌ জ নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, গাজায় ইজরায়েলি বাহিনীর সেই সাফল্যের কথা। তবে এ ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। সিনওয়ারের মৃত্যু ঘিরে গুঞ্জনের মাঝে ইজরায়েল এবং হামাস গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি আলোচনা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গত শনিবার থেকেই কাতারের রাজধানী দোহায় দু’পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সিনওয়ারের মৃত্যু ঘিরে গুঞ্জন দু’পক্ষের শান্তি বৈঠককে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

রয়টার্স অনুসারে এর আগে প্রাক্তন হামাস প্রধানের অপর ভাই জাকারিয়া আল-সিনওয়ারের মৃত্যুর খবর ছড়িয়েছিল। পরে জানা যায়, তিনি গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। প্রাথমিক ভাবে মৃত বলে ধরে নিয়ে জাকারিয়া এবং তাঁর তিন সন্তানকে গাজার হাসপাতালের মর্গে নিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে চিকিৎসকেরা বুঝতে পারেন জাকারিয়া জীবিত এবং তখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন।বস্তুত, হামাস নেতা ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পরে গাজা ভূখণ্ডে হামাস গোষ্ঠীর অন্যতম প্রথম সারির নেতা হয়ে ওঠেন তাঁর ছোট ভাই। তবে তাঁর মৃত্যু ঘিরে গুঞ্জন ছড়ানোর পরে হামাস বা ইজরায়েল কোনও পক্ষই সরকারি ভাবে কোনও ঘোষণা না-করায় ধোঁয়াশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদমাধ্যম ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইজরায়েলি পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে প্রাক্তন

হামাস প্রধানের ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কাট্‌ জ। গাজার খান ইউনিস শহরে এক অভিযানে সিনওয়ারের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে ওই প্রতিবেদনে।

রাজ্যপাল ইস্যুতে রাষ্ট্রপতির সক্রিয়তা, সমর্থন চেয়ে মমতা-সহ ৮ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি ক্ষুব্ধ স্ট্যালিনের

রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে সুপ্রিম নির্দেশের পালটা ১৪টি প্রশ্ন ছুড়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই ঘটনায় দেশের সাংবিধানিক ক্ষেত্রে উঁকি দিয়েছে বেনজির সংঘাতের সিঁদুরে মেঘ। পরিস্থিতি অনুধাবন করে এবার সতর্ক হয়ে উঠলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত বর্তমানে মোড় ঘুরে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রিম কোর্টকে। এই অবস্থায় অবিজেপি রাজ্যগুলির সমর্থন আদায়ে দেশের ৮ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন স্ট্যালিন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি কর্নাটক, তেলঙ্গানা, কেরল, ঝাড়খণ্ড-সহ ৮ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে স্ট্যালিনের অভিযোগ, দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ব্যবস্থায় আঘাত করার চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে সকলকে একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা দেন স্ট্যালিন। তিনি লিখেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টকে ১৪টি প্রশ্ন করেছেন। এর নেপথ্যে কোনও রাজ্য বা রায়ের উল্লেখ না করলেও এটা স্পষ্ট যে তামিলনাড়ুর সরকার বনাম রাজ্যপাল মামলায় সুপ্রিম পর্যবেক্ষন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এরপরই স্ট্যালিন লেখেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সুপ্রিম রায় শুধু তামিলনাড়ুর জন্য নয় সব রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে সমস্যায় ফেলতে রাজ্যপালকে ব্যবহার করছে। অন্যায়ভাবে তাঁরা বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল আটকে রাখছে। এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষা করতে সুপ্রিম কোর্ট সঠিক রায় দিয়েছে। এবার রাষ্ট্রপতিকে ব্যবহার করে সেই রায়ে হস্তক্ষেপের কৌশল নিয়েছে বিজেপি।

এই পরিস্থিতিতে অবিজেপি রাজ্যগুলির কাছে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ, ‘আমি এর আগেও সমস্ত অ-বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকার এবং আঞ্চলিক দলগুলির নেতাদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আইনি লড়াই লড়ার জন্য। এখন আমি ব্যক্তিগতভাবে সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করার। পাশাপাশি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো রক্ষা করার জন্য একজোট হয়ে লড়াইয়ে নামার অনুরোধ করছি।’উল্লেখ্য, এই বিতর্কের সূত্রপাত গত মাসে। সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয়, আইনসভায় পাশ করা কোনও বিল রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি কেউই অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখতে পারেন না। ওই বিল নিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁদের। কিন্তু সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, শীর্ষ আদালত ‘

সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে’ আইনের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিশেষ রায় দিতেই পারে। এ ক্ষেত্রেও তেমনটাই করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ ক্ষমতাকে কি রাজ্যগুলি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে

ব্যবহার করছে? কোনও রাজ্যপালের সিদ্ধান্তে কি আদৌ বিচারবিভাগ হস্তক্ষেপ করতে পারে? রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কি সুপ্রিম রায়ে খর্ব হচ্ছে না?

রাগ পড়ল পিসির ! ভাইপো আকাশকে বিএসপির জাতীয় সমন্বয়ক করলেন মায়াবতী

মাত্র ৪০ দিনের ব্যবধানে আকাশে মন গলল বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) প্রধান মায়াবতীর। ভাইপো আকাশ আনন্দকে শুধু দলে ফেরানো নয়, আবার বিএসপি জাতীয় সমন্বয়কের পদে ফেরানো হল। রবিবার দিল্লিতে দলীয় কার্যালয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, উত্তরপ্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে মায়াবতীর ভাইপোকে। আকাশের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে গত ২ মার্চ দলের সমস্ত রকম দায়িত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন বহেনজি। জানা যায়, আকাশের উপর এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মায়াবতী যে এর পরদিনই তিনি দল থেকে বহিষ্কার করেন ভাইপোকে। এই পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়ে গত ১৩ এপ্রিল প্রকাশ্যে ক্ষমা চান আকাশ। জানা যাচ্ছে, ভাইপো ক্ষমা চাওয়ার পর মন গলে পিসির। যদিও সতর্কবার্তা দিয়ে দেন, আগামী দিনে যেন কারও কথায় প্রভাবিত না হন আকাশ। এর পরই শোনা যাচ্ছিল আকাশকে ফের দলের দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হবে। সেইমতো রবিবার দিল্লিতে জাতীয় স্তরের বৈঠকের পর জানিয়ে দেওয়া হয় আকাশকে ফের বিএসপির মুখ্য জাতীয় সমন্বয়ক করা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও তিন জনকে জাতীয় সমন্বয়কের দায়িত্ব দিয়েছেন মায়াবতী। তাঁরা হলেন, রামজি গৌতম, রণধীর বেনিওয়াল এবং রাজা রাম। অবশ্য আকাশের পদ কেড়ে নেওয়া ও ফেরানো কোনও নতুন ঘটনা নয়। গতবছর লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোটের দিন মায়াবতী আচমকা এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বলেন, তদল এবং দলিত আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে পরিপক্কতা অর্জন করা পর্যন্ত আকাশ আনন্দকে দলের ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর পদ থেকে সরানো হল। আমার উত্তরাধিকারী হিসাব যে ঘোষণা করেছিলাম, সেটাও ওর পূর্ণ পরিপক্কতা আসা পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।’

কিন্তু মাস দেড়েকের মধ্যেই বহেনজি ইউটার্ন নেন। পরিপক্কতার অভাব থাকা সেই ভাইপোকেই আবারও নিজের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। ২০২৭ সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারের দায়িত্বও আকাশকে দেন বিএসপি সুপ্রিমো।

‘আমার চেয়ে স্পষ্টবাদী, সুদর্শন কাউকে পায়নি’, রসিকতায় পাকিস্তানের কটূক্তির জবাব ওয়েইসির

পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ড এবং অপারেশন সিঁদুর বদলে দিয়েছে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। হাতেগরম উদাহরণ ‘অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন’ (মিম)-এর প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। প্রবল পাকিস্তান বিরোধিতায় তিনি এখন শিরোনামে। সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে সংঘাতের সময় পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ায় তুরস্ক সরকারেরও কড়া সমালোচনা করেন। এই অবস্থায় ক্রমাগত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিদ্রুপ ও কটূক্তির শিকার হচ্ছেন ওয়েইসি। এবার রসিকতার সুরে প্রত্যাঘাত করলেন হায়দরাবাদের এই জনপ্রিয় নেতা। কী বলেছেন তিনি? মজার ছলে ওয়েইসি বলেন, তআমি পাকিস্তানের দুলে ভাই (শ্যালক), আর কেউ নয়, আমিই। ওরা আর কোনও স্পষ্টবাদী, সুদর্শন প্রতিপক্ষ খুঁজে পায়নি। ভারত থেকে শুধু আমাকেই বেছে নিয়েছে।

এখানেই না থেমে পাক নাগরিকদের প্রতি ওয়েইসির পরামর্শ, তআমায় শুনে যান, দেখে যান। তাতে আপনাদের বুদ্ধি বাড়বে। মগজের মলিনতা দূর হবে। অজ্ঞানতা নাশ হবে।দ বিজেপি সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রবল সমালোচক হিসাবে পরিচিত ওয়েইসি কেন্দ্রের সাত সদস্যের দলে ঠাঁই পেয়েছেন, যাঁরা বাইরের দুনিয়ায় পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার বিষয়টি পর্দাফাঁস করবেন। আসলে

ইদানীংকালে বার বার পাকিস্তানের বিরোধিতায় সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে মিম প্রধানকে। কখনও মসজিদের বাইরে বিলি করেছেন কালো আর্মব্যান্ড, কখনও বা হুঙ্কার ছেড়েছেন ‘পাকিস্তান মুর্দাবাদ, হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ’। কিছুদিন আগেও বিজেপির ‘বি-টিম’ বলে কটাক্ষ শুনতে হয়েছে তাঁকে, এখন সেই ওয়েইসিই বিরাগভাজনদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। শনিবার তুরস্ককে দ্রুত অবস্থান পুনর্বিবেচনায় বার্তা দিয়ে হায়দরাবাদের সাংসদ বলেন, “মনে রাখবেন পাকিস্তানের চেয়ে বেশি মুসলিম ভারতে বসবাস করেন। ২২ কোটি মুসলিম ভারতের সম্মাননীয় নাগরিক।

তাই অন্ধ ভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করবেন না।” ভারতের সঙ্গে তুরস্কের ‘গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্ক’ এবং সে দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় নয়াদিল্লির সহায়তার কথাও মনে করিয়ে দেন ওয়েইসি।

১১ বছরের ছাত্রকে দিয়ে গোপনাঙ্গে আদর, দেখাতেন নিজের নগ্ন ছবি ! শ্রীঘরে ২৭-এর শিক্ষিকা

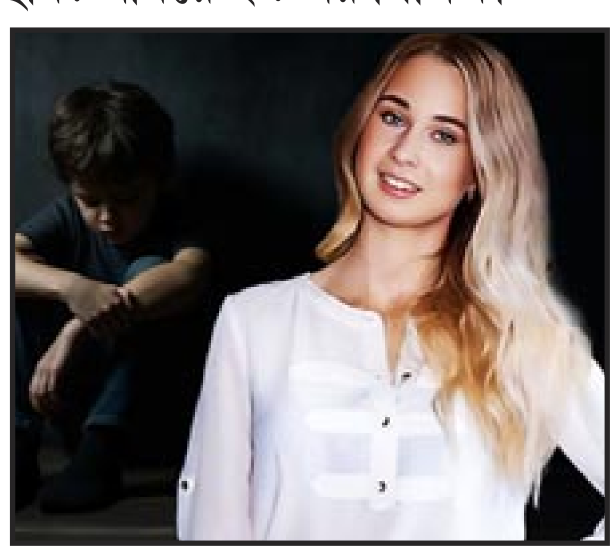

লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ১১ বছরের বালকের সঙ্গে যৌনাচার শিক্ষিকার ! দিনের পর দিন স্কুলে নিজের নগ্ন ছবি দেখানোর পাশাপাশি পড়ুয়াকে বাধ্য করতেন নিজের স্তন স্পর্শ করতে ও চুম্বন করতে। স্কুলের পড়ুয়াকে ব্যবহার করে নিজের যৌন চাহিদা মেটানোর অপরাধে ২৭ বছরের শিক্ষিকাকে ৯ বছরের কারাদণ্ড দিল আদালত। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ঘটনা রাশিয়ায়। আনা প্লাকসিউক নামে ২৭ বছরের ওই বিকৃতকাম যুবতী এক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। স্কুলে যথেষ্ট সুনামও ছিল তাঁর। বিবাহিত ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর ১১ বছরের এক বালককে ক্লাসে আটকে রাখেন তিনি। এরপর পড়ুয়াকে নিজের নগ্ন ছবি দেখিয়ে গোপনাঙ্গে স্পর্শ করতে বাধ্য করেন। জোর করে চুমু খান ও যৌন সম্পর্ক করেন। শুধু তাই নয়, পড়ুয়া বাড়ি চলে গেলে তার ফোনে নিজের নগ্ন ছবি পাঠান শিক্ষিকা। এবং তাকেও একই কাজ করতে বলেন। এদিকে ছেলের ফোনের হোয়াটসঅ্যাপে শিক্ষিকার নগ্ন ছবি ও অশ্লীল কথোপকথন দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান ওই পড়ুয়ার মা। তৎক্ষণাৎ সেন্ট পিটার্সবার্গের টোকসোভো শহরে ছেলের স্কুলে যান তিনি। গোটা ঘটনার কথা স্কুলের অধ্যক্ষকে জানান। অভিযোগ করেন, তাঁর নাবালক পুত্রকে এই ধরনের অশ্লীল কাজ করতে বাধ্য করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তৎপর হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। জানা যাচ্ছে, ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশ্যে আসে এই ঘটনা। প্রায় চার মাস পর ২০২৪ সালে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেই মামলায় সম্প্রতি ৯ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে আনা প্লাকসিউককে পাশাপাশি জেলমুক্তির পর এক বছর তিনি শিক্ষকতা করতে পারবেন না বলে জানিয়েছে আদালত। এই মামলায় আদালতের জানায়, তক্লাসঘরে ওই শিক্ষিকা নিজের যৌনাঙ্গে হাত দিতে বাধ্য করেছিলেন ছাত্রকে। স্কুল থেকে বাড়ি চলে যাওয়ার পরে বালককে নগ্ন ছবিও পাঠান। পড়ুয়াকেও একই কাজ করতে জোর করেন। ১১ বছরের বালকের সঙ্গে এমন আচরণ অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধ।দ যদিও আদালতে শিক্ষিকার তরফে দাবি করা হয়।

মুখ বাঁচাতে ভারতকেই অনুকরণ ! এবার বিশ্বমঞ্চে ‘শান্তিবার্তা’ পাঠাবেন পাকিস্তানের দূত বিলাওয়াল

পহেলগাঁও সন্ত্রাস এবং অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের জঙ্গিবাদের মুখোশ তুলে ধরতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিধি দল পাঠাবে ভারত। নয়াদিল্লির এই সিদ্ধান্তের পরই নিজেদের মুখ বাঁচাতে মরিয়া পাকিস্তান। তাই এবার ভারতকেই অনুকরণ করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বমঞ্চে ‘শান্তিবার্তা’ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ইসলামাবাদ। আর সেই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান বিলাওয়াল ভুট্টো। তবে ওই প্রতিনিধি দলে আর কে কে থাকবেন, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। বিলাওয়াল তাঁর একটি ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বমঞ্চে শান্তিবার্তা পাঠাতে এবং পাকিস্তানের বক্তব্য তুলে ধরতে একটি প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি। এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পেরে আমি গর্বিত এবং সম্মানিত। পাকিস্তানের সেবার জন্য আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ কিন্তু কী কারণে বিলাওয়ালকেই বেছে নেওয়া হল? সূত্রের খবর, বিলাওয়ালের পাশ্চাত্য শিক্ষা, ইংরাজীতে দক্ষতা এবং তাঁর কূটনৈতিকস্তরে অভিজ্ঞতা থাকার কারণেই তাঁর উপর আশ্বাস দেখি য়েছেন শাহবাজ। পাক প্রধানমন্ত্রীর মতে, বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রতিনিধি দলকে যোগ্য জবাব দিতে পারবেন একমাত্র বিলাওয়ালই। সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য গোটা বিশ্বে এমনতিতেই বদনাম রয়েছে পাকিস্তানের। পহেলগাঁও হামলার পর আরও কোণঠাসা হয়েছে ইসলামাবাদ। এই প্রেক্ষিতে নিজেদের গা থেকে ‘সন্ত্রাসবাদ’-এর তকমা মুছতে মরিয়া পাকিস্তান। তাই বিশ্বমঞ্চে নিজেদের শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে তুলে ধরতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাকিস্তানের বিশ্বাস, বিলাওয়ালই তাঁদের এই উদ্দেশ্য সফল করতে পারবেন। প্রসঙ্গত, পহেলগাঁও সন্ত্রাস এবং অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের জঙ্গিবাদের মুখোশ গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চায় ভারত। শুধু রাষ্ট্রসংঘ নয়, সেই লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে

ভারত থেকে প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে। ওই প্রতিনিধিদলে শাসক ও বিরোধী দুই শিবিরেরই সাংসদরা থাকবেন। আর সেই দলের নেতৃত্বের অন্যতম মুখ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরকে।

শনিবারই সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক প্রতিনিধি দলের সমস্ত নেতার নাম ঘোষণা করেছে। শশী থারুর ছাড়াও দলে থাকবেন রবিশংকর প্রসাদ (বিজেপি), সঞ্জয়কুমার ঝা (জেডিইউ), বৈজয়ন্ত পাণ্ডা (বিজেপি), কানিমোঝি করুণানিধি (ডিএমকে) ও সুপ্রিয়া সুলে (এনসিপি)। ভারতের ঘোষণার একদিন পরই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এবার প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান।

ট্রাম্প প্রশাসনে জঙ্গি-যোগ ! হোয়াইট হাউসের কমিটিতে দুই প্রাক্তন জেহাদি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপদেষ্টা বোর্ডে ঠাঁই হল দুই প্রাক্তন জঙ্গি ইসমাইল রোয়ার এবং শেখ হামজা ইউসুফের। এদের মধ্যে ইসমাইল পাকিস্তানে লস্করের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কাশ্মীরে হামলা চালানোয় অভিযুক্ত। অন্যজন, ইউসুফ হামাসের সঙ্গে যুক্ত ছিল। হোয়াইট হাউস সূত্রের খবর, এই দুই প্রাক্তন জেহাদিকে হোয়াইট হাউসের ধর্মীয় উপদেষ্টা বোর্ডে রাখা হয়েছে। সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে ২০ বছরের সাজা শোনায়। ১৩ বছর সাজাও খাটে সে। আদালতে ইসমাইল স্বীকারও করে নেয়, পাকিস্তানে গিয়ে লস্করের প্রশিক্ষণও নিয়েছিল সে। কাশ্মীরে রকেট-গ্রেনেড হামলার সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে শেখ হামজা ইউসুফও একজন জঙ্গি বলেই জানাচ্ছেন লুমার। মুসলিম ব্রাদারহুড ও হামাসের সঙ্গে জড়িত

লরা লুমার নামের এক মার্কিন সাংবাদিক সোশাল মিডিয়ায় দাবি করেছেন, জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থাকার ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও তাদের হোয়াইট হাউসের কমিটিতে যুক্ত করা হয়েছে।

এরপর থেকেই ঘনিয়েছে বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলা ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন কী করে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে? লুমারের দাবি, র‍্যান্ডেল টড রোয়ার ২০০০ সালে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়। নাম নেয় ইসমাইল। সে ‘ভার্জিনিয়া জেহাদি নেটওয়ার্কে’র সঙ্গে জড়িত ছিল। ২০০৪ সালে মার্কিন আদালত তাকে আল কায়দার ছিল সে। এদিকে হোয়াইট হাউসের তরফে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সেখানে ইউসুফকে জায়তুনা কলেজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষাবিদ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

একই ভাবে রোয়ার ক্ষেত্রেও স্বেচ্ছাসেবী ইসলামি সংগঠনে কাজ করার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আলোচনায় উঠে আসছে

দু’জনের জঙ্গি পরিচয়। লুমার এই নিয়োগকে ‘পাগলামি’ বলে কটাক্ষ করেছেন। এখন দেখার, পরবর্তী সময়ে হোয়াইট হাউসের তরফে কিংবা খোদ ট্রাম্প এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেন কিনা।

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

বিরাটের অবসর, অবাক সৌরভ

নয়া জামানাঃ স্পোর্টস ডেস্ক ১৪ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে ১২৩টি ম্যাচ খেলে হঠাৎ করেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা দিয়ে জয় পেয়েছেন ৪০টিতে, যা ভারতীয় ইতিহাসে সর্বোচ্চ। তবে কোহলির এই হঠাৎ সিদ্ধান্তে বিস্মিত হয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক

করেছেন ভারতীয় ব্যাটিং তারকা বিরাট কোহলি। ২০১১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক করা কোহলি শচীন টেন্ডুলকারের পর ভারতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটার হয়ে ওঠেন। তিনি করেছেন ৯,২৩০ রান, যার মধ্যে রয়েছে ৩০টি সেঞ্চুরি ও ৩১টি হাফ-সেঞ্চুরি। তার টেস্ট গড় ৪৬.৮৫। কাপ্তানি দিক থেকেও সফল কোহলি ৬৮টি টেস্টে নেতৃত্ব সৌরভ গাঙ্গুলি। তিনি বলেন, তখেলা ছাড়া ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। বিরাট ও রোহিত দুজনেই নিজের ইচ্ছায় বিদায় নিয়েছে। ওদের ক্যারিয়ার অবিশ্বাস্য ছিল। তবে হ্যাঁ, বিরাটের সিদ্ধান্তে আমি অবাক।নতুন অধিনায়ক নিয়ে গাঙ্গুলি বলেন, সিলেক্টররা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। অনেকেই বুমরাহর কথা বলছে, কিন্তু চোট নিয়ে চিন্তা আছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে।

ক্রিস্টাল প্যালেসের ঐতিহাসিক ট্রফি জয়ে ডিন হেন্ডারসনের নায়কোচিত ভূমিকা

নয়া জামানা .ঃস্পোর্টস ডেস্ক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন ও বর্তমানে ক্রিস্টাল প্যালেসের গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন ছিলেন সেই মূল কারিগরদের একজন, যার কারণে পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি এবার কোনো ট্রফি ছাড়াই মরশুম শেষ করল। ম্যাচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে হেন্ডারসন একটি পেনাল্টি সেভ করে লন্ডনের ক্লাবটিকে তাদের ইতিহাসের প্রথম ট্রফি এনে দেন। খেলার ৩৫তম মিনিটে প্যালেস ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল এবেরেচি এজের গোলে। এ সময় সিটির পক্ষে পেনাল্টির সুযোগ আসে। সাধারণত এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পেনাল্টি নেন আর্লিং হালান্ড, কিন্তু তিনি পেছনে সরে দাঁড়ান এবং মারমুশকে সুযোগ দেন। হেন্ডারসন বলেন,হালান্ড যদি নিত, আমি নিশ্চিত না থাকতাম

কোন দিকে যাবে। কিন্তু মারমুশের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম;আমি জানতাম সে কোন দিকে শট নেবে, এবং আমি সেটাই ঠেকিয়ে দিই।সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হেন্ডারসন বলেন, এটা অবিশ্বাস্য। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, আজ আমাদের দিন হবে। কোচের পরিকল্পনা ছিল, আমরা সেটা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেছি। আমরা এটা প্রাপ্য।গার্দিওলা ম্যাচ শেষে বলেন, পেনাল্টি কে নেবে সেটা খেলোয়াড়রাই মাঠে সিদ্ধান্ত নেয়।

আমি ভেবেছিলাম হালান্ড নেবে, কিন্তু ওরা ওরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে।এই হারে ২০১৬-১৭ মরশুমের পর প্রথমবারের মতো কোনো ঘরোয়া শিরোপা ছাড়াই মরশুম শেষ করল সিটি।

ওয়েস্ট হ্যামকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের আশায় নটিংহ্যাম ফরেস্ট

নয়া জামানাঃ স্পোর্টস ডেস্করবিবার প্রিমিয়ার লিগে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ওয়েস্ট হ্যামকে ২-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখল নটিংহ্যাম ফরেস্ট। ম্যাচের শুরুতেই ওয়েস্ট হ্যামের গোলরক্ষক আলফঁস আরিওলা একটি মারাত্মক ভুল করেন, যার সুযোগ নিয়ে মরগান গিবস-হোয়াইট গোল করে এগিয়ে দেন ফরেস্টকে। আরিওলার ব্যাক পাস কেড়ে নিয়ে গিবস-হোয়াইট বলটি ফাঁকা জালে পাঠান এবং গোলটি উৎসর্গ করেন তাঁর সতীর্থ তাইউও আওনিয়িকে, যিনি সম্প্রতি কঠিন সময় পার করছেন। এরপর নিকোলা মিলেনকোভিচ দুর্দান্ত হেডে ফরেস্টের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন। ফরেস্টের ডিফেন্সে মিলেনকোভিচ পুরো ম্যাচে দুর্দান্ত

পারফর্ম করেন এবং দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তবে হাল ছাড়েনি ওয়েস্ট হ্যাম। দ্বিতীয়ার্ধে জারড বোয়েন এক অসাধারণ গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনেন। ম্যাচের শেষভাগে উত্তেজনা চরমে উঠলেও ফরেস্ট জয় ধরে রাখতে সক্ষম হয় এবং মূল্যবান তিন পয়েন্ট অর্জন করে। এই জয়ে নটিংহ্যাম ফরেস্টের চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার সম্ভাবনা টিকে রইল। ম্যাচের পরে ফরেস্টের সমর্থকদের মধ্যে ছিল দারুণ উল্লাস। কোচও সন্তুষ্ট তাঁর দলের লড়াকু মনোভাব দেখে।

দু'ম্যাচ পর আর্জেন্টিনা দলে মেসির প্রত্যাবর্তন, চিলি ও কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে খেলবেন অধিনায়ক

নয়া জামানা .ঃদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। দু'ম্যাচ বিশ্রামের পর অবশেষে আর্জেন্টিনা দলে ফিরলেন লিওনেল মেসি।

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আগামী মাসে চিলি ও কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আর্জেন্টিনার প্রাথমিক দল ঘোষণা করা হয়েছে। সেই দলে আবারও জায়গা করে নিয়েছেন দলের অধিনায়ক মেসি। গত মার্চে চোটের কারণে উরুগুয়ে ও ব্রাজিলের বিপক্ষে মাঠে নামতে পারেননি মেসি। যদিও ওই দুই ম্যাচেই জয় পেয়েছিল আর্জেন্টিনা, ফলে আগেভাগেই কাতার বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট নিশ্চিত করে নিয়েছে তারা।

আগামী ৫ জুন চিলির বিরুদ্ধে স্যান্টিয়াগোতে এবং ১০ জুন কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে বুয়েনস আইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে খেলবে আর্জেন্টিনা। মেসির সঙ্গে আরও দুই তরুণ খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছেন দলে;আলেয়ান্দ্রো গার্নাচো ও ভ্যালেন্তিনো বার্কো। গার্নাচো খেলছেন ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে, আর বার্কো ফরাসি ক্লাব স্ট্রাসবুর্গে খেলেন।

বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা দলের এই নতুন সংমিশ্রণ দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন সমর্থকরা। মেসির প্রত্যাবর্তনে আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠবে, এমনটাই বিশ্বাস ফুটবল বিশেষজ্ঞদের।

টেস্ট অবসরের পর রাজকীয় প্রত্যাবর্তন, আইপিএলে আরসিবি ক্যাম্পে ফিরলেন বিরাট

নয়া জামানাঃ টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে খুব বেশি সময় বিশ্রামে থাকলেন না বিরাট কোহলি। অবসরের কিছুদিন পরই তিনি ফিরে এলেন ২২ গজে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ক্যাম্পে যোগ দিলেন ভারতীয় এই ব্যাটিং তারকা। আইপিএলের স্থগিত অংশ শুরু হচ্ছে ১৭ মে, আর সেই উপলক্ষে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পৌঁছে গেলেন কোহলি।

আরসিবির অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে কোহলিকে ট্রেনিং কিট পরে হাসিমুখে দেখা গেছে।

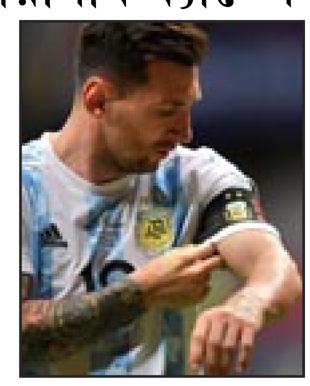

ক্যাপশনে লেখা ভিডিওতে দেখা যায়, কোহলি নেট সেশনে পুরনো ছন্দে ব্যাট করছেন, চারদিকেই দুর্দান্ত শট মারছেন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে।

আইপিএলের স্থগিত অংশের আগে ১১ ইনিংসে ৫০৫ রান করে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন বিরাট। তাঁর গড় ছিল ৬৩.১২ ও স্ট্রাইক রেট ১৪৩.৪৬। অধিনায়ক রজত পাতিদারের নেতৃত্বে আরসিবি এখন পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে। ১৭ মে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিরাটকে আবার মাঠে দেখবে ক্রিকেটবিশ্ব। সেই ম্যাচে সমর্থকরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে সাদা পোশাকে মাঠে আসার ডাক দিয়েছেন।

মহামায়া ক্লাবে দাবা প্রতিযোগিতা

সজল দাশগুপ্ত, নয়া জামানা, শিলিগুড়িঃ বর্তমান প্রজন্মকে খেলাধুলায় আগ্রহী করতে মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাব এক দিবসীয় দাবা ছাড়াও জলপাইগুড়ি ও আশপাশের এলাকা থেকেও অংশগ্রহণকারী আসে। প্রত্যেক বিভাগের বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষ

প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ৯, ১২ ও ১৫;এই তিন বিভাগে মোট ৯০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। শিলিগুড়ি জানায়, মোবাইলমুখী প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করতেই এই উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

পারভেজের নজির গড়া শতরান, আমিরশাহিকে হারালো টাইগাররা

সেই ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওমানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছিলেন তামিম ইকবাল। এরপর এত দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশের আর কোনো ব্যাটসম্যান এই সংস্করণে শতরানের দেখা পাচ্ছিলেন না। অবশেষে সেই খরার অবসান পারভেজ হোসেন ইমনের ব্যাটে। তরুণ বাঁহাতি ওপেনারের ছক্কার রেকর্ড গড়া ইনিংসের পথ ধরে প্রত্যাশিত জয়ে সিরিজ শুরু করল বাংলাদেশ।দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ২৭ রানে হারাল বাংলাদেশ।শারজাহ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শনিবার ৫৪ বলে ১০০ রানের ইনিংস উপহার দেন পারভেজ। ৫টি চারের সঙ্গে ইনিংসে ছক্কা মারেন ৯টি। এক ইনিংসে যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড।তবে বাংলাদেশের আর কোনো ব্যাটসম্যান ২০ ছাড়াতে পারেননি। ১০ ওভারে শতরান পেরিয়েও তাই ২০০ হয়নি দলের রান। ২০ ওভারে তারা তোলে ১৯১ রান।রান তাড়ায় সহজে হাল ছাড়েনি সংযুক্ত আরব আমিরাত। শুরুতে মুহম্মদ ওয়াসিম, পরে আসিফ খান বেশ বিপাকেই ফেলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশকে। শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার ব্যবধানে জিতলেও এক পর্যায়ে পরাজয়ের চোখরাঙানিও ছিল বাংলাদেশের প্রতি। তবে শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি তিন অভিষিক্ত নিয়ে খেলতে নামা আমিরাত।শারজাহতে চারটি টি-টোয়েন্টি খেলে বাংলাদেশের প্রথম জয় এটি। নিয়মিত অধিনায়ক হিসেবে লিটন কুমার দাসের শুরু হলো জয় দিয়ে।এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড।টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ অভিজ্ঞ সৌম্য সরকারকে বাইরে রেখে তানজিদ হাসান ও পারভেজকে দিয়ে শুরু করেন ইনিংস। দুই বাঁহাতির জন্য অফ স্পিনার ধ্রুব পারাশারকে প্রথমে আক্রমণে আনেন আমিরাতের অধিনায়ক। তাকে পাত্তা না দিয়ে প্রথম ওভারেই চার ও ছক্কায় শুরু করেন তানজিদ।তবে পরের ওভারেই উইকেটের পেছনে ধরা পড়েন তিনি। ৩২ বছর বয়সে অভিষিক্ত মাতিউল্লাহ খান উইকেটের স্বাদ পান প্রথম ওভারেই।নিয়মিত অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকে লিটন কুমার দাস (১১) বিদায় নেন একটি ছক্কা মেরেই। বাঁহাতি পেসার জাওয়াদউল্লাহ প্রথম বলেই উইকেট পান ইয়র্কারে। পারভেজের ছক্কার

ছবি সৌজন্য এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড

অভিযান শুরু হয়ে যায় অবশ্য এর আগেই। ওভারের পর ওভার তা চলতেই থাকে। হৃদয় ক্রিজে গিয়ে একটু সময় নেন। পারভেজেরে ব্যাটে রানের জোয়ার বইত থাকে। মিডিয়াম পেসার সাঞ্চিত শার্মার এক ওভারে তিন ছক্কা ও এক চারে ফিফটির কাছে পৌঁছে যান তিনি। হায়দার আলিকে বাউন্ডারি মেরে পঞ্চাশে পা রাখেন ২৮ বলে।হৃদয়ের রান একপর্যায়ে ছিল ৯ বলে ৭। পরে লেগ স্পিনার মুহাম্মাদ জুহাইবকে স্বাগত জানান তিনি প্রথম দুই বলেই ছক্কা ও চার মেরে।দশম ওভারে একশ পেরিয়ে যায় বাংলাদেশ। জুটি ছাড়িয়ে যায় পঞ্চাশ।তবে হৃদয় বিদায় নেন একটু পরই (১৫ বলে ২০)। পাঁচ নম্বরে প্রমোশন পেয়ে কাজে লাগাতে পারেননি নতুন সহ-অধিনায়ক শেখ মেহেদি হাসান (৫ বলে ২)।পারভেজের ব্যাটও তখন একটু মিইয়ে যায়। টানা প্রায় পাঁচ ওভার আসেনি বাউন্ডারি।জুহাইবকে স্লগ সুইপে ছক্কা মেরে শেকল ভাঙেন পারভেজই। আরেকপ্রান্তে যোগ্য কাউকে না পেলেও তিনি ছুটতে থাকেন। একটু ছন্দপতন অবশ্য হয়েছিল তার ৮৪ রানে। মাতিউল্লাহর ফুল টস বলে ধরা পড়েন তিনি লং অফ সীমানায়। কিন্তু মাঠ ছেড়ে যাওয়ার সময় জানতে পারেন তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত, 'নো' বল।রক্ষা পেয়ে ফ্রি হিটে মারেন চার। ওই ওভারে আরেকটি ছক্কায় এগিয়ে যান শতরানের দিকে। ১৯তম ওভারের শেষ বলে কাঙ্ক্ষিত সেই মাইলফলক ছুঁয়ে লাফিয়ে ওঠেন আনন্দে।৫৩ বলে সেঞ্চুরি স্পর্শ করেন পারভেজ। তামিমের শতরান ছিল ৬০ বলে। ৯ ছক্কায় পারভেজ পেরিয়ে যান রিশাদ হোসেনের ৭ ছক্কার রেকর্ডও।৯ ছক্কার ৮টিই ছিল লং অন আর লং অফ দিয়ে। এতে ফুটে ওঠে, পারভেজের শক্তির জায়গাতেই বোলিং করেছেন আমিরাতের বোলাররা।জাকের আলি (১৪ বলে ১৩) ও শামীম হোসেন (৬ বলে ৫) ততক্ষণে ফিরে গেছেন শেষের দাবি মেটাতে না পেরে। শেষ ওভারের প্রথম বলে বিদায় নেন পারেভজও। তানজিম হাসান ৯ বল খেলে করতে পারেন ৭ রান। বাংলাদেশের স্কোর তাই যেতে পারেনি দুইশতে।ইনিংসে মোট ছক্কা ছিল ১৩টি, যা এক ম্যাচে বাংলাদেশের দলীয় রেকর্ড। আগের রেকর্ড ছিল দুই ম্যাচে ১২টি করে ছক্কা।দারুণ বোলিংয়ে ২১ রানে চার উইকেট নেন জাওয়াদউল্লাহ। টি-টোয়েন্টিতে ৫০ উইকেট পূর্ণ করার দিনে প্রথমবার চার উইকেটের স্বাদ পান বাঁহাতি এই পেসার। রান তাড়ায় মুহাম্মাদ ওয়াসিম প্রথম থেকেই বুঝিয়ে দেন ব্যাটের তেজ। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই এক ছক্কা ও তিন চারে হকচকিয়ে দেন তিনি শেখ মেহেদিকে। পরের ওভারে তানজিম হাসানকেও মারেন একটি ছক্কা দুটি চার।আরেক ওপেনার মহম্মদ জোহাইবকে অবশ্য দ্রুতই ফেরান হাসান মাহমুদ। তিনে নামা আলিশান শারাফুকে দাঁড়াতে দেননি মুস্তাফিজুর রহমান। তবে তৃতীয় উইকেটে ওয়াসিম ও রাহুল শার্মা কাঁপিয়ে দেন বাংলাদেশকে।হাসানের এক ওভারে তিন চার ও এক ছক্কা মারেন রাহুল, তানভির ইসলামের ওভারে তিনটি চার মারেন ওয়াসিম। একাদশ ওভারে যখন একশ পেরিয়ে যায় আমিরাত, তাদের জয় তখন মনে হচ্ছিল খুবই সম্ভব। তানজিম আক্রমণে ফিরে ওয়াসিমকে ফিরিয়ে ভেঙে দেন ৪২ বলে ৬২ রানের জুটি।

আমিরাতের অধিনায়ক বিদায় নেন ৩৯ বলে ৫৪ করে। এই পেসার একটু পর বিদায় করেন রাহুলকেও (২২ বলে ৩৫)। বাংলাদেশকে তবু স্বস্তি পেতে দেননি আসিফ খান। আগ্রাসী ব্যাটার টানা তিন বলে ছক্কা মারেন শেখ মেহেদিকে। এক প্রান্ত থেকে তিনি চেষ্টা চালিয়ে যান।

আইপিএলে এক মরশুমে চ্যাম্পিয়ন, পরের মরশুমেই মুখ থুবড়ে পড়েছে কলকাতা সহ একাধিক দল

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে গত রাতে তুমুল বৃষ্টি। তাতে ম্যাচ হয়ে গেল পণ্ড। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু পেল স্বস্তি। আইপিএলের প্লে-অফে খেলার আশা আরও উজ্জ্বল হলো দলটার। কিন্তু কলকাতা নাইট রাইডার্সের জন্য সেই বৃষ্টিই ছিল বিদায়ের ঘণ্টাধ্বনি। মাঠ ভেজা পড়ে রইল, শেষ হয়ে গেল কলকাতার আইপিএল ২০২৫ অভিযান।এই মরশুমে এ নিয়ে টুর্নামেন্টে দ্বিতীয়বারের মতো ম্যাচ পরিত্যক্ত হলো কলকাতার। কলকাতার ছিটকে যাওয়ার পেছনে বড় ভূমিকা ছিল এই দুটি ম্যাচের। অথচ শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বে গত বছর কলকাতা ছিল দুর্দান্ত। একেবারে একপেশে ফাইনালে তারা উড়িয়ে দিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে। আর এবার? এবার তারা সেই রাজসিংহাসন হারিয়ে লিগ পর্ব থেকেই বিদায়। এই অভিজ্ঞতা অবশ্য কলকাতার এবারই প্রথম নয়। তৃতীয়বারের মতো তারা শিরোপা জেতার পরের বছর লিগ পর্ব থেকেই ছিটকে পড়ল। কলকাতা প্রথম শিরোপা জিতেছিল ২০১২ সালে, গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে। কিন্তু পরের বছর তারা প্লে-অফেও উঠতে পারেনি। ২০১৪ সালে আবার চ্যাম্পিয়ন, ২০১৫-তে আবার একই পরিণতি। এই বছরও সেই ইতিহাসটা ফিরল।পাঁচবার আইপিএলের শিরোপা জিতেছে মুম্বাই। এর মধ্যে তিনবার শিরোপা জেতার পরের মরশুমে (২০১৬, ২০১৮ ও ২০২১) তাদের বিদায় নিতে হয়েছে লিগ পর্ব থেকেই।অবশ্য লজ্জার এই রেকর্ডে কলকাতা একাই নয়, তাদের আগেই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের। পাঁচবার আইপিএলের শিরোপা জিতেছে মুম্বাই। এর মধ্যে তিনবার শিরোপা জেতার পরের মরশুমে (২০১৬, ২০১৮ ও ২০২১) তাদের বিদায় নিতে হয়েছে

লিগ পর্ব থেকেই। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাইয়েরও এই অভিজ্ঞতা হয়েছে দুবার। তবে সবার আগে এই দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস। আইপিএলের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়নরা পরের আসরেই ছিটকে পড়েছিল লিগ পর্ব থেকে। ১) রাজস্থান রয়্যালস- চ্যাম্পিয়ন ২০০৮ , প রে র মরশুমেই ১৪ ম্যাচে ৬ জয় নিয়ে ষষ্ঠ ২)কলকাতা নাইট রাইডার্স - চ্যাম্পিয়ন ২০১২,পরের মরশুমেই ১৬ ম্যাচে ৬ জয় নিয়ে সপ্তম ৩) কলকাতা নাইট রাইডার্স- চ্যাম্পিয়ন ২০১৪ ,পরের মরশুমেই ১৪ ম্যাচে ৭ জয় নিয়ে পঞ্চম ৪) মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স- চ্যাম্পিয়ন ২০১৫ ,পরের মরশুমেই ১৪ ম্যাচে ৭ জয় নিয়ে পঞ্চম ৫)মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স - চ্যাম্পিয়ন ২০১৭,পরের মরশুমেই ১৪ ম্যাচে ৬ জয় নিয়ে পঞ্চম ৬) মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স- চ্যাম্পিয়ন ২০২০,পরের মরশুমেই ১৪ ম্যাচে ৭ জয় নিয়ে সপ্তম ৭)চেন্নাই সুপার কিংস - চ্যাম্পিয়ন ২০২১,পরের মরশুমেই ১৪ ম্যাচে ৪ জয় নিয়ে নবম ৮)চেন্নাই সুপার কিংস - চ্যাম্পিয়ন ২০২৩, পরের মরশুমেই ১৪ ম্যাচে ৭ জয় নিয়ে পঞ্চম ৯) কলকাতা নাইট রাইডার্স- চ্যাম্পিয়ন ২০২৪ , প রে র মরশুমেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল আরসিবি-কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ, আইপিএলের প্লে-অফ থেকে ছিটকে গেল নাইটরা

বৃষ্টি শুরু হয়েছিল ম্যাচ শুরুর আগেই। দু,একবার তা থেমেছে বটে, কিন্তু আবার শুরু হয়েছে খানিক পরই। অপেক্ষা বাড়তে বাড়তে একসময় কাটা শুরু হয় ওভার, শেষে আর ম্যাচটা মাঠেই গড়ায়নি! আইপিএলে মাঠের ক্রিকেটটা ফেরার অপেক্ষা তাই আরও বাড়ল। তবে এই বৃষ্টিতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সব সম্ভাবনাই শেষ হয়ে গেছে। বল মাঠে না গড়ালেও এবারের আইপিএল থেকে ছিটকে গেছে তারা। ভারত,পাকিস্তান সংঘাত শুরুর পর এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আইপিএল। আজ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই তা ফেরার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে এই ম্যাচে টসই না হওয়ায় পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়েছে দুই দলকে। তাতেই বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে কলকাতার। ১৩ ম্যাচে ৫ জয়ে ১২ পয়েন্ট পেয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।ঘরের মাঠে খেলাটি ভেস্তে যাওয়ার পরও প্লে, অফের সম্ভাবনা ভালোভাবেই টিকে আছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। ১২ ম্যাচে ৮ জয়ে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে সবার

ওপরে আছে তারা। কাল রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে পাঞ্জাব কিংস অথবা গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে দিল্লি ক্যাপিটালস হেরে গেলেই প্লে, অফ খেলা নিশ্চিত হয়ে যাবে তাদের।

ম্যান সিটিকে হারিয়ে এফএ কাপে চ্যাম্পিয়ন ক্রিস্টাল প্যালেস

ওয়েম্বলিতে অনুষ্ঠিত এফএ কাপ ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে ক্রিস্টাল প্যালেস। ১-০ গোলের এ জয়ে ক্লাবটি তাদের ১২০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো বড় শিরোপা জিতল।ম্যাচের ১৬ মিনিটে দুর্দান্ত এক কাউন্টার-অ্যাটাকে ডানিয়েল মুনোজের ক্রস থেকে গোল করে প্যালেসকে এগিয়ে দেন এবেরেচি এজে। শেষ পযন্ত সেই গোলই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। সিটি পুরো ম্যাচজুড়ে বলের দখল রেখে আক্রমণ চালালেও প্যালেসের রক্ষণভাগ ও গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন ছিলেন দুর্ভেদ্য। ৩৬ মিনিটে বার্নার্ডো সিলভাকে ফাউল করায় বার্নার্ডো সিলভাকে ফাউল করায় সিটি পেনাল্টি পেলেও ওমার মারমুশের নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন হেন্ডারসন।দ্বিতীয়ার্ধে সিটি একের পর এক আক্রমণ চালালেও প্যালেসের রক্ষণভাগ ও গোলরক্ষকের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে গোলের মুখ খুঁজে পায়নি।এই জয়ে ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্রিস্টাল প্যালেসের দীর্ঘ ১১৯ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটল।ম্যাচ শেষে প্যালেস সমর্থকদের উল্লাস

অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে সৌদি প্রো-লিগের পথে এমিলিয়ানো মার্টিনেজ!

পেশাদার কেরিয়ারে পুরো সময়ই ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মাঝারি মানের দল অ্যাস্টন ভিলার হয়ে। এবার কি ইংল্যান্ড ছেড়ে অন্য দেশের ক্লাবে যোগ দিতে চলেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্ব কাপজয়ী গোলকিপার এমিলি য়ানো মার্টিনেজ? ভিলা পার্কে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিরুদ্ধে অ্যাস্টন ভিলার ম্যাচের পর এমিলিয়ানোর আচরণে সেই ইঙ্গিতই পাওয়া গিয়েছে। এই ম্যাচে তাঁর দল ২-০ জয় পায়। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর মাঠ ছাড়ার সময় আর্জেন্টিনার এই গোলকিপারের চোখে জল দেখা যায়। ৩২ বছর বয়সি এই গোলকিপারকে দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হয়নি। কিন্তু তিনি যেভাবে সমর্থকদের অভিবাদন জানান, তাতে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, অ্যাস্টন ভিলার ঘরের মাঠে হয়তো শেষ ম্যাচ খেললেন। সৌদি প্রো লিগের একটি ক্লাব তাঁকে লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছে। ইউরোপের দু'টি ক্লাবও এই গোলকিপারকে দলে নিতে আগ্রহী। ফলে বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপারের দলবদল কার্যত নিশ্চিত। ২০২০ সালে অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দেন এমিলিয়ানো। আগামী মাসে এই ক্লাবের সঙ্গে তাঁর চুক্তি শেষ হচ্ছে। অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে তাঁর নতুন করে কোনও চুক্তি হয়নি। এই কারণেই দলবদল নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। আগামী বছর বিশ্বকাপে খেলবেন এমিলিয়ানো। তাঁকে দলে ধরে রাখার বিষয়ে অ্যাস্টন ভিলা ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা করবে কি না, সে বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি প্রধান কোচ উনাই ইমারি। তিনি বলেছেন, 'দেখা যাক কী হয়। চলতি মরসুমে এখানে শেষ ম্যাচ ছিল। দল কেমন হবে, কোন খেলোয়াড়রা দলে থাকবে তা আমাদের দেখতে হবে।

কেন কাউন্সিলিং ?

জানাচ্ছেন সূচনা পল্যে

কখনও কখনও আমাদের জীবনে এমন সব বাধা আসে যেগুলোর জন্য আমরা একেবারেই প্রস্তুত থাকি না বা তার মোকাবিলা করতেও সক্ষম হই না। ফলে আমাদের মধ্যে দিশাহারা বোধ, ক্লান্তি, রাগ, অসহায়তা, ভয়, হতাশা, দুঃখ বা অক্ষমতা দেখা দেয়। সেই সময়ে পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা চলতে পারি না। আমাদের জীবন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় কাউন্সেলিং-এর সহায়তায় একজন মানুষ তার জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করে নিজের সমস্যার কথা বলতে পারে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

কখন বুঝবেন আপনার কাউন্সিলিং-এর প্রয়োজন আছে?

যখন আপনি আপনার ব্যাক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, নিজের কর্মক্ষেত্রে এবং পরিবারের সাথে অস্বাভাবিক ব্যাবহার করে ফেলছেন।

যখন আপনি বুঝতে পারছেন আপনার রোজকারের জীবনযাপন আপনার কাছে বিরক্তিকর এবং অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যখন আপনি একটি স্বাস্থ্যকর (হেলদি) জীবনযাপন করতে অক্ষম বোধ করছেন।

যখন কোনও একটি নির্দিষ্ট সমস্যা আপনার জীবনের প্রতিটি দিককে নেগেটিভ ভাবে প্রভাবিত করছে।

যখন দেখছেন আপনার এই সমস্যাগুলি টানা ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত একই রয়ে গেছে।

কোনও মানসিক সমস্যা থাকলে কার সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন?

আপনি যেকোনো প্রফেসনাল মেন্টাল হেলথ বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তিনি হতে পারেন কোনও কাউন্সেলর, সাইকোলজিস্ট বা সাইক্রিয়াটিস্ট। মনে রাখবেন মনোবিজ্ঞান একটি বহু-বিষয়ক ক্ষেত্র সুতরাং আপনাকে আপনার প্রয়োজন অনুসারে এই ক্ষেত্রের অন্যান্য বিভাগের বিশেষজ্ঞের কাছে রেফার করা যেতে পারে। যেমন ধরুন, আপনি প্রথমে একজন মনস্তাত্ত্বিকের (সাইকোলজিস্টের) কাছে গেছেন এবং তিনি প্রয়োজন বুঝলে কিছু সেশনের পরে, আপনাকে ওষুধের জন্য একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের (সাইক্রিয়াটিস্টের) কাছে পাঠাতে পারে।

একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য কী?

মনস্তাত্ত্বিক ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ উভয়ই মানসিক স্বাস্থ্যের রোগীদের সহায়তা করার দায়িত্বে আছেন।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞঃ

সাইকিয়াট্রিস্টদের চিকিত্সককে (এমডি বা ডিও) থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং মেডিকেল স্কুলের ৪ বছর, তারপরে ৪ বছর মেডিকেল রেসিডেন্সি প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এমডি হিসাবে তাদের প্রেসক্রিপশন দেওয়ার জন্য এবং সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা করার লাইসেন্স দেওয়া হয়।

মানসিক রোগের জন্য ওষুধ লিখতে পারেন

মনস্তাত্ত্বিকঃ

একজন মনস্তাত্ত্বিক হলেন এমন একজন যিনি মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর করেছেন। (এমএ বা এমফিল)

একজন মনস্তাত্ত্বিক সাইকোমেট্রিক পরীক্ষা এবং থেরাপিউটিক পদ্ধতি পরিচালনা করে থাকেন।

একজন মনস্তাত্ত্বিক আপনাকে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতে পারেন কিন্তু তিনি নিজে ওষুধ দিতে পারেন না।

কাউন্সেলিং আসলে কি?

কাউন্সেলিং*হল বিশেষ ধরণের সাইকোথেরাপি* বা মনোবিকলন পদ্ধতি। এটি এক ধরনের টকিং থেরাপি। যেখানে যেকোনো ব্যক্তি, দম্পতি, অথবা কোনও পরিবার, একজন প্রশিক্ষিত মেন্টাল হেলথ বিশেষজ্ঞের সাথে দেখা করে তাদের সমস্যাগুলি ভাগ করেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ এই পরিস্থিতি বিকাশের পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। ব্যক্তির কথোপকথনের উপর ভিত্তি করে বিশেষজ্ঞ সাইকোমেট্রিক ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা বা বিভিন্ন ধরনের থেরাপি দিয়ে থাকেন। এমনকি ব্যাক্তির সমস্যার তীব্রতার উপর নির্ভর করে তিনি ওষুধ দিয়ে থাকেন এবং প্রয়োজনে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের (সাইক্রিয়াটিস্ট) কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

কাউন্সিলিং একজন ব্যক্তিকে কী কী প্রদান করে থাকে?

কাউন্সিলিং একজন ব্যক্তিকে একটি নিরাপদ, নিরপেক্ষ, বিচারহীন এবং গোপনীয় পরিবেশ প্রদান করে থাকে যেখানে তিনি তার সমস্যা সম্পর্কে কথা বলতে পারেন।

কাউন্সিলিং-এর সময় একজন মেন্টাল হেলথ বিশেষজ্ঞ, ব্যাক্তির মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতিতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কাউন্সিলিং ব্যক্তির জীবনে পজিটিভ (ইতিবাচক) পরিবর্তন আনে।

কাউন্সিলিং কী প্রদান করে না?

ম্যাজিকাল বা অলৌকিক নিরাময়।

প্রথম সেশনেই তৎক্ষণাৎ সমাধান।

রাতারাতি মন ভাল হয়ে যাওয়ার অনুভূতি।

কাউন্সেলিং এর জন্য কটি সেশন লাগে?

স্বাভাবিকভাবে এটি সমস্যার প্রকৃতি, সময়কাল এবং তীব্রতার উপর নির্ভর করে। মনে রাখবেন, কাউন্সিলিং শুরু হওয়া মানে মানসিক পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়ার শুরু হওয়া। কাউন্সিলিং একমাত্র সেই সমস্ত ব্যক্তির উপরেই প্রভাব ফেলে যারা নিজের প্রতিদিনের জীবনযাপন বাকিদের মতো স্বাভাবিক নয় বলে মনে করেন এবং তারা তাদের এই মানসিক পরিস্থিতির উন্নতি আনতে চান।

সাইকোমেট্রিক অ্যাসেসমেন্ট বা সাইকোলজিক্যালের টেস্টিং-এর প্রয়োজনীয়তা কেন পরে?

মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষাগুলি সাধারণত সাইকোমেট্রিক মূল্যায়ন হিসাবে পরিচিত। সাইকোমেট্রিক্সকে মনের পরিমাপ হিসাবেও সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। একজন ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা এবং আচরণ পরিমাপ করার জন্য একটি সাইকোমেট্রিক পরীক্ষা করা হয়। জ্ঞান ; ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট; জ্ঞানের উপাদান যেমন ভাষা, বুদ্ধি বা স্মৃতি; আচরণগত প্রবণতা বুঝতে এই পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

সাইকোলজিক্যাল থেরাপির কি কোনো নেতিবাচক প্রভাব আছে?

না এটির কোনও নেগেটিভ প্রভাব নেই। এই সাইকোলজিক্যাল থেরাপি, প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞের দ্বারা রোগীকে প্রদান করা হয়ে থাকে।

সাইকোলজিক্যাল সমস্যা কি নিরাময়যোগ্য?

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি থেকে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনধারা শুরু করা সম্ভব। কিছু সাইকোলজিক্যাল সমস্যা সাইকোথেরাপি এবং ওষুধের দ্বারা নিরাময় করা সম্ভব আবার কিছু সমস্যা রয়েছে যেগুলি আমাদের শারীরিক রোগের নিরাময়ের মতই যা শুধুই নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

শরীরে মেদ জমেছে ? স্থূলকার হয়ে উঠেছেন আপনি ?

চলুন সৌমেন ওয়ার্ক আউট জিমে

আসলে গলদটা গোড়াতেই!

বাঙালির হজমের সমস্যা নতুন নয়।ভাজা- পোড়া- ভর্তা- ঝাল- ঝোল-অম্বলে অভ্যস্ত বাঙালির পেট ও হজমের সমস্যা চিরকালীন। কিন্তু স্বাস্থ্য সচেতনতার যুগে দৈনন্দিন জীবনে অতিরিক্ত তেলমশলা অনেকেই এড়িয়ে চলেন। তা হলে কেন এ ধরনের সমস্যা?

আসলে গলদটা গোড়াতেই। স্পষ্ট করে বললে, অনিয়মিত খাওয়াদাওয়ার ফলে তৈরি হয় হজমের সমস্যা।* যাঁরা হজমের সমস্যায় ওষুধের উপরে নির্ভরশীল, ক্রমশ তাঁদের সমস্যা পরিণত হয় ক্রনিকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জীবনযাপনের অনিয়মিত ধারা বদলাতে পারলে সমস্যার সুরাহা হয়। আবার ঘরোয়া ব্যায়ামের নিয়মিত অভ্যেস শরীরকে সুস্থ করে তুলতে পারে। সুস্থ জীবনযাপন করতে গেলে শরীর ভাল রাখা জরুরি। শরীর যতটা সচল থাকবে, ততটাই ভাল। আসন বা ব্যায়াম মাত্র এক দিনেই সমস্যা সারিয়ে ফেলে, এমনটা নয়। আসন আসলে অভ্যেস। রোজ নিয়ম মেনে করা জরুরি। প্রাথমিক ভাবে হয়তো এর ফল বোঝা যাবে না। কিন্তু রোজ করতে থাকলে আসন করার ফল পাওয়া যাবেই।

হজম ভাল রাখার এক্সারসাইজঃ

মনে রাখবেনঃ

জি আর ডি বা যেকোনো হজমের সমস্যায় কোনোরকম পেটের ব্যায়াম বা এক্সারসাইজ না করাই ভাল এক্ষেত্রে বিপরীত কাজ করার সম্ভাবনা থেকে যায় যার কারনে ইন্ডাইজেশনের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। কিছু লো ইন্টেন্সিটি ওয়ার্ক আউট এক্ষেত্রে দারুন কাজ করে যেমন- হাঁটাহাঁটি, সুইমিং, জগিং, সাইকেলিং, স্কিপিং ইত্যাদি।

কার্ডিও ওয়ার্ক আউটঃ- কার্ডিও ওয়ার্কআউট হৃদস্পন্দনকে বাড়িয়ে তোলে এবং আপনার ফুসফুসকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করে, সঠিক হজমে সাহায্য করে। এছাড়াও ওজন কমাতেও এই কার্ডিও ওয়ার্কআউটের প্রয়োজন রয়েছে।

কিভাবে করবেন?

বিভিন্ন মাধ্যমে কার্ডিও ওয়ার্কআউট করা যেতে পারে যেমন হিন্দি বলিউড গানে আপনি নাচ করতে পারেন। এছাড়া জগিং করা যেতে পারে। ১ মিনিট জগিং করে আবার ১ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার ১ মিনিট জগিং এভাবে ৪ থেকে ৫ সেট করতে হবে।

ভুজাঙ্গ আসনঃ- উপুড় হয়ে শুয়ে হাতের তালু দু'টি বুকের দু' পাশে মাটিতে এমন ভাবে রাখুন যে আঙুলের ডগাগুলি কাঁধের বরাবর থাকে। হাতের কনুই গায়ের সঙ্গে লেগে থাকবে। পা দু'টি জোড়া ও পায়ের পাতা পেতে থাকবে। এ বার কোমরের উপর জোর দিয়ে নাভি থেকে শরীরের উপরিভাগ মাটি থেকে তুলুন। এই আসন নিয়মিত অভ্যাস করলে পিঠের হাড় মজবুত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় হয়, গ্যাসের সমস্যা দূর হয়। পেটের অতিরিক্ত চর্বি দূর হয় এবং হজমে উন্নতি হয়।

ধনুরাসনঃ- উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। পা দু'টো হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে পায়ের পাতা যতদূর সম্ভব পিঠের উপর নিয়ে আসুন। এবার হাত দু'টো পেছনদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের ঠিক গোড়ালির উপরে শক্ত করে ধরুন এবং পা দু'টো যতদূর সম্ভব মাথার দিকে টেনে

আনুন। বুক, হাঁটু ও উরু মেঝে থেকে উঠে আসবে। শুধু পেট ও তলপেট মেঝেতে থাকবে। এবার উপরদিকে তাকান। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে এবং ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ এই অবস্থায় থাকুন। এরপর হাত-পা আলগা করে আস্তে আস্তে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। একটু বিশ্রাম নিয়ে আসনটি ২, ৩ বার করুন। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নিন।

উপকারিতাঃ হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তলপেটের উপর দেহের সমস্ত ভার পড়ে বলে ঐ অঞ্চলের পেশী, স্নায়ুজাল সবল ও সক্রিয় থাকে এবং পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, প্লীহা, যকৃৎ-এর যেকোনো সমস্যায় খুব ভালো কাজ করে।

পবনমুক্তাসন মাটিতে টানটান হয়ে শুয়ে একটি পা তুলতে হবে। হাঁটু মুড়ে তা নিয়ে আসতে হবে বুকের উপরে। ব্যালেন্স রাখার জন্য দু'হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরতে হবে। আট থেকে দশ বার গুনে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে হবে। দু'টি পায়েই করতে হবে এই আসন। দিনে মোট ছ'-আট বার করা যায়।

উপবিষ্ট কোণাসন মাটিতে সোজা হয়ে বসে দু'পা ছড়িয়ে দিতে হবে কোনাকুনি। দু'পায়ের পাতা ধরতে হবে দু'হাত দিয়ে। পা ধরতে গেলে নিচু হতে হবে। আট থেকে দশ গোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ফিরতে হবে স্বাভাবিক অবস্থায়। দিনে ছ'-আট বার করতে পারেন।

বজ্রাসন হাঁটু মুড়ে পায়ের উপরে বসতে হবে। হাত দু'টি রাখতে হবে হাঁটুর উপরে। মেরুদণ্ড থাকবে সোজা। দশ থেকে পনেরো অবধি গুনে বিশ্রাম নিতে হবে। এ ভাবে দিনে চার বার পর্যন্ত করা যেতে পারে বজ্রাসন।

শবাসনঃ- মাটিতে টানটান হয়ে শুয়ে হাত ও পা ছড়িয়ে দিতে হবে। হাতের তালু মেঝের উপরে রাখা থাকবে। তিন-চার সেকেন্ড চোখ বুজে থাকার পরে চোখ খুলতে হবে। তিন চার সেকেন্ড পরে আবার বন্ধ করতে হবে। প্রত্যেক আসনের পরে শবাসন করা জরুরি। আসন করার সময়ে বেড়ে যাওয়া হৃদ্ স্পন্দন স্বাভাবিক হয়, স্ট্রেস কমে, মাথা ঝিমঝিম দূর হয়, হজমের সমস্যা দূর করে।

মনে রাখবেনঃ-

এক্সারসাইজ শুরুর আগে ভারী খাবার খেতে নেই। আবার একদম খালি পেটেও ব্যায়াম করবেন না।

এক্সারসাইজের মাঝেমধ্যে কিছুক্ষণের বিশ্রাম নিন। জল খান, ঘাম মুছে নিন।

শরীরচর্চার সময় সর্বপ্রথম শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে নজর রাখুন। যেকোনও ধরণে ব্যায়ামই হোক না-কেন শ্বাস-প্রশ্বাসের সঠিক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। শরীরচর্চার সময়ও স্বাভাবিক ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাস নিন। ব্যায়ামের সময় যে শক্তি ব্যয় হয়, তখন অনেকেই দমবন্ধ করে রাখেন। তা কখনোই করবেন না। নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়বেন।

সম্পাদক মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।